সচিত্র

বুয়র ইতিহাস।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

৭৯।৩।২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

All Rights Reserved.

সন ১৩০৭ সাল।

PRINTED BY RAJNARAIN LAHA, AT THE
HINDU DHARMA PRESS.
66, Aheritala Street, Calcutta.

ভূমিকা।

বুয়র-ইতিহাস বঙ্গদেশে এই নূতন; এরূপ সচিত্র ইতিহাস বঙ্গভাষায় কখন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার আবিষ্কার হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বুয়রদিগের ধারাবাহিক বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ আদিম অধিবাসীদিগের ও সুসভ্য ইংরাজদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ করিয়া বুয়রগণ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধ প্রভৃতির বিষয় ইহাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত হইয়াছে।

পাঠকগণ, ইহার পাঠে জানিতে পারিবেন, গ্রন্থকারদ্বয়কে এই ইতিহাস রচনায় সুদূরবর্ত্তী দক্ষিণ আফ্রিকার সংস্থানগত তথ্য সংগ্রহ করিতে কত পরিশ্রমস্বীকার এবং তত্রত্য পুরাতন ও আধুনিক তত্ত্ব-সমূহ সংগ্রহ করিতে কিরূপ আয়াস ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে! এই পুস্তক প্রকাশ করিতেও প্রভূত অর্থব্যয় যে, হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ যে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা নহে; চেষ্টা করিলে যে, বঙ্গভাষাতেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সচিত্র ইতিহাস প্রকাশ করিতে পারা যায়, তাহাও অনুভব করিতে পারিবেন। ইতি।

কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭।

প্রকাশক

প্রথম খণ্ড

বুয়রদিগের উৎপত্তি।

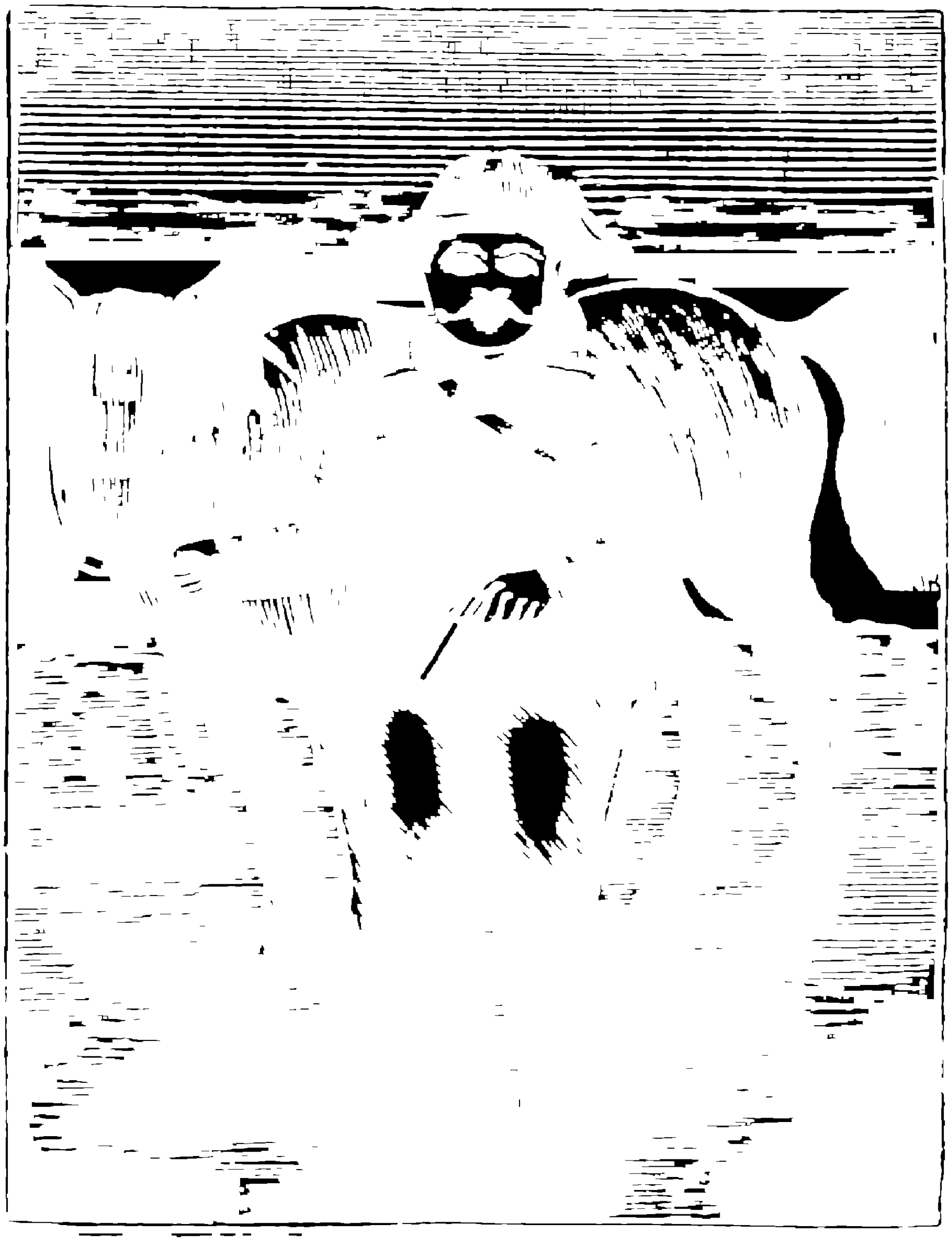

বুয়র জাতি ।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৯০৩
পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৪৫২৮
পরিগ্রহণের তারিখ 02/04/2009

বুয়রদিগের উৎপত্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আজ ভয়ানক রণভেরী বাজিতেছে, যে স্থানের তূর্য্যধ্বনি আজ অভ্রভেদী গিরিসমূহ ভেদ করিয়া, অনন্ত সাগরসকল অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; যে স্থান আজ বীরপদভরে টলমল করিতেছে, সেইস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্বসমূহ অবগত হইতে আজ কে না অভিলাষী! সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার

নিমিত্তই এই গ্রন্থের অবতারণা। বিষয়টী সাতিশয় গুরুতর, সুতরাং ইহা কতদূর সুসম্পন্ন করিতে পারিব, তাহা এখন বলিতে পারা যায় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহারা ঐ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জঙ্গল আশ্রয় করিয়া বাস করিত। উহারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম—বুসমেন্ (Bushmen), দ্বিতীয়—হটেণ্টট্ (Hottentot), তৃতীয়—বাণ্টু (Bantu)।

বুসমেন্‌জাতীয় অধিবাসিগণ কৃষিকার্য্য জানিত না, শীকার-লব্ধ জীব জন্তুগণের মাংসে আপনাপন উদর পূর্ত্তি করিত। তাহাদিগের অস্ত্রের মধ্যে ছিল,—তীর ও ধনুঃ। তীরের অগ্রফলকে এক প্রকার বিষ থাকিত। ঐ তীরাগ্রস্থ তীক্ষ্ণফলক নিতান্ত অল্পপরিমাণেও কোন জীব জন্তুর অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে, আর তাহার রক্ষা ছিল না; দেখিতে দেখিতেই তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইত। ইহারা নিতান্ত অসভ্য সত্য, কিন্তু ইহারা যে ধর্ম্ম মানিয়া থাকে, সেই ধর্ম্ম হইতে সহজে এমন কি বহু প্রলোভনেও বিচ্যুত হইতে চাহে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক খ্যাতনামা পাদরিগণ ইহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিন্তু একটীকেও তাহাদিগের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইতে পারেন নাই।

বুসমেন্‌জাতি যেমন অসভ্য, হটেণ্টট্‌জাতি কিন্তু ততটা অসভ্য ছিল না। তবে বুসমেনের মধ্যে একবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, হটেণ্টট্‌দিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারিত। হটেণ্টট্

জাতীকে অরেঞ্জ (Orange) নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভিন্ন অপর কোন স্থানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহারাও কৃষিকার্য্য করিত না, গোদুগ্ধ ও মেষদুগ্ধই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা ছিল; সুতরাং ঐ সকল জন্তু উহাদিগের প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই প্রতিপালিত হইত।

বাণ্টু জাতি মধ্য আফ্রিকার প্রায় সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল, উহাদিগের বাসস্থানের একপ্রান্তে আটলাণ্টিক মহাসাগর ও অপর প্রান্তে ভারত মহাসাগর। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষ জাতি যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিত বলিয়া, ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি অতিশয় অধিক হইত; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ এত অধিক ছিল যে, সামান্য সামান্য কারণে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইয়া, উহা প্রবল দাঙ্গায় পরিণত, ও সেই বিস্তর লোক হত হইত বলিয়া, আশানুরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইত না। ইহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের প্রথা আমাদিগের বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রথার সহিত অনেকটা মিলিত। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় রন্ধনকার্য্যের ভার তাহাদিগের স্ত্রীলোকের উপর ন্যস্ত ছিল। তাহারাও এদেশের স্ত্রীলোকগণের ন্যায় আপন আপন স্বামী ও পুত্রগণকে অগ্রে আহার না করাইয়া, কখনই নিজে আহার করিত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কার

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা, বারথলমিউ ডায়স্ (Bartholomew Dias) নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষ-গমনাগমনের পথ আবিষ্কার করিতে দুইখানি পোত সহিত প্রেরণ করেন। গমনকালীন সমুদ্রের মধ্যে একস্থানে অগভীর জল দেখিতে পাইয়া, সেই স্থানে তিনি তাঁহার পোতদ্বয় রক্ষা করেন। ঐ স্থান এখন লিটিল উপসাগর (Little Bay) নামে অভিহিত। তথায় কোন লোক জন দেখিতে না পাইয়া, তিনি সেই স্থান হইতে আরও কিয়দ্দূরে গমন করেন। যে স্থানে অরেঞ্জ নদী (Orange River) আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্রই উত্তরদিক্ হইতে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া, তাঁহার পোতদ্বয়কে ক্রমাগত ১৩ দিবস পর্য্যন্ত পশ্চাদ্গমনে বাধ্য করে। ঝঞ্ঝাবাত নিবৃত্ত হইয়া গেলে, তিনি পূর্ব্ব

দিকে গমন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কোন স্থানে কোন রূপ কূলকিনারা না পাইয়া, পুনরায় তাঁহার পোতের গতি উত্তরদিকে ফিরাইয়া দেন। তাহার পরেই তিনি অগুলাস (Agulhas) ও নায়েসা (Knysna) নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সেইস্থানে তৎপ্রদেশীয় লোকদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পোত দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়াছে, ও তজ্জন্যই গো, মেষ প্রভৃতি পালিত জন্তু লইয়া সমুদ্রতীর হইতে দূরে প্রস্থান করিতেছে। ঐ স্থানের অধিবাসিগণের সহিত কোনরূপে মিলিত হইবার সুযোগ না পাইয়া, ডায়স্ পুনরায় সেই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবার তাঁহার পোতদ্বয় যে উপকূলের নিকট আসিয়া উপনীত হইল, ঐ স্থানের নাম এখন সেন্‌টা ক্রুজ (Santa Cruz)।

এইস্থান হইতে প্রত্যাগমনকালীন ডায়স্ আর একটী স্থান আবিষ্কার করেন; ঐ স্থানেই বাত্যাবিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন বলিয়া তখন উহার নামকরণ করেন, কেপ অব ষ্টরমস্ (Cape of Storms); পরিশেষে পর্ত্তুগালের রাজা ২য় জন (John II) উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Goodhope) নামে অভিহিত করেন।

ডায়স্ যে সকল স্থান দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ঐ সকল স্থানের আভ্যন্তরিক অবস্থাসমূহের উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিবার মানসে ভস্কো-ডি-গামা (Vasco-de-Gama) নামক একজন বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে চারিখানি পোতের সহিত ১০ বৎসর পরে ঐ সকল স্থানে প্রেরণ করা হয়। তিনি ক্রমাগত

সার্দ্ধপাঁচমাস কাল গমন করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে প্রায় একশত কুড়ি মাইল উত্তরে আফ্রিকার একস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থান এখন সেণ্ট হেলেনা উপসাগর (St. Helena Bay) নামে অভিহিত। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী হটেণ্টট্‌গণকে তিনি নানাপ্রকার অলঙ্কারাদি উপঢৌকন দিয়া, তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা করেন; ও কিয়ৎ-পরিমাণে কৃতকার্য্যও হন; কিন্তু পরিশেষে কোন একটী সামান্য কারণে তাঁহার সহিত উহাদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে ভাস্কো-ডি-গামা নিজে ও তাঁহার তিনজন পারিষদ আহত হইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। সেই স্থানের কৃষ্ণকায় দিগের নিকট গৌরাঙ্গদিগের এই প্রথম পরাজয়।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে ভাস্কো-ডি-গামা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল বায়ু প্রভাবে তিন দিবসের মধ্যেই উত্তমাশা অন্তরীপে আসিয়া উপনীত হন; ও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে একটী অতিশয় মনোরম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এখন ঐ স্থান নেটাল (Natal) নামে অভিহিত।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে তিনি ডিলেগোয়া উপসাগরের (Delagoa Bay) উত্তরাংশে গিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে বাণ্টুগণ তাঁহার প্রথম নয়নপথে পতিত হয়। এইস্থানে হইতে প্রস্থান করিয়া সোফালা (Sofala) অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করেন।

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে অনটনিও-ডি-সালধানা (Antonio-de-Sal-dhanha) নামক একজন পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী একটী অত্যুচ্চ

পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ পর্ব্বতের নাম দিয়াছিলেন, টেবিল পর্ব্বত (Table Mountain)। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময়ে যে স্থানে তাঁহার অর্ণবযান রক্ষিত হইয়াছিল, সেইস্থান এখন টেবিল উপসাগর (Table Bay) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফ্রানসিস্‌কো-ডি-আলমিডা (Francisco-de-Almeida) পর্ত্তুগীজদিগের পূর্ব্ব সমুদ্রের রাজপ্রতিনিধি পদে প্রথম নিয়োজিত হইয়া, আপন কার্য্যোপলক্ষে গমন করিবার কালে, মিষ্ট পানীয় জলের প্রত্যাশায় পূর্ব্ব বর্ণিত টেবিল উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই স্থানে তাঁহার জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, জাহাজ হইতে কতকগুলি লোক অবতরণ করিয়া, শীকার করিবার মানসে গমন করেন। সেইস্থানে কয়েকজন হটেণ্টটের সহিত সাক্ষাৎ হয় ও পরিশেষে উভয়দলের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়া যায়। সেই বিবাদে দুইজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বিশিষ্টরূপে আহত হন।

কৃষ্ণকায় হটেণ্টট্‌দিগের নিকটে এইরূপে অবমানিত হইয়া, পর দিবস প্রাতঃকালে অর্থাৎ ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে শাসনকর্ত্তা স্বয়ং নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ও দেড়শত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সঙ্গে লইয়া, হটেণ্টট্‌দিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা প্রদান ও তাহাদিগের গোধনাদি অপহরণ করিবার মানসে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন; ও কতকগুলি গো, মেষ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে প্রায় ১৭০ জন হটেণ্টট্‌ দলবদ্ধ হইয়া সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক পর্ত্তুগীজদিগের সম্মুখীন হইলে, উভয়পক্ষে ভয়ানক সমর উপস্থিত হয়।

দ্রুতগামী হটেণ্টট্‌দিগের বিপক্ষে পর্ত্তুগীজদিগের অস্ত্র একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগের ধনু হইতে রাশি রাশি তীক্ষ্ণ শর সকল একত্র এত পরিমাণে আসিয়া পর্ত্তুগীজদিগের উপর পতিত হয় যে, তাঁহারা একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেইস্থান হইতে পলাইতে আরম্ভ করেন। এই ভয়ানক সময়ে ৬৫ জন বলবান্ পর্ত্তুগীজ তাঁহাদিগের শাসনকর্ত্তার সহিত ধরাশায়ী হন, অবশিষ্ট যাঁহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই।

এই ঘটনার পর হইতেই পর্ত্তুগীজগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, ঐ স্থানে বাণিজ্য উপযোগী বিশেষ কোনরূপ দ্রব্যাদি নাই; বিশেষতঃ নিতান্ত অসভ্য জাতির সহিত বাণিজ্যসূত্রে বদ্ধ হওয়াও সুকঠিন। ইহার পর হইতে পর্ত্তুগীজগণ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ ভিন্ন আফ্রিকার আর কোন স্থানে বাণিজ্য জাহাজ লইয়া যাইতেন না। ঐ দ্বীপটীও আবিষ্কৃত হইয়াছিল ১৫০২ খৃষ্টাব্দে।

ইহার অনেক দিবস পরে ইংরাজ, ডচ্ ও ফরাসিগণ, পর্ত্তুগীজদিগের পন্থা অবলম্বন করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে বাণিজ্যার্থে জাহাজ প্রেরণ করেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরাজদিগের বাণিজ্যপোতের পতাকা ঐ স্থানের টেবেল উপসাগরে (Table Bay) প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৬০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ স্থান ভারতবর্ষে গমনাগমনের সময়ে এক প্রকার বিশ্রামস্থান হইয়া পড়ে।

এই সময়ে ডচ্‌গণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম দিয়া ব্যবসায়ের নিমিত্ত একটী কোম্পানীর সৃষ্টি করেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ কোম্পানী কর্ত্তৃক টেবেল উপসাগরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প হয়; এবং ঐ কার্য্যের ভার ভান্‌ রিবিকের (Mr. Van Riebeek) উপর ন্যস্ত হয়। তিনি ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ঐ কার্য্য শেষ করেন। তিনি যে স্থানটী দুর্গরূপে নির্ম্মাণ করেন, তাহা নামে দুর্গ; কিন্তু কার্য্যে একরূপ কৃষিক্ষেত্র। এই উপলক্ষে তিনি হটেণ্টট্‌ জাতির সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে গো, মেষ প্রভৃতি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। যে সময় ঐ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সময় সেই প্রদেশে কেবলমাত্র ৬০ জন হটেণ্টটের বসবাস ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগেরও দল পুষ্ট হইতে আরম্ভ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ডচ্‌দিগের উপনিবেশ সংস্থাপন।

ডচ্‌দিগের যে সকল জাহাজ বাণিজ্য উপলক্ষে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিত, সেই সকল জাহাজের নাবিক বা অপরাপর কর্ম্মচারিগণ হলণ্ড ও জার্ম্মেনি হইতে সংগৃহীত হইত।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নয়জন কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া লইস্‌বিক (Liesbeek) নদীর উপকূলে রন্‌ডিবোস (Rondebosch) নামক স্থানে প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন ও ডচ্‌ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাঁহারা সেই স্থানে কৃষিকার্য্য করিয়া আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহার কয়েক মাস পরেই আরও ৩৮ জন ডচ্‌ কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ স্থানে আসিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ডচ্‌ ও জর্ম্মনগণ

আসিয়া ঐ স্থানে আপনাপন উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। ডচ্ কোম্পানীর নিয়ম ছিল, যে সকল ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমে অপটু বা যাঁহারা বিশেষ বলবান্ ও কার্য্যক্ষম নহেন, তাঁহারা কেহই ঐ প্রদেশে স্থান পাইতেন না; আরও নিয়ম ছিল, অবিবাহিত পুরুষগণও সেইস্থানে গিয়া বাস বা কৃষিকার্য্য করিতে অনুমতি পাইতেন না। এইরূপে যে সকল বিবাহিত পুরুষগণ সেইস্থানে বাস করিতেন, কিছু দিবস মধ্যেই ইউরোপ হইতে তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রগণকে সেইস্থানে আনয়ন করিতে হইত। এইরূপে শ্বেতাঙ্গদিগের দ্বারা ঐ স্থানের জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও ক্রমে তাঁহারা উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে জেম্‌বেজি (Zambesi) ও বেংগুলা (Benguela) পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে দাসব্যবসা আরম্ভ হওয়ায়, ঐ প্রদেশীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের মধ্যে ক্রমে একটু বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। কেবলমাত্র কাফ্রিজাতীয় দাস-গণে পূর্ণ পর্ত্তুগীজদিগের একখানি জাহাজ ডচ্ কোম্পানী-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আনীত হয়। ইহাই কাফ্রিদিগের ঐ স্থানে প্রথম আগমন। তাহার পর ডচ্ কোম্পানীও, গিনি (Guinea) হইতে আরও কতকগুলি কাফ্রি আনিয়া এইস্থানে উপস্থিত করেন, ও তাহাদিগকে সেইস্থানে সামান্য দাসের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সময়ে উহারাও ঐ স্থানের অধিবাসী হইয়া পড়ে। ডচ্ কোম্পানী শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোনরূপ পৃথক্ নিয়ম বিধিবদ্ধ না করায়, উহারাও ক্রমে সেইস্থানের ঔপনিবেশিকের মধ্যে পরিণত

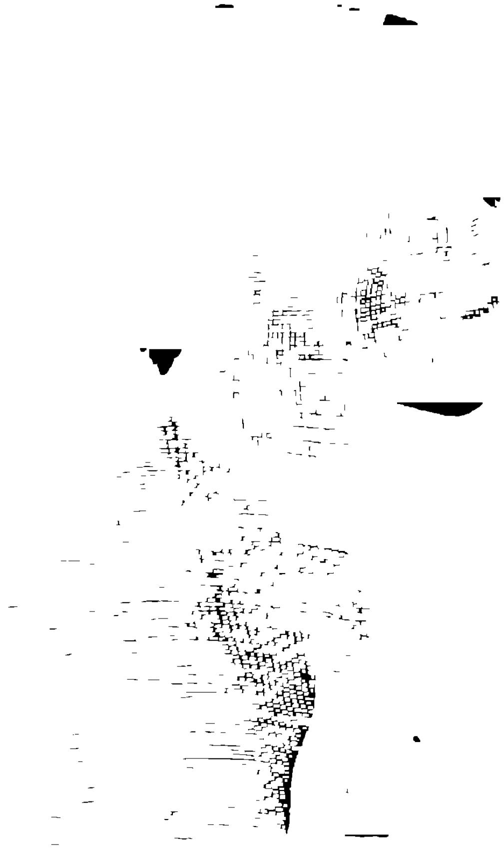

কাফ্রি জাতি।

হয়। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ ইহাতে মনে মনে সবিশেষ অসন্তুষ্ট হন; এমন কি তাঁহারা কৃষ্ণকায়দিগের সহিত একত্র কৃষিকর্ম্মাদি পর্য্যন্ত করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ডচ্‌ কোম্পানী যদি মহৎ ভ্রমে পতিত না হইয়া, ঐ স্থানে কৃষ্ণকায়দিগকে আনয়ন না করিতেন, তাহা হইলে ঐ স্থান কেবলমাত্র বিশুদ্ধ শ্বেতাঙ্গে পূর্ণ থাকিত।

মলক্কা (Malacca) জাভা (Java) ও স্পাইস্‌ দ্বীপ (Spice Islands) এখন ডচ্‌ গভর্ণমেণ্টের অন্তর্গত; কিন্তু

যে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়, সেই সময় ঐ সকল প্রদেশ ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত ছিল। সেই সময় সেই প্রদেশীয় কোনও লোক কোনও রূপ গুরুতর অপরাধ করিলে, জাভার রাজধানী বটেভিয়ার (Batevia) বিচারালয় হইতে তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্ব্বাসিত করা হইত। ইহাদিগের মধ্যে সমস্তই প্রায় মুসলমান। তাহারা কিছু দিবস দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিয়া, ক্রমে কাফ্রিবালিকাগণের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইত, ও ক্রমে তাহাদিগের সন্তান সন্ততি জন্মিত।

এইরূপে আরও কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইবার পর ডচ্ কোম্পানী ঐ সকল প্রদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে ধৃত করিয়া, তাহাদিগের পরিবারবর্গ ও দাসদাসীগণের সহিত এইস্থানে প্রেরণ করিতেন; ইহাতেও ঐ স্থানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সকল রাজদ্রোহী কয়েদীদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে সেইস্থান হইতে পলায়ন করে। ইহাদিগের মধ্যে একজনের নাম ছিল, সেখ জোসেফ্ (Sheikh Joseph)। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বেণ্টামিজের (Bantamese) ভয়ানক স্বরাষ্ট্রীয় যুদ্ধে ইনিই একজন প্রধান নেতা বলিয়া পরিগণিত হন, ও ডচ্দিগের যথেষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করেন। ইনি একজন বিশেষ পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। মুসলমানগণ ইহাকে ফকির-জ্ঞানে মান্য করিত, ও ইহার আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিত। ফল্স্ উপসাগরের (False Bay) সন্নিকটে ইহার মৃত্যু হয়। সেইস্থানে ইহার সমাধিমন্দির আজও বিদ্যমান আছে। দক্ষিণ

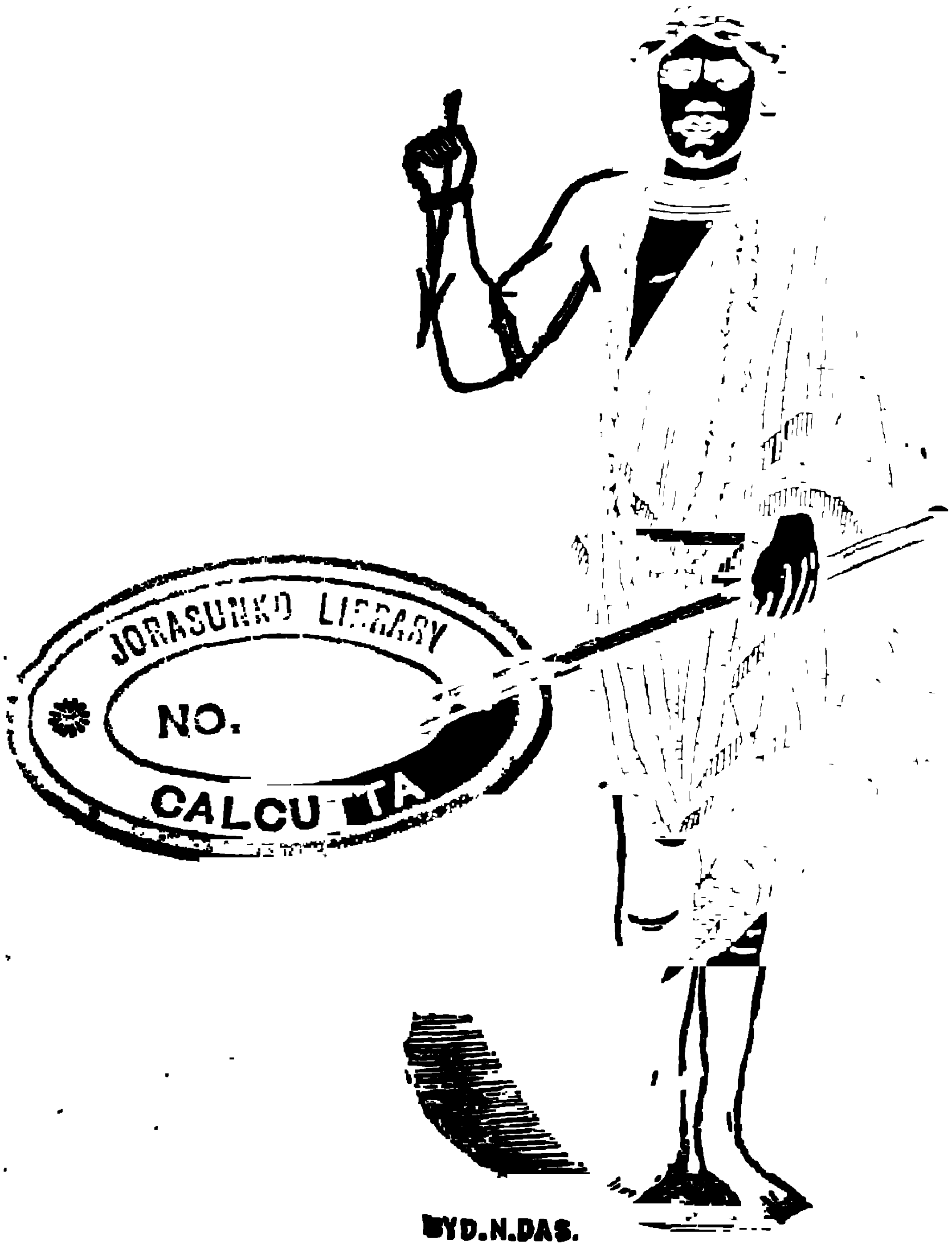

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

হটেণ্টট্ জাতি।

আফ্রিকার মুসলমানগণ এখন পর্য্যন্ত ঐ স্থানকে তাহাদিগের একটী তীর্থস্থান বলিয়া মানিয়া থাকে।

এইরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন উপনিবেশ সংস্থাপিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে অর্থাৎ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশের হটেণ্টট্ জাতির সহিত শ্বেতাঙ্গদিগের একটু মনোমালিন্য ঘটে, এবং সেই সূত্রে শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও হইয়া যায়, এই উভয় যুদ্ধেই ৬।৭ জন করিয়া হত ও কতকগুলি করিয়া আহত হয়।

যেস্থানে ডচ্‌গণ সেই ক্ষুদ্র দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্নিকটে কিয়ৎপরিমাণ জমি ডচ্‌দিগের গোচারণের নিমিত্ত পতিত রাখা হয়; হটেণ্টট্‌গণ নিয়মিতরূপে ঐ স্থানে পশ্বাদি বিক্রয় করিতে আসায়, তাহাদিগের কয়েকটী পশু সেই গোচারণ ক্ষেত্রে চরিতে থাকে। ইহাতে ডচ্‌গণ প্রতিষেধ করায়, হটেণ্টট্‌গণ কহে,—"যেস্থানে চিরকাল আমাদিগের পশু সকল চরিয়া আসিতেছে, আমরা সেইস্থান পরিত্যাগ করিব কেন?" ইহা লইয়া উভয় দলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, পরিশেষে হটেণ্টট্‌গণ একজন শ্বেতাঙ্গকে সেইস্থানে হত করে। ইহাই ঐ ক্ষুদ্র যুদ্ধের কারণ। এই যুদ্ধের পর কিছুদিবস আর হটেণ্টট্‌গণ সেইস্থানে পশু বিক্রয় করিতে আগমন করিত না; কিন্তু পরিশেষে উভয় জাতির মধ্যে একরূপ সন্ধিপত্র লিখিত হয়, ও সেই সময় হইতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সেইস্থানে যাতায়াত আরম্ভ করে।

এইরূপে দশ বৎসর কাল ভেন রিবিক্ (Mr. Van Riebeek) দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দোবস্ত করিবার পর আরও

উচ্চপদে উন্নীত করিয়া, ডচ্ কোম্পানী তাঁহাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তাঁহার পদে জেচারিয়স্ ওয়েগনার (Mr. Zacharias Wigenaar) নিযুক্ত হন; তিনি ঐ কার্য্যে চারি বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার সময়ে ঐ স্থানে ডচ্দিগের একটী ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মিত হয়।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মোরিশস্ (Mauritius) নামক একটী দ্বীপ, ডচ্দিগের অধিকারভুক্ত হয়। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা বিস্তর টাকার কাষ্ঠ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে ইংরাজগণকে একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ডচ্গণ টেবেল উপত্যকায় (Table Valley) একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপে যে প্রকাণ্ড দুর্গটী (Castle) এখনও বর্ত্তমান, তাহা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ডচ্দিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ঐ দুর্গটী নির্ম্মাণ করিতে যে সকল ডচ্গণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ পরিশেষে ঐ স্থানে আপনাপন বাসস্থান স্থাপিত করেন। ইহাদিগের সন্তানসন্ততির দ্বারাও সেইস্থানের ডচ্বংশধরদিগের সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

বিংশতি বৎসর পরে ভেন রিবিক্ (Mr. Van Riebeek) পুনরায় সেইস্থানে আগমন করেন, ও নিজের ইচ্ছামত কতকগুলি জমি দখল করিয়া আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিয়া লন। আরণুভেন ওভারবিক (Arnoutvan Overbeke) নামক বটেভিয়ার (Batavia) একজন বিচারক, ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়, সেইস্থানে উপস্থিত

হন, ও হটেণ্টট্‌দিগের রাজা বা দলপতির নিকট হইতে, সাল্‌ধানা উপসাগর (Saldanha Bay) হইতে ফল্‌স্‌ উপসাগর (False Bay) পর্য্যন্ত প্রদেশ সকল ২৪০০০ টাকা মূল্যের কতকগুলি দ্রব্যের বিনিময়ে গ্রহণ করেন।

ইহার কয়েকমাস পরেই ফল্‌স্‌ উপসাগরের সন্নিকটে একটী ফাঁড়িগৃহ প্রস্তুত হয়; ঐ স্থান নির্ম্মাণের দুই উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম,—ঐ প্রদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে কতকগুলি সৈন্যের সংস্থাপনা; দ্বিতীয়—ঐস্থানে যাহাতে গোধূম চাষের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা...৯.D.D
পরিগ্রহণ সংখ্যা।
পরিগ্রহণের তারিখ 02/02/2009

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বুয়র জাতির উৎপত্তি

হটেণ্টট্ জাতির মধ্যে এক সম্প্রদায়ের কতকগুলি শক্তি-শালী লোক, তাহাদিগের জাতীয় গনিমা নামক (Gonnema) জনৈক ক্ষুদ্র রাজার রাজত্বে বাস করিত। হটেণ্টট্দিগের অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অতিশয় দুর্নাম ছিল। তাহারা তাঁহাকে যথেচ্ছাচারী ও দুর্দান্ত রাজা বলিয়া জানিত; ও কহিত, তাঁহার অত্যাচারে তাহাদিগের গো, মহিষ, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি লইয়া বাস করা, নিতান্ত সহজ ছিল না। গনিমা ডচ্দিগের নিকট অনেক পশ্বাদি বিক্রয় করিত সত্য, কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত দেখিতে পারিতেন না।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে গনিমার সহিত ডচ্দিগের একটী যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধের কারণ যে কি, তাহা হটেণ্টট্দিগের প্রমুখাৎ কিছু অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু ডচ্দিগের নিকট হইতে যাহা অবগত

হইতে পারা যায়, তাহাতে ঐ যুদ্ধের কারণ এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, যে সকল স্থান গনিমার রাজত্বের মধ্যে পরিগণিত ছিল, সেই সকল স্থান যথেষ্ট শিকারোপযোগী জন্তুদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। ডচ্‌দিগের দুর্গরক্ষক সৈন্য সকল সময় সময় ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শিকার সংগ্রহ করিয়া আনিত; সেই সকল শিকারলব্ধ জন্তুগণের মাংসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অনেক দিবস অতিবাহিত করিত। গনিমা নিজের অধিকৃত জঙ্গলে এইরূপে ক্রমে শিকারোপযোগী জন্তু সকলের হ্রাস হইতে লাগিল দেখিয়া, উহাদিগের উপর বিশিষ্টরূপ অসন্তুষ্ট হন, ও ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে রিবিক্ কাষ্টিল (Riebeek's Kasteel) নামক স্থানে ঐরূপ কতকগুলি ডচ্ শিকারীর, শিকারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে সেইস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

পর বৎসর অর্থাৎ—১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ডচ্‌গণ পুনরায় সেইস্থানে শিকার করিতে গমন করেন। সেই সময় গনিমা তাহাদিগের ৮ জন ও একটী পরিচারককে ধৃত করিয়া লইয়া যান, ও তাহাদিগকে কিছু দিবস পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া, পরিশেষে তাহাদিগের প্রাণবধ করেন। সেই সময় গনিমার একজন কর্ম্মচারী সময় বুঝিয়া সালধানা উপসাগর (Saldanha Bay) নামক স্থানের ডচ্‌দিগের ফাঁড়ি গৃহ লুণ্ঠন করিয়া লয় ও চারিজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর প্রাণনাশ করে।

ইহার পরই কতকগুলি ডচ্ সৈন্য সেইস্থানের ডচ্ অধিবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া গনিমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া সেই অসভ্য জাতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদিগের

১৭০০ পশু কাড়িয়া লইয়া আইসে। সৈ[illegible] পশুগুলিকে লইয়া দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, এমন সময়ে হটেণ্টট্‌গণ পুনরায় আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে; ডচ্‌গণও তাহা-দিগকে পুনরায় আক্রমণ পূর্ব্বক, ১০।১২ জনকে গুলিদ্বারা ধরাশায়ী করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করেন। এই যুদ্ধে একজনমাত্র ডচ্‌ অধিবাসী আহত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই ডচ্‌ অধিবাসিগণ তাঁহাদিগের বশীভূত কতকগুলি হটেণ্টট্‌যোদ্ধার সাহায্যে গনিমার বাসস্থান আক্রমণ করেন; তাহাতে গনিমা তাঁহার অনুচরদিগের সহিত সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য আর একটী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাইবার সময় তিনি কতক-গুলি পশু পরিত্যাগ করিয়া যান; উহাও ডচ্‌দিগের হস্তগত হয়।

ইহার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত গনিমার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না; সেই সময় তিনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। দুই বৎসর পরে, হঠাৎ এক দিবস গনিমা আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। ইহাতে ডচ্‌দিগেরও ১৫ জন হতাহত হন। এ যুদ্ধে গনিমা পরাজিত হইবার পর ডচ্‌জাতীয় সৈন্য এবং অধিবাসিগণ সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করেন। ইহার পর তাঁহার বিরুদ্ধে আর সৈন্য প্রেরিত হয় নাই; কারণ, তাঁহারা উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুসন্ধান করিলেও, যে পর্য্যন্ত তিনি নিজে না আসিবেন, সেই পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

গনিমা সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিবার পর, ডচ্‌দিগের সহিত পশু-ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহারা যে সকল পশু তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা কিছুদিবস তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় সত্য; কিন্তু পরিশেষে মাংসাভাবে শ্বেতাঙ্গদিগকে বিশিষ্টরূপে কষ্ট পাইতে হয়।

সেই সময় সাইমন্ ভেনডার ষ্টেল (Simon Van-der Stel) নামক একজন সাতিশয় চতুর ও কার্য্যক্ষম শাসনকর্ত্তা আমস্টার ডেম (Amsterdam) হইতে নিযুক্ত হইয়া এইস্থানে আগমন করেন; তিনি এইস্থানে ডচ্-উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন; ও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি ডচ্ পরিবারকে এইস্থানে আনয়ন করাইয়া, তাঁহাদিগকে সেই-স্থানেই স্থাপিত করেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ উপায়ে আরও কতকগুলি ডচ্ পরিবারকে আনাইয়া বার্গ (Berg) নদীর উপকূলে ড্রেকনেষ্টিন (Drakenstein) নামক স্থান ডচ্‌দিগের অধিবেশনে পূর্ণ করিয়া দেন।

এই সময় ফরাসী দেশীয় রোমান্ ক্যাথলিক্ ও প্রোটেস্‌টেন্ট দিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া সাতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন, চতুর্দ্দশ লুইস্। তিনি নিজে রোমান্ ক্যাথলিক্ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মের বিরোধী অর্থাৎ প্রোটেস্‌টেন্ট ধর্ম্মানুগামী বহু সহস্র লোকদিগকে সপরিবারে তিনি ফ্রান্স হইতে বহির্গত করিয়া দেন। উঁহারা আসিয়া হলণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু হলণ্ডে

বুয়র জাতি।

লোকসংখ্যা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায়, প্রায় দুই শত ফরাসী ও দুইশত ডচ্ সপরিবারে সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া তাঁহাদিগের উপনিবেশ স্থাপিত করেন। ইহাদিগের দ্বারাই গ্রোয়েনবার্গ (Groenberg) কোইবার্গ (Koeberg) ও হটেণ্টট্‌স হলণ্ড (Hottentots Holland) নামক স্থান সকল আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। ফরাসীদিগের মধ্যে অনেকেই বার্গ (Berg) নদীর উপকূলে আপনাপন বাসস্থান স্থাপিত করেন। ইহার পূর্ব্বে জর্ম্মনজাতীয় কোন কোন পরিবার স্থানে স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে এই তিন জাতি এক জাতিতে পরিণত হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি চলিতে থাকে। ভাষাও ক্রমে এক হইয়া, ডচ্ অর্থাৎ ওলন্দাজ ভাষায় পরিণত হয়।

এই তিন জাতির সম্মিলনে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই আজ বুয়র নামে অভিহিত।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রগণ ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নানা শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে কৃষিকার্য্য করিয়া দিনযাপন করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ঐ প্রদেশে দুইবার বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, অনেকগুলি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় কালগ্রাসে পতিত হয়।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

বুসমেন্ জাতি।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ ও তাহার পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মৎস্য (Fish) নদীর অপর পার্শ্বস্থ কোষানামক আদিম অধিবাসিগণ (যাহারা বুসমেন্ জাতি অপেক্ষা একটু সভ্য) মধ্যে মধ্যে শ্বেতাঙ্গগণকে

বিশিষ্টরূপ কষ্ট দিয়াছিল। দলে দলে তাহারা মৎস্ত নদী পার হইয়া বুয়রদিগের অধিকারভুক্ত স্থানে আগমন করিত, এবং তাঁহাদিগের পশু, অর্থ এবং অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা পাইত, তাহা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিত। এই কারণে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোম্পানীর রাজত্বকালে বুয়রদিগকে একবার অস্ত্রধারণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, সেইযুদ্ধে কোষাগণ তাহাদিগের অধিপতির সহিত পরাজিত হইয়া, মৎস্ত নদীর অপর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বুয়রগণের ডচ্-কোম্পানীর অধীনতা পরিত্যাগ।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বুয়রদিগের নিকট পরাজিত হইবার পর প্রায় ১০ বৎসর কাল কোষাদিগের আর কোনরূপ অত্যাচারের কথা জানিতে পারা যায় নাই।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কোষাদিগের একজন প্রধান রাজা তাঁহার গাইকা (Gaika) নামীয় একটী নাবালক পুত্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ সেই নাবালককে রাজসিংহাসন প্রদান না করিয়া, তাহার পিতৃব্য লাম্বিকে (Ndlambe) রাজপদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু প্রজাগণের মধ্যে অনেকেই ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হয়, ও পুনরায় দলবলে মৎস্য (Fish) নদী পার হইয়া বুয়রদিগের অধিকার-মধ্যে আগমন করে, এবং তাঁহা-দিগের অনেকগুলি পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আপনাপন

সম্পত্তি রক্ষা করিবার মানসে বুয়রগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সঙ্কল্প করেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কোনরূপেই তাঁহাদিগকে কোষাগণের বিপক্ষে অস্ত্র-ধারণ করিতে না দিয়া, কোষাগণকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সেইস্থান হইতে বিদায় করিয়া দেন। ইহাতে বুয়রগণ তাঁহা-দিগের পশ্বাদি কিছুই পুনঃপ্রাপ্ত হন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। বিশিষ্টরূপে ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাঁহারা রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করেন।

গভর্ণমেণ্ট এইরূপে গোলযোগ মিটাইয়া দেওয়ায়, কোষাগণের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া, তাহাদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হন নাই। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া উহারা মধ্যে মধ্যে বুয়রগণের পশু সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। এইরূপে ক্রমাগত চারি বৎসর কাল তাহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে, যখন উহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন ১৭৯৩ সালের মে মাসে কতকগুলি কৃষিজীবী বুয়র একত্র হইয়া কোষাদিগের একটী বাসস্থান আক্রমণ করিলেন ও তাহাদিগের কতকগুলি পশু বলপূর্ব্বক লইয়া আসিলেন। কোষাগণ পূর্ব্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, সেই বৎসরেই প্রবলপরাক্রমে পুনরায় মৎস্য নদী পার হইয়া, বুয়রদিগের অধিকারে প্রবেশ করিল। সম্মুখে যে সকল গৃহ দেখিতে পাইল, তাহাতে অগ্নিপ্রয়োগ করিয়া, প্রায় পঁয়ষট্টি সহস্র (৬৫০০০) পশু অপহরণ করিল, এবং কার্য্যানিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ-দিগকে দর্শনমাত্রই তাঁহাদিগের বিনাশসাধন করিতে লাগিল।

শ্বেতাঙ্গ কৃষিজীবিগণ এই ভয়ানক অত্যাচার কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

গভর্ণমেণ্টও অনন্যোপায় হইয়া, শ্বেতাঙ্গ প্রজাগণের সম্পত্তি-রক্ষা করিবার মানসে একজন সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে ঐ যুদ্ধের ভার অর্পণ করিলেন। যাঁহার হস্তে ঐ যুদ্ধ-ভার অর্পিত হইল, তিনি যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার যুদ্ধ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকায়, কোষা-সর্দ্দারগণকে মিষ্টকথা বলিয়া, তাহাদিগের সহিত এক সন্ধি করিলেন; অপহৃত পশুগুলির একটীরও উদ্ধার হইল না।

বুয়র অধিবাসিগণ উপর্য্যুপরি দুইবার গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, সকলে মিলিত হইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এই দুইটী কারণ ব্যতীত, ব্যবসা-সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় লইয়া পূর্ব্ব হইতেই কোম্পানীর সহিত তাঁহাদিগের মনোবিবাদ চলিয়া আসিতেছিল।

এই সময় ইউরোপখণ্ডে ফরাসী রাজ্য, প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। হলণ্ডেও ইহার পূর্ব্ব হইতে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে ইউরোপ খণ্ডে এক সমর উপস্থিত হয়, সেই সময়ে হলণ্ডের অধিবাসী অর্থাৎ ডচ্‌গণ পেটরিয়ট (Patriot) ও অরেঞ্জ (Orange) নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পেটরিয়ট সম্প্রদায় ফরাসীদিগের পক্ষ এবং অরেঞ্জ সম্প্রদায় ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন।

এদিকে ডচ্ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকা লইয়া একটু ভাবিত হন। গভর্ণমেণ্টের অপরাপর যে সকল কর্ম্মচারী

ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সেইস্থানে একটী পলটনের সৃষ্টি করিতে হয়। এবং হটেণ্টট্ জাতির মধ্য হইতে নির্ব্বাচন পূর্ব্বক অপর একটী পলটন্ সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

দুই দুই বার কোষাদিগের দ্বারা অবমানিত, লাঞ্ছিত ও বিশিষ্টরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, এবং ডচ্ কোম্পানীকর্ত্তৃক কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া, বুয়রগণ গভর্ণমেণ্টের উপর একেবারে খড়্গা-হস্ত হইয়াছিলেন। তাহার উপর ব্যবসায়, মুদ্রার পরিবর্ত্তে নোটের প্রচলন, ও নানারূপ কর প্রভৃতির নিমিত্ত তাঁহারা বিশিষ্টরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া, ডচ্ কোম্পানীর নিকট অনেক বার আপন দুঃখ জ্ঞাপন করেন; কিন্তু কোম্পানী বা তৎসাময়িক শাসনকর্ত্তা শ্লাইস্‌কেন (Mr Sluys Ken) সাহেব তাহার কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা না করায়, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সেই প্রদেশীয় সমস্ত অধিবাসী বা বুয়রগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন* যে, এখন হইতে আর তাঁহারা ডচ্ কোম্পানীর অধীন নহেন; কিন্তু তাঁহারা ডচ্ গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন।

সেই সময়ে শ্লাইসকেনের (Sluys Ken) এরূপ কোনও সৈন্য ছিল না, যাহা তিনি বশ্যতা স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বুয়রদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারেন; সুতরাং শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ সেই সময় যাহা মনে করিলেন, তাহাই করিয়া লইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজগণের অধিকার।

ইউরোপখণ্ডে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজগণ স্বসৈন্যে ফরাসী দেশে উপনীত হইলেন। সেই সময় প্রবল শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ফরাসীদেশীয় নদী সমূহের জল বরফে পরিণত হয়। ফরাসীগণ এই সুযোগে অনায়াসেই নদী সকল পার হইয়া, এরূপ ভাবে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন, যে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক জর্ম্মনীতে আসিয়া উপনীত হইতে হইল। ইংরাজগণ পরাজিত হইলে, তাঁহাদিগের সাহায্যকারী অরেঞ্জ সম্প্রদায়ের ডচ্‌গণ বিশিষ্টরূপ অবমানিত হইলেন ও তাঁহাদিগের নেতাকেও হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিতে হইল। তাঁহার দলস্থিত অপরাপর সকলে পেট-রিয়টদিগের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকারে ফরাসীদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ডচ্‌দিগের এইরূপ ব্যবহারে ইংরাজগণ তাঁহাদিগের উপর অতিশয় কুপিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে, সেইদিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অরেঞ্জ সম্প্রদায়ের নেতা (যিনি ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছিলেন) ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনকর্ত্তাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন।

এই সময় ইউরোপে যে কি হইতেছিল, তাহার বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা শ্লাইসকেন (Sluys Ken) সাহেব সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সৈন্য সামন্ত সাইমন্‌স উপসাগরে (Symons Bay) আসিয়া উপস্থিত হইলে, সেনাপতিদ্বয় আডমিরাল এলফিনষ্টোন (Admiral Elphinstone) ও মেজর—জেনারল ক্রেগ (Major—General Craig) সেই পত্র খানি শাসনকর্ত্তার হস্তে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগণ যে সেই দেশ অধিকার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু ডচ্‌ কোম্পানীর নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা শ্লাইসকেন সাহেব, প্রধান সেনাপতি কর্ণেল রবার্ট জেকব গরডন (Colonel Robert Jacob Gordon) ও সৈন্যাধ্যক্ষ লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল ডি লিলির (Lieutenant Colonel De Lille) সহিত পরামর্শ করিয়া, সেই সকল ইংরাজ সৈন্যগণকে সেই স্থান অধিকার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সাইমন্‌স উপসাগরে (Symons Bay) ইংরাজ সৈন্য আসিয়া উপনীত হইবার ১৮ দিবস পরে সমস্ত সৈন্য সামন্ত

লইয়া, ডচ্ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারিগণ মিউজেনবর্গ (Muizenburg) নামক স্থানে গমন করিলেন। এইস্থানটী স্বাভাবিক অতিশয় সুদৃঢ় ও কেপনগরের পথপার্শ্বে সংস্থাপিত ছিল।

ইহার পনের দিবস পরেই ৮০০ শত ইংরাজসৈন্য আসিয়া ডচ্‌দিগের পরিত্যক্ত গৃহে তাহাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করিল।

৭ই আগষ্ট তারিখে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রেগ সাহেব ১৬০০ শত সৈন্য লইয়া, মিউজেনবর্গ অধিকার করিবার মানসে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ডচ্ কোম্পানীর সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ স্থান রক্ষা করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া, গুলি, বারুদ ও আহারীয় প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য সেইস্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেপনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মারনিজ (Lieutenant Marnitz) নামক অপর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁহার অধীনে সামান্য কতকগুলি সৈন্য ও কতকগুলি কৃষিজীবী বুয়র লইয়া ঐ স্থান অধিকার করিবার সময় ইংরাজদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রধান কর্ম্মচারিগণের অবস্থা দেখিয়া, পরিশেষে তাঁহাকেও সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহিত ঐ স্থান ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়া পড়ে। ইহার দুই দিবস পরেই সেণ্ট হেলেনা (St. Helena) হইতে ৩৫০ জন সৈন্য ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ পর্য্যন্ত বুয়রগণের বিশ্বাস ছিল যে, আপন রাজত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত ডচ্ কোম্পানী নিশ্চয়ই প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদিগের আরও বিশ্বাস ছিল যে, ডচ্ কোম্পানীকে

অশ্বারোহী বুয়র।

দূরীভূত করিয়া, ইংরাজগণ যদি ঐ প্রদেশ অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও স্বাধীনতা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারা ১৫০০ লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অশ্বারোহণে ডচ্ কোম্পানীকে সাহায্য

করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শাসনকর্ত্তা ও সৈনিক-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতেছেন, তখন তাঁহারা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে আর দণ্ডায়মান না হইয়া, আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। ওদিকে, সৈন্যাধ্যক্ষ ডি লিলি (De Lille) আপন পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজদিগের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে, আরও ৩০০০ সহস্র ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৪ই তারিখে সমস্ত সৈন্য একত্র হইল; তখন মোট ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা ৪০০০ হইতে ৫০০০ সহস্রের মধ্যে। এই সৈন্য লইয়া, সৈন্যাধ্যক্ষগণ কেপ নগর অধিকার করিবার মানসে যাত্রা করিলেন।

সেই সময়, ডচ্ কোম্পানীর সৈন্যগণ মিউজেনবর্গ (Muizenburg) ও কেপ নগরের মধ্যে একস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল; সেইস্থানে উভয় দলে একটা সামান্য যুদ্ধ হয়; ঐ যুদ্ধে ইংরাজগণই জয়লাভ করেন। ইহাতে ইংরাজদিগের ১ জন হত ও ১৭ জন মাত্র আহত হইয়াছিল; কিন্তু ডচ্ কোম্পানীর কত সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত নাই।

এই সামান্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ডচ্ কোম্পানী ইংরাজদিগের নিকট নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে আত্মসমর্পণ করিলেন।

১। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের ইচ্ছামত, ইউরোপে গমন বা এইস্থানে অবস্থান, করিতে পারিবেন; কিন্তু যত দিবস পর্য্যন্ত ইউরোপে বর্ত্তমান যুদ্ধ চলিবে, তত দিবস তাঁহারা ইংরাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২। ঐ স্থানের ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যেরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না।

৩। তাঁহাদিগের উপর অপর কোনরূপ নূতন কর ধার্য্য হইবে না।

৪। ডচ্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঐ স্থানে যে সকল বিষয়াদি আছে, তাহা ইংরাজগণকে প্রদত্ত হইবে।

৫। দেশের মধ্যে কোম্পানীর যে সকল নোট বা কাগজ, মুদ্রারূপে চলিতেছে, তাহার মূল্যস্বরূপ, কোম্পানীর যে সকল বাড়ী ও জমি আছে, তাহা ইংরাজগণ প্রাপ্ত হইবেন।

এইরূপ কতকগুলি নিয়ম স্থিরীকৃত হইলে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়, ইংরাজ সেনাপতি জেনারল ক্রেগের (General Craig) অধীনে, ১৪০০ শত ইংরাজ সৈন্য আসিয়া, কেপ নগরের দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে, ডচ্ কোম্পানীর সৈন্যগণ তাঁহাদিগের পতাকা হস্তে বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া, ইংরাজ সৈন্যগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৪৩ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজত্ব করিবার পর, অদ্য হইতে ডচ্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইল, এবং উহা ইংরাজজাতির হস্তে ন্যস্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বুয়রজাতির বিদ্রোহিতা

দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইল সত্য, কিন্তু সেস্থানের অধিবাসিগণ সহজে তাঁহাদিগের বশ্যতাস্বীকার করিতে চাহিলেন না। তত্রাচ, ইংরাজগণ তাঁহাদিগের উপর বিশেষরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যাঁহারা পূর্ব্বে কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; কেহ কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে, তাঁহাকে উপযুক্তরূপ দণ্ডপ্রদান না করিয়া মিষ্টকথায়, তাঁহার দোষ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের উপর পূর্ব্ব হইতে যে সকল কর প্রভৃতি স্থাপিত ছিল, তাহার সমস্তই প্রায় উঠাইয়া দিলেন; বাণিজ্য-ব্যবসাসম্বন্ধে যে সকল বিষয় লইয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহাদিগের মনোবিবাদ চলিতেছিল, সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, তাঁহাদিগকে

স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; তদ্ব্যতীত, কোম্পানীর যে সকল নোট বা কাগজ-মুদ্রা সেই প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে ধাতু-মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ করিলেন।

এই সকল কারণে, প্রজাগণ ক্রমেই ইংরাজদিগের বশীভূত হইতে আরম্ভ করিল। তদ্ব্যতীত, যে সকল বুয়রগণ সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ষ্টেলেনবস্ (Stellen-bosch) ও সোয়েলেন্ডেন (Swellendan) প্রদেশীয় বুয়রগণ, তাঁহাদিগের সাধারণতন্ত্র উঠাইয়া দিয়া, ইংরাজদিগের বশ্যতা-স্বীকার করিলেন। অবশিষ্ট থাকিলেন কেবলমাত্র গ্রাফ্-রীনেট্ (Graaff-Reinet) প্রদেশের অধিবাসিগণ। তাঁহারা জান পিটার ওয়ায়ার (Jan Pieter Woyer) নামক এক ব্যক্তির পরামর্শ শুনিয়া, প্রথমতঃ ইংরাজের বশ্যতাস্বীকারে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাদিগের গুলি বারুদ ক্রয় করিবার উপায় একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নামে মাত্র ইংরাজদিগের বশ্যতাস্বীকার করিতে হইল; কিন্তু কোন রূপে কাহার নিকট হইতে উপযুক্তরূপ সাহায্য পাইলেই, তাঁহাদিগের পুনরায় স্বাধীন হইবার অভিসন্ধি রহিল।

ওয়ায়ার (Woyer) কোনগতিকে আলগোয়া উপসাগর হইতে একখানি দিনেমার জাহাজে উঠিয়া জাভায় (Java) পলায়ন করিলেন।

সেইস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া, তিনি একবার একখানি জাহাজ গুলি বারুদে পূর্ণ করিয়া, গ্রাফ্রীনেট্ (Graaff

Reinet) প্রদেশীয় বুয়রদিগের ব্যবহারার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বুয়রদিগের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই আল্-গোয়া উপসাগরে (Algoa Bay) একখানি ইংরাজ রণপোতের দ্বারা ধৃত হয়।

জাভার শাসনকর্তাও, একবার একখানি জাহাজে যুদ্ধোপযোগি দ্রব্য, কাপড়, কাফি ও চিনি প্রভৃতি, বুয়র কৃষকদিগের ব্যবহারার্থ, প্রেরণ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, ঐ জাহাজ আল্গোয়া উপসাগরে (Algoa Bay) উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়ায়, উহার এরূপ ক্ষতি হয় যে, পুনঃসংস্করণের নিমিত্ত, উহাকে ডিলেগোয়া উপসাগরে (Delagoa Bay) আনিতে হয়। সেইস্থানে কয়েকজন পর্ত্তুগীজের সাহায্যে, ইংরাজ নাবিকগণ ঐ সকল দ্রব্য অধিকার করিয়া লন।

ইহার পরে হলণ্ড হইতে একত্র নয়খানি জাহাজ এডমিরাল লুকাশ (Admiral Lucas) নামক এক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে বুয়রদিগের সাহায্যার্থে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইংরাজদিগের কৌশলে পড়িয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সালধানা উপসাগরের (Saldanha Bay) মধ্যে গমন করিতে হয়। সেইস্থানে বিশেষরূপ বিপদগ্রস্থ হইয়া, একদিক্ হইতে ইংরাজ পোতশ্রেণী ও অপর দিক্ হইতে ইংরাজ সৈনিকগণ কর্ত্তৃক তিনি এরূপভাবে আক্রান্ত হন, যে, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ আগষ্ট তারিখে, ২০০০ সহস্র সৈন্য ও নাবিকগণের সহিত, তাঁহাকে ইংরাজদিগের হস্তে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

এইরূপে ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়, এলফিন্‌ষ্টোন ও ক্লার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা অধিকার করিয়া, জেনারল ক্রেগ নামক অপর এক জন সেনাপতিকে সেইস্থানে রাখিয়া, ভারতবর্ষে আগমন করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা অধিকৃত হইয়াছে, এই সংবাদ ইংলণ্ডে উপনীত হইলে, ইংরাজগণ সেই নূতন দেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, একজন দুর্গরক্ষক সেইস্থানে প্রেরণ করিলেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে, আরল অব্‌ মেকারটেনি (Earl of Macartney) নামক এক ব্যক্তি ঐ স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে, সার্‌ জর্জ্জ জোগ (Sir George Jouge) তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যে দুর্গরক্ষক মেজর—জেনারল ফ্রানসিস্‌ ডন্‌ডস্‌ (Major—General Francis Dundus) শাসনকর্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

এই অবকাশে, গ্রাফ্‌ রীনট্‌ (Graaff Reinet) প্রদেশীয় বুয়রগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এবার বিদ্রোহী হইবার কারণ অতি সামান্য। আডরিয়ান ভান জার্সভেল্ড (Adrian Van Jarsveld) নামক এক ব্যক্তি হাইকোর্টের শমন অমান্য করা অপরাধে ইংরাজগণকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, বিচারার্থ কেপ নগরে প্রেরিত হন; কিন্তু পথিমধ্যে, ঐ প্রদেশীয় কতকগুলি বুয়র একত্র মিলিত হইয়া, উঁহাকে বলপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া লন।

ঐ স্থানের বুয়রদিগের এইরূপ ব্যবহারে, ইংরাজগণ বাধ্য হইয়া, তাঁহাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণাপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের দমনার্থ

বিস্তর সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান বুয়র-গণ যখন দেখিলেন, যে, এই ভয়ানক যুদ্ধে তাঁহাদিগের আর নিস্তার নাই, তখন তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, এক আবেদন করেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এই মর্ম্মে তাহার উত্তর প্রদান করেন, যে, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র ইংরাজদিগকে প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের উপর গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন না।

তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা হইল, একথার উল্লেখ উহাতে না থাকিলেও, তাঁহারা এই বুঝিলেন যে, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহার পরই ১১৩ জন বুয়র আসিয়া, তাঁহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র ইংরাজদিগকে প্রদান করিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বশ্যতাস্বীকার করিলেন।

যাঁহারা এইরূপে ইংরাজের বশ্যতাস্বীকার করিলেন, তাঁহারা ইংরাজের বন্দীরূপে পরিগণিত হইলেন; ইহাদিগের মধ্যস্থিত ৯৩ জনকে অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়; অবশিষ্ট ২০ জনকে বিচারার্থ কেপনগরে প্রেরণ করা হয়; যতদিবস তাঁহাদিগের বিচার শেষ না হয়, ততদিবস পর্য্যন্ত তাঁহারা কয়েদী রূপে সেইস্থানেই অতিবাহিত করেন। ইহার পর, আরও ৪২ জন আত্মসমর্পণ করেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা হয়।

উহাদিগের ৭ জন দুর্দ্দান্ত নায়ক, সেই সময় ইংরাজদিগের অধিকার হইতে কাফির স্থানে (Kaffir-land) পলায়ন করেন, ও সেইস্থানের একজন দুর্দ্দান্ত রাজার অধীনে অনেক দিবস পর্য্যন্ত বাস করেন।

পূর্ব্বকথিত বন্দীদিগের বিচার, পরিশেষে কেপনগরের হাই-কোর্টেই হইয়াছিল। বিচারে ২ জনের জীবনদণ্ড ও ১৫ জনের কারাদণ্ড হয়; ১ জনকে বেত্রাঘাত করিয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ২ জন বিচারের পূর্ব্বেই কাল-গ্রাসে পতিত হন। যাঁহারা জেলের ভিতর আবদ্ধ ছিলেন, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, ডিমিষ্ট (De Mist) নামক একজন ডচ্‌দিগের প্রতিনিধি অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন।

যে সময়, পূর্ব্বকথিত বুয়রসম্প্রদায়ের সহিত ইংরাজদিগের গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সময় হটেণ্টট্ জাতির মধ্যে কতকগুলি লোক যখন দেখিল, তাহাদিগের জাতীয় সৈন্যগণ বুয়রদিগের বিরুদ্ধে, ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত অস্ত্রধারণ করিয়াছে; তখন তাহারাও ঐ সকল বুয়রদিগের বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে দণ্ডায়মান হইল। প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের সহিত কোনরূপ যুদ্ধাদি না করিয়া, সুযোগ মতে তাঁহাদিগের গুলি বারুদ ও আহারীয় দ্রব্যসকল লুণ্ঠন করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। বুয়রদিগের সহিত গোল-যোগ মিটিয়া যাইবার পর, তাহারা আপনাপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায়, স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত ইংরাজ-দিগের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজ সেনাপতি উহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, উহার মধ্যস্থিত একশত লোককে সৈন্যের মধ্যে নিযুক্ত করিয়া লন। অবশিষ্ট প্রায় ৬০০ শত ব্যক্তিকে আলগোয়া উপসাগরে প্রেরণ করেন; ও যে পর্য্যন্ত কেপ নগর হইতে কোনরূপ সংবাদ না আইসে, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেই স্থানেই রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই সময়ে আর একটা জাতিকে লইয়া, ইংরাজদিগকে বেশ একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ইহাই তৃতীয় কাফির-যুদ্ধ নামে অভিহিত।

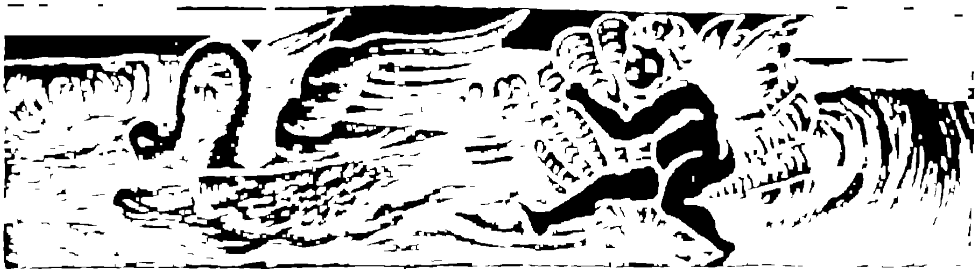

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় কাফির যুদ্ধ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ডচ্‌দিগের পুনরধিকার।

ইতিপূর্ব্বে নাবালক রাজপুত্র গাইকা (Gaika) ও তাঁহার পিতৃব্য লেম্বির (Ndlambe) কথা বর্ণিত হইয়াছে। গাইকা এখন সাবালক হইয়া, তাঁহার পিতার সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পিতৃব্যকে কহিলেন; কিন্তু লেম্বি তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না। প্রজাগণ প্রায় সকলেই পূর্ব্ব হইতে গাইকার পক্ষে ছিল; সুতরাং গাইকার সহিত তাঁহার পিতৃব্যের এক তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ঐ সংগ্রামে গাইকা যে কেবলমাত্র জয়লাভ করিলেন, তাহা নহে; তাঁহার পিতৃব্যকে পর্য্যন্ত ধৃত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পিতৃব্যও কিন্তু কিরূপ সুযোগ পাইয়া, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া, কতকগুলি অনুচরের সহিত মৎস্ত নদী পার হইয়া, বুয়রদিগের বাসস্থানের ভিতর

প্রবেশ করিলেন। ঐ প্রদেশের মৎস্ত ও কাউই নদীর (Kowie) মধ্যস্থিত আদিম অধিবাসিগণ দলেদলে গিয়া পিতৃব্যের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। সেই প্রদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণ, ঐ সকল অসভ্য জাতির অত্যাচারে ও ভয়ে, আপন আপন বিষয় সম্পত্তি সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পলায়ন করিতে লাগিলেন। সুতরাং অতি অল্প দিবসের মধ্যে ঐ অসভ্যজাতি সেই স্থানের একাধিপতি হইয়া পড়িল।

ইংরাজ-সেনাপতির, ঐ সকল জাতির বিরুদ্ধে গোরা সৈন্ত প্রেরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কার্য্যে তাঁহাকে তাহা করিতে হইল। তিনি সেই সময় কতকগুলি ইংরাজ-সৈন্যের সহিত, সেই স্থান দিয়া কেপ নগর অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সনডে নদীর (Sunday River) উপকূলে, তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু সেনাপতিকে পরাজয় করিতে পারে না, বরং তাহারাই বিতাড়িত হয়। সেনাপতি ২০ জন সৈনিক প্রহরীকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার মানসে, তিনি সেইস্থানেই শিবির সন্নিবেশিত করিলেন; কিন্তু সেই ২০ জন সৈনিক প্রহরীকে আর তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইল না। পথিমধ্যে, তাঁহারা কোষাগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, ১৬ জন শমন সদনে গমন করেন; অবশিষ্ট ৪ জন মাত্র শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার পরেই কোষাগণ দলপুষ্টির সহিত, সেনাপতির শিবিরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে অনেক কোষা আহত হওয়ায়, তাহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে।

সেনাপতিও সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া, আলগোয়া উপসাগরে গমন করিলেন। সেইস্থানে যে ৬০০ শত লোককে পূর্ব্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেনাপতি গমন করিয়াই, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাহারা সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া, কোষাগণের সহিত মিলিত হয় ও শ্বেতাঙ্গদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে। পরিশেষে বহু কষ্টে ও অনেক সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিয়া, কোষাগণকে পরাজয় করিতে হয়। কোষাগণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে শ্বেতাঙ্গনিঃসৃত অনেক রক্ত পতিত হয়।

এই সময় যিনি ইংরাজ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি একজন উৎকোচগ্রাহী লোক ছিলেন। তাঁহার নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ হওয়ায়, তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে স্থানান্তরিত করা হয়, ও ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার পর, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।

ইহার পর মেজর—জেনারেল ডণ্ডাস পুনরায় শাসনকর্ত্তা হইয়া ঐ স্থানে গমন করেন। তাঁহারই শাসনকালে ইউরোপের সমস্ত গোলোযোগ মিটিয়া যায়, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হলণ্ড-বাসিগণের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়; ঐ সন্ধির মর্ম্ম অনুসারে, ইংরাজগণ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা পুনরায় ডচ্‌দিগের হস্তে অর্পণ করেন। ডচ্‌গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ডি মিষ্ট (De Mist) শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া, ৩০০০ সহস্র সৈন্যের সহিত আগমন করিয়া, ডণ্ডাসের নিকট হইতে পুনরায় ঐ সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

নবম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের পুনরধিকার।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে, কমিশনার ডি মিষ্ট (De Mist) এই প্রদেশের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত, কর্ম্মচারি-গণকে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ঐ তারিখেই, তিনি লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারল জানসিনকে (Lieutenant-General Janssëns) ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার শাসন কালে, সেইস্থানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা হইয়াছিল, ২৫।২৬০০০ সহস্র।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, অর্থাৎ ঐ প্রদেশ ডচ্‌দিগের পুনর্ব্বার অধিকারভুক্ত হইবার তিন মাসের মধ্যেই, ইংরাজ ও ডচ্-দিগের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা সৈন্য সামন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া,

যাহাতে ঐ স্থান রক্ষা করিতে পারেন, তাহাতে বিশেষরূপে যত্নবান্ হন; কিন্তু হলণ্ড হইতে আদেশ পাইয়া, অনিচ্ছা সত্বেও, তাঁহার উত্তম উত্তম সৈন্যগণকে বটেভিয়ায় পাঠাইতে হয়। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া, হটেণ্টট্‌দিগের মধ্য হইতে কতকগুলি লোক বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লন।

ইউরোপে ডচ্‌দিগের সহিত বিবাদ-সূত্রে, ইংরাজগণ যে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা অধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন, এ কথা সকলেই ভাবিয়াছিলেন। সকলে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, কার্য্যেও তাহা পরিণত হইয়াছিল। সেই সময় সংবাদ আসিল যে, ইংরাজগণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ডচ্‌শাসনকর্ত্তা বুয়রদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। সেই সময় রৌদ্রের এতই প্রাদুর্ভাব ছিল, যে, দিবাভাগে কেহই কোন স্থানে গমনাগমন করিতে পারিত না। তথাপি কিন্তু, শত শত অশ্বারোহী বুয়র* রাজ্যরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, রাত্রিযোগে কেপ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু, উপর্য্যুপরি দুই বৎসর কাল অজন্মা হওয়ায়, সেইস্থানের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল, যে, তাঁহাদিগের আহারীয় সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়া পড়িল। এরূপ অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া, বুয়রগণ আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে, ইংরাজদিগের ছয় সহস্র সৈন্যের সহিত ৬৪ খানি রণপোত একত্র হইয়া,

* ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রবিণ দ্বীপের (Robbin Island) পশ্চিম পার্শ্বে, টেবিল উপসাগরে (Table) প্রবেশ করিবার মুখে, আসিয়া উপস্থিত হইল; ৬ই ও ৭ই তারিখে, ৬য় পল্টন (Regiment) সৈন্য ও কতকগুলি কামানের সহিত, সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর

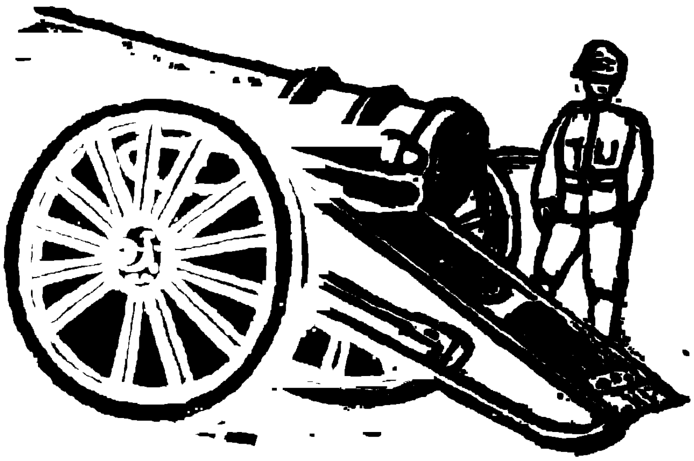

কামান।

জেনারেল ডেভিড বেয়ার্ড (Major-General David Baird) কেপনগর হইতে ৯ ক্রোশ দূরে অবতরণ করিলেন।

ডচ্ শাসনকর্ত্তা জেনারল জানসিন্ যখন জানিতে পারিলেন, যে, ইংরাজগণ সৈন্য সামন্ত লইয়া, তাঁহার দিকে আগমন করিতেছেন, তখন কতকগুলি বুয়র ও বেতনভোগী সৈন্য, কেপনগরে লেফটেনেণ্ট-কর্ণেল ভন প্রফেলোর (Lieutenant-Colonel Van Prophalow) অধীনে রাখিয়া, তিনি স্বয়ং ইংরাজদিগের সম্মুখীন হইবার মানসে, দুই সহস্র সৈন্য ও ১৬টী কামান লইয়া, অগ্রগামী হইলেন। এই সকল সৈন্যগণের মধ্যে অনেকগুলি [illegible] কৃষিজীবী বুয়রও ছিলেন।

ইংরাজ জেনারল বেয়ার্ডের (Baird) সহিত ছিল, ৪ সহস্র পদাতিক, তদ্ব্যতীত কতকগুলি গোলন্দাজ, ৮টা কামান ও ঐ সকল কামান টানিয়া আনিবার নিমিত্ত ৫।৬ শত নাবিকসেনা।

৮ই তারিখে প্রাতঃ তিনটার সময়, বার্গ নামক স্থানে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হয়, ও সেইস্থানে উভয়পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। ইহাতে ইংরাজগণ জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদিগের ১৫ জন হত, ১৮৯ জন আহত, এবং ৮ জন নিরুদ্দেশ হয়। ডচ্‌দিগের মধ্যে হত ও আহত হয়, ৩৩৭ জন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ডচ্‌গণ হটেণ্টট্‌—হলণ্ড (Hottentots—Holland) নামক স্থানে, পর্ব্বতের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যাঁহারা কেপনগর রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারাও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না; এইরূপে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, দক্ষিণ আফ্রিকায় পুনরায় ইংরাজদিগের জয়পতাকা উড্ডীন হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের উপর দণ্ড এবং চতুর্থ ও পঞ্চম কাফির যুদ্ধ।

ইংরাজদিগের শাসনকালে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় না। কেবলমাত্র কোষাগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া, শ্বেতাঙ্গদিগের অর্থাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত; এমন কি সময় সময়, শ্বেতাঙ্গগণকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এই সকল অত্যাচারের নিমিত্ত, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, শ্বেতাঙ্গগণের সহিত কোষাদিগের এক যুদ্ধ হয়; ইহাকে ৪র্থ কাফির যুদ্ধ কহে। এই যুদ্ধে প্রায় ২০ সহস্র কোষা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, আপনাদিগের অধিকারের ভিতর প্রবেশ করে।

কয়েক জন ইংরাজ-শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন হইবার পর, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, লর্ড চারলস্ সমরসেট্ (Lord Charles Somerset) দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। তাঁহার সেইস্থানে দুই বৎসর কাল পূর্ণ হইতে না হইতেই, বুয়র-

দিগের সহিত এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। ফ্রেডেরিক বে ইডেনহট্ (Frederik Bezuidenhout) নামক একজন কৃষিজীবী বুয়র, গ্লেন লিণ্ডেন (Glen Lynden) নামক একটী নির্জ্জন উপত্যকায় বাস করিতেন। জনৈক পরিচারকের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার অভিযোগে, তাঁহার নিকট এক সমন প্রেরিত হয়; কিন্তু, তিনি ঐ সমন অমান্য করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে, একদল দেশীয় সৈন্য প্রেরিত হয়। তিনি উহাদিগের উপর গুলি নিক্ষেপ করিয়া, পলায়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু, সৈন্যগণের গুলিতে সেইস্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর, তাঁহার ৫০ জন শ্বেতাঙ্গ আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া, ঐ হটেণ্টট্ সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, ও অপরাপর বুয়রদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন।

ইংরাজগণ, রাজবিদ্রোহিতা-অপরাধে, ইহাদিগের ৩৯ জনকে ধৃত করেন। বিচারে ৬ জনের ফাঁসির আদেশ হয়। তাহার মধ্যে একজনকে শাসনকর্ত্তা ক্ষমা করেন। অবশিষ্ট সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। যে পাঁচ জনের উপর চরম দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাঁহা-

অশ্বারোহী বুয়র ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিগকে, তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে, প্রকাশ্যভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই দৃশ্যে বুয়রগণের হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা লাগে।

ইহার পরই কোষা বা কাফ্রিগণের পঞ্চম যুদ্ধ উপস্থিত হয়; এই যুদ্ধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার সবিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, রাজধর্ম্মানুসারে, এক শ্রেণীর লোকের বলবৃদ্ধির বাধা দিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

লেম্বি (Ndlambe) ও গাইকার (Gaika) বিষয় ইতি-পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, লেম্বি তাঁহার দলপুষ্ট করিয়া, মাকেনা (Makana) নামক একজন বুদ্ধিমান্ ও দুর্দ্দান্ত বীরপুরুষের সাহায্যে, গাইকার সহিত এক তুমুল যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে গাইকা পরাভূত হইয়া, উইনটারবার্গে (Winter-berg) আগমন করেন, ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শরণাগত হন।

সেই সময়, লেম্বি ১৮০০০ সহস্র লোকের অধিপতি; সুতরাং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতাপ নষ্ট করিবার মানসে, গাইকার সাহায্যার্থে, একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ মৎস্য নদী পার হইবামাত্র, ইংরাজ ভয়ে ভীত হইয়া, লেম্বি বিনা যুদ্ধে তাঁহার অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দূরবর্ত্তী জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইংরাজগণ বিনা যুদ্ধে তাহাদিগের বাসস্থান সকল বিনষ্ট করিয়া, তাহাদিগের ২৩০০০ সহস্র পশুর সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লেম্বি জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দলবলে আসিয়া, বুয়রদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। একবার তাহারা আসিয়া, মৎস্য (Fish) ও সন্ডে

(Sunday) নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের ১৭ জন বুয়র ও ১৩ জন হটেণ্টট্‌কে নিহত করিয়া, তাঁহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

এই ঘটনার পর, লেম্বিকে শাস্তিপ্রদান করিবার মানসে, কৃষিজীবী বুয়রগণ একত্র সমবেত হন; কিন্তু গ্রেহেম টাউনে (Graham Town) উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, ৯।১০ সহস্র সাহসী যোদ্ধার সহিত, লেম্বির প্রধান সর্দ্দার মাকেনা (Makana) হঠাৎ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়, সেইস্থানে ইংরাজদিগের কেবল ৩৩৩ জন মাত্র দুর্গরক্ষক সৈন্য ছিল। তাঁহারা প্রাণপণে কোষাগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ইংরাজগণ নিতান্ত অল্পসংখ্যক হইলেও, সেই অধিক সংখ্যক কোষাগণ, তাঁহাদিগের গোলাগুলির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। যখন দেখিল, তাহাদিগের বিস্তর লোক ধরাশায়ী হইতেছে, তখন তাহারা পলায়ন করিল।

এই ঘটনার তিন মাস পরে, ইংরাজগণ বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া, লেম্বিকে উপযুক্তরূপ শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত, মৎস্য নদী পার হইলেন। ইহাতে, লেম্বির বিস্তর লোক ইংরাজগণ কর্ত্তৃক হত, তাহাদিগের বাসস্থান সকল ভস্মে পরিণত ও বিস্তর পশু ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা সেই প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, কাই (Kei) নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল। এই সময় সর্দ্দার মাকেনা ধৃত হওয়ায়, তাঁহাকে রবিণ দ্বীপে (Robbin Island) আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তিন বৎসর পরে, সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে গিয়া, তিনি

সমুদ্রগর্ভে তাঁহার সমাধিমন্দির স্থাপিত করেন। এই সঙ্গে সঙ্গে, পঞ্চম কাফির-যুদ্ধও শেষ হইয়া যায়।

এই ঘটনার পর, মৎস্ত নদী হইতে কাই (Kei) নদী পর্য্যন্ত, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, কাইসকামা (Keiskama) নদীর দক্ষিণ তীরে ও কাই নদীর ধারে, ছুইটী সেনানিবাস স্থাপিত হয়। ঐ ছুই স্থান, ফোর্ট উইলসায়ী (Fort Wilshire) ও ফোর্ট বুফোর্ট (Fort Beaufort) নামে অভিহিত। অসভ্য জাতির অত্যাচারে, সেই সময় ইংরাজ শাসনকর্ত্তা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঐ প্রদেশে ইংরাজ অধিকার আর অধিক বিস্তৃত করা হইবে না।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে জনসংখ্যা গৃহীত হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে, সেই প্রদেশে কেবলমাত্র ৪২০০০ সহস্র শ্বেতকায় বা বুয়রদিগের অধিবাস হইয়াছে। এই অবস্থা দৃষ্টে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সেই প্রদেশে শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ড হইতে প্রায় ৫০০০ সহস্র লোক, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে, সেইস্থানে আনিয়া স্থাপিত করেন। বুসমেন ও মৎস্ত নদীর মধ্যস্থিত, এবং জুয়ার বার্গ (Zuar-berg) ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী, ভূভাগ সকল ইহাদিগের বাসস্থান রূপে পরিগণিত হয়।

যে সকল ইংরাজ সেই স্থানের অধিবাসী হইলেন, প্রথম ২।৪ বৎসর নানারূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া, পরিশেষে তাঁহারা সুখস্বচ্ছন্দে সেই সকল প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

যে গ্রেহেমেস্ টাউন (Grahams town) ও এলিজাবেথ বন্দর (Elizabeth Port), ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, জনশূন্য সামান্য পল্লিরূপে পরিগণিত ছিল; কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ সকল স্থান সমৃদ্ধিশালী নগর রূপে পরিগণিত হইল। সেই সকল শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় এক অষ্টমাংশ ইংরাজ; সুতরাং ইংরাজি-ভাষা ক্রমে সেই প্রদেশে প্রচলিত হইতে লাগিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র সমস্তই ইংরাজিতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল ও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বিচারালয়সমূহে ডচ্ ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজিভাষা প্রচলিত হইল।

ডচ্ জাতীয় শ্বেতাঙ্গ, বা বুয়রগণ, এই সময় ইংরাজি-ভাষা প্রচলিত হওয়ায় বিশেষরূপ আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সেই আপত্তি কোন রূপেই গ্রাহ্য হইল না।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ-শাসন-প্রণালী-সংস্থাপন।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বাণ্টু জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছিল।

অমভল্সি (Umvolosi) নদীর উপকূলে, এই প্রদেশের একজন রাজমহিষী বাস করিতেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার সাকা (Tshaka) নামক একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, ও বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাহার হৃদয়ে রাজা হইবার আশা বলবতী হয়। ঐ সময়ে ডিংগিসয়া (Dingiswaya) নামক এক ব্যক্তি স্বজাতীয় একটী ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত ছিল। সে তাহার সৈন্যগণকে ইংরাজী প্রথানুসারে শিক্ষা প্রদান করিয়া, কয়েকটী পণ্টনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাল্য-কালেই, সাকা তাহার নিকট গমন করিয়া, তাহার অধীনে এক জন সামান্য সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কিন্তু অসাধারণ

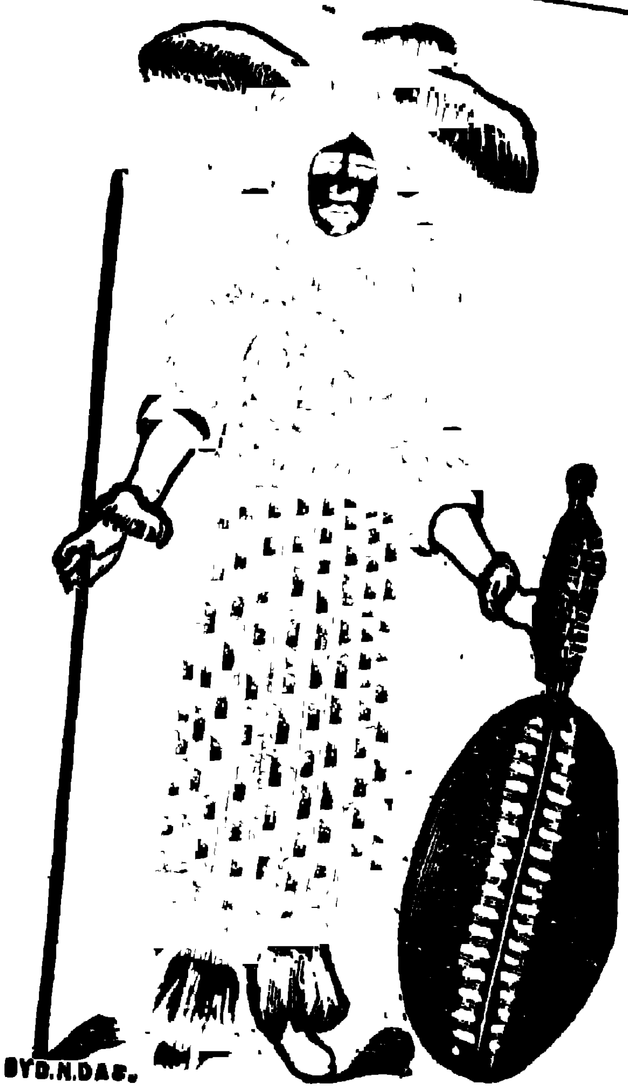

রাজমহিষী।

ক্ষমতা ও অসীম বুদ্ধি বলে, তিনি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সেই পল্টনের প্রধান সেনানীরূপে পরিণত হন। ডিংগিসয়া (Dingiswaya.) পরলোক গমন করিলে, তাহার সেই সৈন্য সকল সাকার অধীনতা স্বীকার করে। এখন প্রভূত বলশালী ও প্রবল পরাক্রমশালী যে জুলু

(Zulu) যোদ্ধাগণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সাকা ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণই, সেই পরাক্রমশালী জুলু।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, জুলুদিগের সহিত, টেম্বস্ (Tembus) ও কোসাদিগের (Kosas) একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে সাকা উহাদিগের উভয়দলের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের বিস্তর লোককে হত্যা ও তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করে। ইংরাজগণ, তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, সাকার দল পরিত্যাগকারী কতকগুলি লোকের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরাজয় করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, ডিন্‌গন্ (Dingan) নামক সাকার এক ভ্রাতা অপর এক ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া, সাকাকে হত্যা করিয়া নিজে জুলুদিগের অধিপতি হন। তিনি সাকার ন্যায় নির্দ্দয় ছিলেন সত্য, কিন্তু তাদৃশ পরাক্রমশালী ছিলেন না।

এই সময়, প্রায় ২৪ প্রকার জাতি সেই প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত দলগুলিই প্রধান ;—

জুলু—(Zulu.)
টেম্বস্—(Tembus.)
কোষা—(Kosa.)
মাণ্টাটি—(Mantati)
বাঙ্গোয়া কেট্সি—(Bangua Ketsi.)

গ্রিকোয়া—(Griqua.)
মোকোলোলো—(Mokololo.)
জাম্বেসি—(Zambesi.)
পণ্ডো—(Pandò.)
সোয়াজি—(Swazi.)
মাটাবেলা—(Matabele)
বেসুয়ানা—(Betshuana.)
বেট্‌লাপিন্‌—(Batlapin.)

ইহার প্রত্যেক দল প্রত্যেক দলের শত্রু,—একদল অপর দলকে স্থানচ্যুত করিয়া, তাহাদিগকে বিনষ্ট ও তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে ত্রুটী করিত না। এই সকল দলের মধ্যস্থিত একটী পরাক্রমশালী দলের অধিনায়িকা ছিলেন, মা টাটিসি (Má Ntatisi) নাম্নী একটী স্ত্রীলোক। এই সমস্ত দলের মধ্যে পরস্পরের অত্যাচারে দক্ষিণ আফ্রিকা সেই সময় প্রায় নরকঙ্কালে পরিণত

বিচার প্রণালী প্রভৃতি ডচ্‌দিগের সময় হইতে যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, তাহার সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সরকারি কার্য্য সম্বন্ধে ডচ্‌ ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজি ভাষা প্রচলিত হইল। বুয়রদিগের হস্তে মিউনিসিপাল প্রভৃতির যে সকল ভার অর্পিত ছিল, তাহা ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজি ভাষায় অধিকার না থাকা প্রযুক্ত বুয়রগণ বিচারক ও জুরির পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া, বিশেষরূপে অবমানিত হইলেন। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দিগের উপর একই প্রকার আইন প্রবর্ত্তিত হইল।

তদ্ব্যতীত, যে ক্রীতদাসদিগের উপর শ্বেতাঙ্গগণ যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখ হইতে, পার্লিয়ামেণ্টের আদেশানুযায়ী, সেই দাসব্যবসা উঠাইয়া দেওয়া হইল; ও যাঁহারা পূর্ব্বে দাস ক্রয় করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে যৎসামান্য অর্থ প্রদান পূর্ব্বক, ঐ ক্রীতদাসগণকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে অপরাপর প্রজাগণের সহিত সমান অধিকার প্রদত্ত হইল। এইরূপে কেবলমাত্র এই প্রদেশ হইতে প্রায় ৩৯,০০০ সহস্র ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়।

শাসনকর্ত্তা এই সময়ে সেই প্রদেশীয় অসভ্য জাতির সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন না। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ষষ্ঠ কাফির-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে, প্রায় ২০,০০০ সহস্র কোষা ইংরাজ অধিকারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সনডে নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ বুয়রদিগের গৃহ সকল ভস্মীভূত করিয়া দেয়; যে কোন শ্বেতাঙ্গকে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই বিনষ্ট ও সেই প্রদেশীয় সমস্ত পশ্বাদি অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে।

ইংরাজগণ তাঁহাদিগের বেতনভোগী সৈন্য ও কৃষিজীবী শ্বেতাঙ্গগণকে একত্র করিয়া, উপরোক্ত কোষাদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে উপনীত না হইয়া, জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে ও পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শরণাগত হয়।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

দ্বিতীয় খণ্ড।

[illegible]র স্বাধীনতা।

জুলু রাজা।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

বুয়র স্বাধীনতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের ইংরাজ-অধিকার-পরিত্যাগ

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পর ইংরাজগণের অধিকারভুক্ত স্থান সকল হইতে দলে দলে বুয়রগণ তাঁহাদিগের দ্বারা অনধিকৃত স্থলে গমন করিতে লাগিলেন। নানা কারণে তাঁহারা ইংরাজগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট ও আপন আপন জীবন পর্য্যন্ত ভয়ানক বিপদের মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া, যাহাতে ইংরাজদিগের অধিকারে আর থাকিতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ যত্নবান্ হইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডচ্-

জাতির বংশে যে বুয়রদিগের জন্ম, তাঁহাদিগের দ্বারা না হইতে পারে, এমন কোন কার্য্যই নাই। যে ডচ্‌গণ, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে, স্পেনের অধিপতি দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী ২য় ফিলিপের বশ্যতা অস্বীকার করিবার মানসে, নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াও, ইংরাজের সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন ও পরিশেষে আপন আপন ধন সম্পত্তি পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, আপন আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন; যে জাতি পুনরায়, ১৭০২ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুইর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া, তাঁহার নিকট পরাজিত হইবার আশঙ্কায়, দুর্দ্দান্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া, তাঁহাদিগের বিশাল রাজত্ব অপর রাজার হস্তে প্রদান করা অপেক্ষা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, যথা-সর্ব্বস্ব-ধ্বংস-কারী মনোভিলাষ হাসিতে হাসিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন; সেই জাতির রক্ত এখনও যে, বুয়রদিগের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারা ইংরাজদিগের বশ্যতা সহজে স্বীকার করিবেন কেন?

যে সকল কারণে বুয়রগণ ইংরাজদিগের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটী মাত্র কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি কারণ ছিল।

১ম। যে সকল নোট বা কাগজ-মুদ্রা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহার মূল্য কমাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে অধিক পরিমাণে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন আরম্ভ করেন। ইহাতে অনেককেই বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

২য়। বিদেশীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করা, তাঁহাদিগের ন্যায় স্বাধীনতা-প্রিয় জাতির পক্ষে, একরূপ অসম্ভব।

৩য়। সেই প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগের মাতৃভাষার একেবারে দূরীকরণ।

৪র্থ। লণ্ডন-মিশনারি-সমিতির সভ্যগণের কথায় গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ও তাঁহাদিগের পরামর্শানুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহকরণ।

৫ম। ইংলণ্ডের দুঃখবিমোচনকারিণী সমিতির সভ্যগণ (যাঁহারা বুয়রদিগের বিপক্ষে সময় সময় অনেক কথা বলিয়া থাকেন) তাঁহাদিগের কথায় গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস।

৬ষ্ঠ। উপযুক্তরূপ ক্ষতিপূরণ না করিয়া, গভর্ণমেণ্টের দাসব্যবসা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া।

৭ম। সেই প্রদেশীয় অসভ্যজাতি ও বুয়রদিগের প্রতি গভর্ণমেণ্টের সমান ব্যবহার।

৮ম। গভর্ণমেণ্ট [illegible] সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার আশায় অসভ্যজাতির হস্ত হইতে বুয়রদিগের ধন মান ও জীবন রক্ষা করিবার উপায় না করা প্রভৃতি।

এইরূপ নানাকারণে, ইংরাজদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া, সীমান্তপ্রদেশীয় বুয়রগণ, তাঁহাদিগের শকটসকল বাসোপযোগি দ্রব্যাদি ও গুলি বারুদ প্রভৃতিতে পূর্ণ করিয়া, দলে দলে আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক, নূতন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপনের নিমিত্ত, গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষমতাশালী ও গণ্য মান্য লোকদিগের মধ্যে এক এক ব্যক্তি ঐরূপ এক এক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া গো, মেষ ও অশ্বাদি সঙ্গে লইয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত চলিয়া, তাঁহারা অরেঞ্জ নদী ও তাহার উত্তর পার্শ্বস্থ সমতল-

ভূমি (যাহা এখন স্বাধীন অরেঞ্জরাজ্য নামে অভিহিত) অতিক্রমপূর্ব্বক, ক্রমে আরও উত্তরে গমন করিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, যে, অরেঞ্জ নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ স্থান সকল আর ইংরাজ-রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী নহে; এবং কখন হইবেও না। কারণ ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট অনেক বার প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাদিগের রাজত্বের আর বৃদ্ধি করা হইবে না।

প্রথম দল (প্রায় ১০০ শত লোক) এইরূপে ইংরাজ-রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক, ক্রমেই উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিল। জাউণ্টপান্সবার্গে (Zoutpansberg) উপনীত হইয়া, ঐ দল সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রথম দল-স্থিত কেবলমাত্র দুইটী বালক ব্যতীত সকলেই অসভ্য জাতির হস্তে পতিত হইয়া, জীবন হারাইলেন। অপর দলের মধ্যে ভয়ানক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, প্রায় সকলেই ইহজীবন পরিত্যাগ করিলেন। কেবলমাত্র একটী পুরুষ ও কয়েকটী স্ত্রী-লোক ও বালক কোনরূপে জীবনরক্ষা করিয়া, পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা অধিকৃত ডেলাগোয়া (Delagoa) উপসাগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণও ভদ্রোচিত ব্যবহারপূর্ব্বক, তাঁহা-দিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে, তাঁহাদিগের আত্মীয়গণ এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদিগকে নেটালে লইয়া যান। উঁহাদিগের সহিত যে সকল পশু ছিল, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে একপ্রকার কীট দ্বারা দষ্ট হইয়া, সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে লোকসংখ্যা অধিক ছিল। হেনড্রিক পট্‌জিটার (Hendrik Potgieter) নামক একজন কার্য্যক্ষম

ও বিশেষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ দলের দলপতি ছিলেন। ঐ দল ক্রমশঃ ভেট নদীর (Vet) উপকূলে গিয়া উপস্থিত হয়। এই নদী ভাল (Vaal) নদীর একটী শাখা। ইহারা ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, যে, সেইস্থান একজন সেই প্রদেশীয় সর্দ্দারের দ্বারা অধিকৃত; কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। কারণ, মসেলেকাট্সি (Moselekatsi) নামক অপর একজন দলপতির অত্যাচারে, তিনি বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, এই আশায়, তিনি তাঁহাদিগকে স্থান প্রদান করিলেন, ও পরিশেষে নিতান্ত সামান্য মূল্যে ভেট ও ভাল নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল, তাঁহাদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন। বুয়রগণ ঐ স্থানে আপনাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপিত করিলেন। কেহ কেহ বা আরও উত্তরে গমন করিতে লাগিলেন। সর্দ্দারের নিজের ও অনুচরগণের বাসোপযোগী অতি সামান্য স্থানই অবশিষ্ট রহিল।

এই ভাল নদীই এখন স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের (Orange Free State) উত্তর সীমান্ত।

দলবল সেইস্থানে রাখিয়া, দলপতি পট্গিটার (Potgieter) অপর ১১ জন বুয়রকে সঙ্গে লইয়া, উত্তর প্রদেশ সকল দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, ও ক্রমে পূর্ব্ববর্ণিত জাউট-পান্সবার্গ (Zoutpansberg) নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটী বর্ত্তমান ট্রান্সভাল প্রদেশের (Transvaal) প্রায় উত্তর সীমা। এই স্থানের ভূমির অবস্থা ও উৎপাদিকা শক্তি দেখিয়া, তিনি মনে মনে বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইলেন।

মনে করিলেন, এই স্থানটী উত্তম বাসোপযোগী; বিশেষতঃ, ডেলাগোয়া (Delagoa) উপসাগর দিয়া, সমুদ্রপথে সকল স্থানেই যাতায়াত চলিতে পারিবে।

যে স্থানে তিনি দলস্থিত অবশিষ্ট লোকদিগকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিছু দিবস পরে সেইস্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই, অল্প দিবস হইল, মসলেকাট্সির (Moselekatse) অনুচরবর্গের দ্বারা হত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি মাটাবেলা (Matabela) জাতীয় সৈন্যগণের একজন দলপতি।

এই অবস্থা দেখিয়া, বুয়র দলপতি পট্‌জিটার অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও একটী সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর আপনাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করিলেন। যে স্থানে তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে ৫০ পঞ্চাশ খানি শকট ও কতকগুলি কাষ্ঠ দিয়া, একটী দুর্গবিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন। উহার ভিতর প্রবেশ করিবার কেবল একটীমাত্র দ্বার রহিল।

JORASU... ...ARY
NO.
CALCUTTA

য় পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের রাজত্ব-স্থাপন

দুর্গ বা বাসস্থান স্থাপিত করিবার অতি অল্প দিবস পরেই, মাট্টাবেলাগণ আসিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের বাসস্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ শকটগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু চল্লিশ জন মাত্র বুয়রের আগ্নেয় অস্ত্রের সম্মুখে প্রথমবার তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে হইল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, পুনরায় তাহারা ভীষণ তেজে বুয়রগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত শকট-শ্রেণীর উপর দিয়া, তাঁহাদিগের উপর রাশি রাশি তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; বুয়রগণও অসীম বীরত্বের সহিত তাহাদিগের উপর অনবরত অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন,

তাঁহারাও এই যুদ্ধে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। একটী বন্দুক ছুড়িতে একজন বুয়রের যে সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকগণ অপর একটী বন্দুক গুলি বারুদে পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর, মাটাবেলাগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। তাহারা প্রস্থান করিবার পর দেখা গেল, যে, বুয়রদিগের বাসস্থানের বহির্ভাগে ৫৫ জনের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে; এবং বাসস্থানের ভিতর যে সকল তীর পড়িয়াছিল, তাহা একত্র করিয়া দেখা গেল, যে, উহার সংখ্যা ১১০০ শত। এই সময় পট্‌জিটারের (Potgieter's) দলস্থিত ব্যক্তিগণ আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে বিশেষরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সেই সময় গিরিট মারিজ (Gireet Maritz) নামক একজন দলপতি, অপর এক দল বুয়রের সহিত থাবাংচু (Thaba-Ntshu) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি পূর্ব্ব কথিত দলস্থিত বুয়রগণের দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে আপনার নিকট লইয়া যান।

এই বুয়রজাতি যে কিরূপ মৃত্তিকায় গঠিত, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যে অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করার পরিবর্ত্তে, ১০৭ জন মাত্র বুয়র একত্র সমবেত হইয়া, সেই মাটাবেলা জাতিকে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সেই সময় ক্ষণকালের নিমিত্তও ভাবিলেন না, যে,

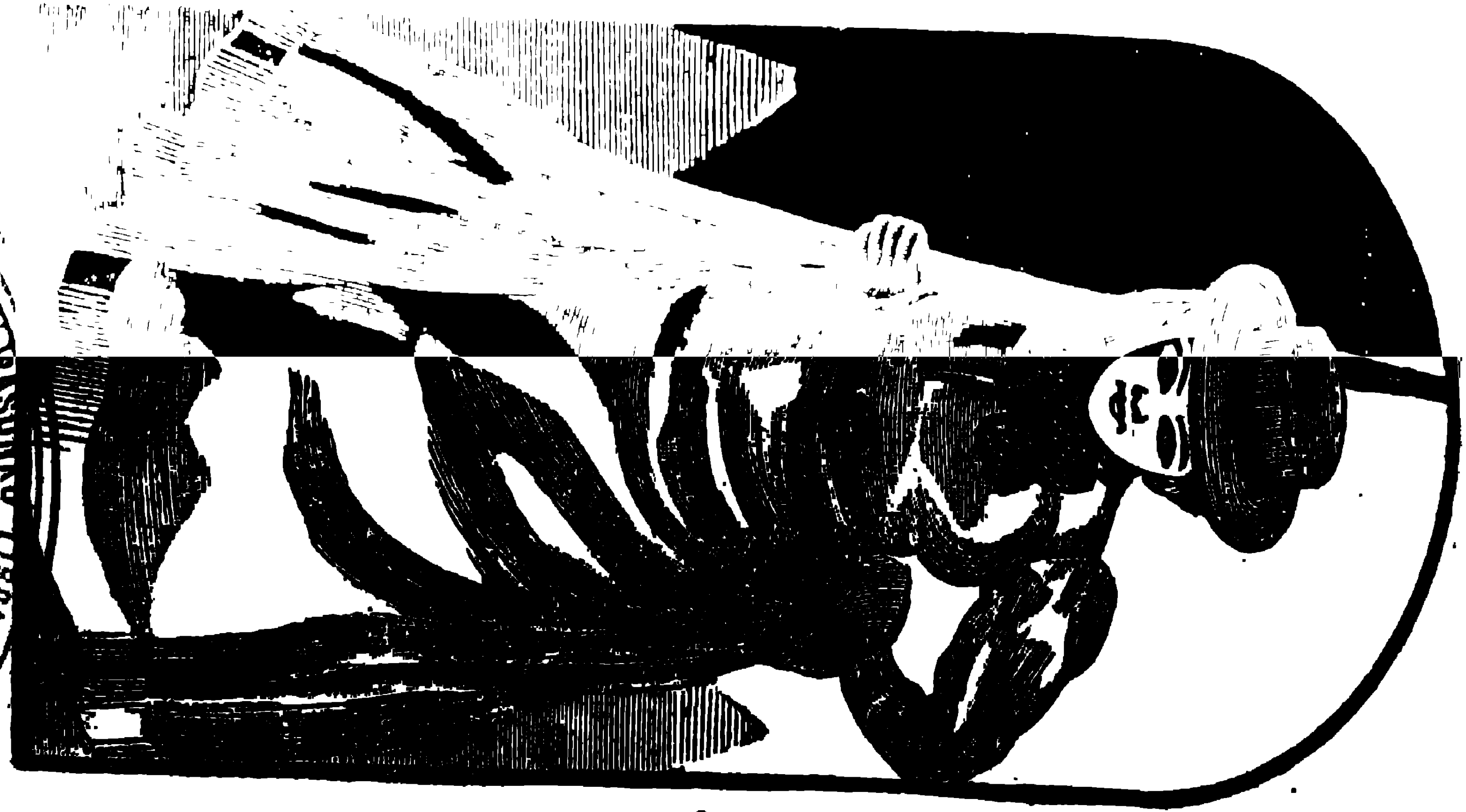

বন্দুকধারিণী বুয়ররমণী।

JORASUNKO LIBRARY
NO.

কত সহস্র লোকের বিপক্ষে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

পূর্ব্বকথিত দলপতিদ্বয় এইরূপে একত্র মিলিত হইয়া, ১০৭ জন মাত্র বুয়র ও অপরাপর কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া, মাটাবেলাদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। মাটা-বেলাজাতীয় এক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে নিজ দলস্থ লোকদিগের দ্বারা বিশেষরূপ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়া, বুয়রদিগের শরণাগত হয়। এক্ষণে এই ব্যক্তি পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিল। তাঁহারা নানাস্থলে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে একস্থানে কতকগুলি মাটাবেলাকে দেখিতে পাইলেন। বুয়র-দিগের সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদিগের নেতা মসেলকাট্‌সি (Mosele-katse) সেই সময়ে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। বুয়রগণ দর্শনমাত্রই তাহাদিগের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করি-লেন। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু নেতার অভাবে পরিশেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া, সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল। বুয়রগণও তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক, যাহাকে সেইস্থানে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই গুলি করিতে লাগিলেন; এবং, যে স্থানে তাহাদিগের গৃহসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, অগ্নিযোগে তাহা ভস্মে পরিণত করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রায় চারিশত লোককে বিনষ্ট করিয়া ও সাত সহস্র পশু অপহরণপূর্ব্বক, বুয়রগণ প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময় অপরাপর বুয়রগণ দলে দলে ইংরাজাধিকৃত স্থান সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক, এই সকল স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার পর পিটার রিটিফ (Pieter Retief) নামক এক জন অতিশয় উপযুক্ত নেতা, একদল বুয়রের সহিত থাবাংচু (ThabaNtshu) প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নেটাল প্রদেশে গমন করিয়া, সেই প্রদেশীয় জুলু সর্দ্দার ডিন্‌গনকে (Dingan) তাঁহার অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া, তাঁহার অধিকৃত স্থান সকল আপনাদিগের অধিকার-ভুক্ত করিয়া লন ও সেই স্থানে বুয়রদিগের বাসস্থান স্থাপিত করেন। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তিনি তাঁহার দল-বলের সহিত নেটাল অভিমুখে প্রস্থান করেন।

এইরূপ গোলযোগে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ অতিবাহিত হইয়া যায়।

এই সময়ে মাটাবেলা জাতির সহিত বুয়রদিগের আর একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মস্‌লেকাট্‌সি (Moselekatse) স্বয়ং তাঁহার সৈন্যের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন, ও সেই সময় তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা ১২০০০ সহস্রের ন্যূন ছিল না। এই অসংখ্য সৈন্যের সহিত ১৩৫ জন মাত্র বুয়র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বুয়রগণ বন্দুকের সাহায্যে ও অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, সেই অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অর্থাৎ, মোট হিসাবে, এক জন বুয়র ৯০ জন মাটাবেলার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন।

অনবরত নয় দিবস রাত্রি দিন এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই নয় দিবসের মধ্যে, বুয়রদিগের খাদ্য ছিল—শুষ্ক মাংস; শয্যা ছিল—বিস্তৃত ধরণীতল ও বালিসের কার্য্য করিয়াছিল—তাঁহাদিগের অশ্বের জীন। এইরূপ ভাবে অনবরত যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে তাঁহারা সেই ১২,০০০ সহস্র শিক্ষিত মাটাবেলা

সৈন্যকে পরাভূত করিয়া, তাহাদিগকে লিম্‌পোপো (Limpopo) নদী অর্থাৎ বর্ত্তমান ট্রান্সভালের উত্তর সীমায় বহির্গত করিয়া দেন। এই যুদ্ধে, মাটাবেলাজাতির যে কত লোক হতাহত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। ইহা ব্যতীত, বুয়রগণ তাহাদিগের ৭,০০০ সহস্র পশুও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের পরই, বুয়র দলপতি এই মর্ম্মে এক ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করেন, যে, "এ পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে বুয়রগণের বাসস্থান স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই বুয়র-রাজত্ব।" সেই ঘোষণানুসারে, বর্ত্তমান ট্রান্সভালের প্রায় সমস্ত, স্বাধীন অরেঞ্জরাজ্যের অর্দ্ধাংশ, ও বেচুয়ানাদেশের (Bechuana-Land) দক্ষিণাংশ হইতে, বেটলাপিন (Batlapin) জাতির দ্বারা অধিকৃত স্থান ব্যতীত, কালাহারি (Kalahari) মরুভূমি পর্য্যন্ত, বুয়রদিগের অধিকারের মধ্যে পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডিনগনের (Dingan) বিশ্বাসঘাতকতা।

নেটাল (Natal) একটী মনোরম স্থান। পর্ব্বত, নদী, নির্ঝর, জলপ্রপাত, সমতলক্ষেত্র প্রভৃতির দ্বারা ঐ প্রদেশ এরূপ ভাবে শোভিত যে, সেইস্থান দেখিয়া কোন ইউরোপীয় জাতি তথায় আপন বাসস্থান স্থাপিত করিতে ইচ্ছুক না হন? তাহার উপর সেইস্থানের জলবায়ুও উত্তম।

পিটার-রিটিফ (Pieter Retief) স্বদলবলে একটী গিরিপথের মধ্য দিয়া, টুগেলা (Tugela) ও উমজিমভুবু (Umzimvubu) নামক নেটালের অন্তর্গত একটী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইসময় সেইস্থানের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল পাঁচ হইতে দশসহস্রের মধ্যে। ইতিপূর্ব্বে সাকা ও ডিন্‌গন্ কয়েকজন ইংরাজকে সেইস্থানে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারাই সেইস্থানের অধিবাসিগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন।

নেটালের অন্তর্গত টুগেলা (Tugela) ও বফেলো (Buffalo) নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগ সকল সেই সময় জুলুদিগের দ্বারা অধিকৃত ছিল। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা সেই সময়ে অনুমিত হইত না। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিয়া, রিটিফ (Retief) তথায় আপনাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

ঐ প্রদেশ যাহাতে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অন্তভূ‍ত হয়, তাহার নিমিত্ত ঐ প্রদেশে যে কয়েকজন ইংরাজ অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মীয় বুয়রগণকে সেইস্থানে দেখিতে পাইয়া, বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, ও সেই প্রদেশ আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিবার মানসে বিশেষরূপে যত্নবান হইলেন।

উঁহাদিগের মধ্যে দুইজন ইংরাজ, যাঁহারা ১৩ বৎসর কাল সেই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন ও যাঁহারা ইংরাজী ভাষার ন্যায় জুলুভাষা বলিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা রিটিফকে (Retief) সঙ্গে লইয়া ডিন্‌গনের (Dingan) বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডিন্‌গন্ (Dingan) উঁহাদিগকে বিশিষ্টরূপ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। নিজের সৈন্য সামন্তগণকে একত্র সমবেত করিয়া, তাঁহাদিগের সম্মুখে সৈন্য প্রদর্শনীর অবতারণা করিলেন। পরিশেষে, তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত, নৃত্য গীত প্রভৃতি চলিতে লাগিল। আহারাদির নিমিত্ত বিশেষরূপ আয়োজনেরও কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না।

রিটিফ (Retief) ডিন্‌গনের (Dingan) নিকট নেটাল-সম্বন্ধীয় কথার উত্থাপন করিলে, তিনি কহিলেন, "এই প্রদেশে

আপনাদিগের অধিবাস স্থাপনে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই কিন্তু মাণ্টাটিসির (Ma-Ntatisi) পুত্র সিকনিলা (Sikonyela) আমাদিগের যে ৭০০ শত পশু সম্প্রতি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, ঐ সকল পশুগণের পুনরুদ্ধার করিয়া, তাহার পর আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক, এই প্রদেশে বাস করিবার প্রস্তাব করিলে ভাল হয়।"

রিটিফ (Retief) ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উইনবার্গে (Winberg) প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সিকনিলাকে (Sikonyela) ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সিকনিলা এই অবস্থা জানিতে পারিয়া, বিনা রক্তপাতে তাঁহাকে পশু সকল প্রত্যর্পণ করিল।

রিটিফ (Retief) এইরূপে প্রায় এক সহস্র পশু তাহার নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক, ৬৫ জন বুয়র ও প্রায় ৩০ জন হটেণ্টট্ ভৃত্য সমভিব্যাহারে, ডিন্‌গনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রিটিফের (Retief) কয়েকজন অনুচর ডিন্‌গনকে এতদূর বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিন্‌গনের পূর্ব্ব ব্যবহারে তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথায় তিনি কর্ণপাতও করিলেন না।

ডিন্‌গনের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রিটিফকে (Retief) বিশিষ্টরূপ সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন; ও পাদরি ওয়েন সাহেবকে বলিয়া দিলেন, "অদ্য হইতে বসবাস করিবার নিমিত্ত নেটাল প্রদেশ বুয়রগণকে প্রদত্ত হইল। এইমর্ম্মে একখানি কাগজে লেখা পড়া করিয়া দাও।"

পাদরী ওয়েন (Reverend Mr Owen) একজন ইংলণ্ড দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক। ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে তিনি সেইস্থানে

বাস করিতেন। কিন্তু ঐ স্থানের একটীমাত্র লোককেও তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন নাই।

আদেশমত ওয়েন সাহেব লেখাপড়া করিয়া, ডিন্‌গনের হস্তে কাগজখানি প্রদান করিলেন; তিনি উহা রিটিফের (Retief) হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "এখন হইতে আপনারা নেটালে গিয়া বাস করিতে পারেন।" এই অবস্থা দেখিয়া বুয়রগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। সেইস্থান পরিত্যাগ করিবার সময়, ডিন্‌গন্ উঁহাদিগকে কিছু মদ্যাদি পান করিয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। বুয়রগণ মনের আনন্দে এতদূর উল্লাসিত হইয়াছিলেন, যে, তাঁহাদিগের কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তাঁহারা আপনাদিগের বন্দুকগুলি একস্থানে রাখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়াছিলেন। মদ্যাদি পান করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইল, অমনি তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া, ডিন্‌গনের প্রদর্শিত স্থানে গমন করিলেন। বন্দুকগুলি যে স্থানে ছিল, সেইস্থানেই পড়িয়া রহিল। উঁহারা সকলে যেমন নিরস্ত্র হইলেন, অমনি ডিন্‌গন্ নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ অনায়াসেই প্রতিপালিত হইল। একদল সশস্ত্র জুলুসৈন্য আসিয়া, সেই সকল নিরস্ত্র বুয়রগণকে ধৃত করিল, এবং তাঁহাদিগের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়া, প্রত্যেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিল। বুয়রগণ, হটেণ্টটগণ, ও পথপ্রদর্শক ইংরাজদ্বয় প্রভৃতি কাহাকেও আর সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জুলুদিগের হস্তে শ্বেতাঙ্গগণের পরাজয়

পূর্ব্বকথিত ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই, ডিন্‌গনের ১০,০০০ দশসহস্র সৈন্য, তাহাদিগের রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমাগত এগার দিবস চলিয়া, এক দিবস অতি প্রত্যূষে, বর্ত্তমান উইনেন (Weenen) নামক নগরের সন্নিকটস্থ এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইস্থানে কতকগুলি বুয়র আসিয়া, আপনাপন বাসস্থান সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে ছিলেন।

ঐ সকল অসভ্য জুলু সৈন্যের হস্তে, পূর্ব্বোক্ত বুয়রগণের যে কি দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দূরে থাকুক্, ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সূর্য্যোদয়ের পর দেখিতে পাওয়া গেল, যে, ছোট ছোট শিশুসন্তানগণকে শকট-চক্রের উপর এরূপ ভাবে নিক্ষেপ করা হইয়াছে,

যে, তাহাতেই তাহাদিগের কোমল মস্তক সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণকে বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া, যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদিগের জীবনবায়ুর নিঃশেষ হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে শূন্যমার্গে উত্তোলন করিয়া রাখা হইয়াছে। বালকবালিকাগণের ঘাড় মোচড়াইয়া, তাহাদিগের মৃতদেহ এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে। এককথায়, জুলুগণ ঐ স্থানে ৪১ জন শ্বেতকায় পুরুষ, ৫৬ জন শ্বেতাঙ্গিনী, ১৮৫ জন শ্বেত বালক বালিকা ও ২৫০ জন ভৃত্যকে নিহত করিয়া, তাঁহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করে।

ঐ দল, বুয়রদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও তাঁহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, পুনরায় আর এক স্থানে গমন করে। এইরূপে নেটালের মধ্যে যে যে স্থানে বুয়রগণ আসিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাদিগের যতদূর সন্ধান পাইল, ততদূর তাঁহাদিগের উপরও ভয়ানক অত্যাচার করিয়া, তাঁহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক, পরিশেষে তাহাদিগের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জুলুগণ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে, অবশিষ্ট বুয়রগণ একত্র সমবেত হইয়া ভবিষ্যতে জুলুদিগের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে দুই একজন বুয়র প্রস্তাব করিলেন, "নেটাল পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের স্থানান্তরে গমন করাই কর্ত্তব্য।" স্ত্রীলোকগণ এই কথা শুনিয়া, উপহাস-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যাহারা বিনা দোষে রক্তপাত করিয়াছে, তাহা-

জুলু যোদ্ধা

দিগকে উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রদান না করিয়া, সেইস্থান পরিত্যাগ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে,—এই বিবেচনা করিয়া, সকলে তাঁহাদিগের শত্রুদমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। যাহাতে তাঁহারা এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহার নিমিত্ত সকলে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।

সেই সময় পিটার উইস্ (Pieter Uys) ও হেনড্রিক্ পটজিটার (Hendrik Potgieter) নামক দুইজন দলপতি

ড্রাকেন্সবার্গ (Drakensberg) ও উইনবার্গ (Winberg) নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা অপর দলস্থিত বুয়রগণের এই দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া, যতদূর পারিলেন, কতকগুলি রণকুশল লোকজন সংগ্রহ করিয়া, সেই সকল বিপদ্‌গ্রস্ত বুয়রদিগের সাহায্যার্থ, নেটালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সকল ইংরাজ সেই প্রদেশে বাস করিতেন, জুলুগণ বিনা দোষে তাঁহাদিগের দুইজনকে বিনষ্ট করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহারাও সকলে বুয়রদিগের সহিত মিলিত হইয়া, জুলুদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন।

এইরূপে, ইংরাজ ও বুয়রদিগের মধ্যে মোট ৩৪৭ জন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যতগুলি ইংরাজ ছিলেন, তাঁহারা একজন ইংরাজ নায়কের অধীনে, ও বুয়রগণ উইস্ ও পটজিটারের অধীনে, দুইদলে বিভক্ত হইয়া, দুইদিক হইতে জুলুদিগের রাজধানী আক্রমণ করিবার মানসে যাত্রা করিলেন।

পাঁচ দিবস কাল ক্রমাগত গমন করিবার পর, একদল জুলুসৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। যে স্থানে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ঐ স্থানটী দুইটী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত—একটী উপত্যকা। সেইস্থানে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন না। কিন্তু সেই উপত্যকাখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিবার পরই দেখিতে পাইলেন, যে, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহারা জুলুসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। এই অবস্থাদৃষ্টে আর তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে

শতাধিক জুলুসৈন্য হত করিয়া, বহুকষ্টে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ ভাগের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। এই যুদ্ধে ১০ জন শ্বেতাঙ্গ হত হইয়াছিলেন। দলপতি উইস্ (Uys) এবং তাঁহার পুত্রও সেই সময় হত হন। দলস্থিত এক ব্যক্তিকে জুলু-সৈন্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার সময়, দলপতি অশ্বচ্যুত হইয়া পতিত হন ও একজন জুলুকর্ত্তৃক হত হইবার সময়, তাঁহার ১৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র, পিতার অবস্থা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া, পিতার সহিত ধরাশায়ী হন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, ১৭ জন ইংরাজ ঐ প্রদেশীয় ১৫০০ শত কৃষ্ণকায় শিক্ষিত সৈন্যের সহিত, নেটাল বন্দর হইতে তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা টুগেলা নদীর দক্ষিণে একস্থানে একদল জুলুসৈন্যের চিহ্ন দেখিতে পান। জুলুসৈন্যের চিহ্ন দেখিয়া, তাঁহাদিগের অনুমান হয়, যে, তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া উহারা পলায়ন করিতেছে। আরও দেখিতে পান, যে, যে স্থানে তাহারা অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানে কতকগুলি ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে কেহ আহার করিতে বসিয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে আহার করিবার সাবকাশ পায় নাই; অর্দ্ধেক আহারীয় সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ রন্ধন করিতেছিল, রন্ধন ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে; যে সকল দ্রব্য রন্ধন করিতেছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত অগ্নির উপরে রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া, তাহারা যে দিকে

পলায়ন করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল, সেই দিকে ইংরাজগণ সসৈন্যে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিবার পরই, তাঁহারা একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। প্রায় ৭,০০০ সহস্র জুলুসৈন্য পশ্চাত, সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ হইতে আসিয়া, তাঁহাদিগকে একেবারে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল তারিখে, টুগেলা নদীর উপকূলে উভয় দল মিলিত হইলে, তথায় এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। ঐ স্থান যেরূপ রক্তে প্লাবিত হইয়াছিল, (ইংরাজ ও বুয়রদিগের মধ্যে এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা ব্যতীত) সেই স্থান এত রক্তে আর কখনও রঞ্জিত হয় নাই। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ, তাঁহাদিগের দেশীয় সৈন্যের সহিত পরাজিত হন ও তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কোনরূপে পাঁচশত সৈন্য ও চারিজনমাত্র ইংরাজ টুগেলা নদী পার হইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধে ১৩ জন ইংরাজ ও তাঁহাদিগের ১,০০০ এক সহস্র সৈন্য হত হইয়াছিল। জুলুদিগের হতাহতের সংখ্যাও বোধ হয়, ৩,০০০ তিন সহস্রের ন্যূন নহে।

এইরূপে বিশিষ্টপ্রকারে পরাজিত হইয়া, বুয়রসর্দ্দার পটগিটার (Potgieter) সদলবলে নেটাল পরিত্যাগপূর্ব্বক, মুই (Mooi) নদীর উপকূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় পটচেফষ্ট্রুম্ (Potchefstroom) নামক নগর সংস্থাপিত করিয়া, সেইস্থানে তাঁহার অধীন বুয়রগণের বাসস্থান স্থাপিত করিলেন।

সেই সময়, কেপ্‌কলোনি হইতে আরও কয়েকজন বুয়র আগমনপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের দলপুষ্ট করিল। এই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়া, ডিন্‌গন্ (Dingan) তাঁহাদিগের

দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত, একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা বুয়রদিগের প্রতিবন্ধকতাচরণে, কোনরূপে সেই নগরের ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ না হইয়া, সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রক্তনদীর সৃষ্টি ও ডিন্‌গনের (Dingan) পরাজয়।

নভেম্বর মাসে এণ্ড্রিস প্রিটোরিয়াস্ (Andries Pretorius) নামক বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম একব্যক্তি আসিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হন। সমস্ত বুয়রগণ একত্র হইয়া ইহাকেই সর্ব্বপ্রধান নেতার পদে নিযুক্ত করেন। জুলুগণ ইতিপূর্ব্বে যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ইনিও সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হন। নগর ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে, এইরূপ কতকগুলি লোক সেইস্থানে রাখিয়া, ৪৬৪ জন বুয়র ও উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্যাদির সহিত, কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, ডিন্‌গনের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেই সময় তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, ঈশ্বরানুগ্রহে যদি তাঁহারা জয়লাভ করেন, তাহা

হইলে তাঁহারা সেইস্থানে একটী উপাসনামন্দির বা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। বুয়রগণ যে পরিশেষে তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত, পিটারমারিজবার্গ (Peter-maritzberg) নামক স্থানের বর্ত্তমান উপাসনামন্দির বা গির্জ্জা, ও ডিন্‌গনের পরাজয় উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসব দিবস।

এইরূপে গমন করিবার সময় বুয়রদিগের অস্ত্রধারী সংবাদসংগ্রহকারীগণ এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনবার কতকগুলি জুলুসৈন্যকে ধৃত করিয়া আনয়ন করেন। প্রিটো-রিয়াস্ সেই সকল কয়েদীকে তিনবারই ডিন্‌গনের নিকট প্রেরণ করিয়া, তাঁহাদিগের পূর্ব্বগৃহীত দ্রব্য সকল প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক উভয়দলের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনার্থ অনুরোধ করেন। কিন্তু ডিন্‌গন্ তাহার উত্তরে ১০।১২ সহস্র সৈন্য বুয়রদিগের বিপক্ষে প্রেরণ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার প্রত্যূষে, তাহারা বুয়রশিবির আক্রমণ করিল। জুলু-গণ প্রাণপণে তাঁহাদিগের শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বুয়রগণের আগ্নেয় অস্ত্রের প্রবল পরাক্রমে, তাহারা কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল আগ্নেয় অস্ত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, ভীষণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরি-শেষে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা প্রস্থান করিবার পর শিবিরের বহির্ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, ৩.০০০ সহস্র জুলুসৈন্যের মৃতদেহ সেইস্থানে পতিত রহিয়াছে; ঐ সকল ব্যক্তিগণের শরীর হইতে এত রক্ত পতিত হইয়াছিল, যে, তাহা সেইস্থান রঞ্জিত করিয়া ক্রমে ধারায় পরিণত

ও ঐ রক্তধারা নিকটবর্ত্তী নদীতে গিয়া মিলিত হয়। সেই সময় হইতে ঐ নদী, রক্তনদী (Blood River) নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে ছয় জন বুয়র হত ও তিন জন মাত্র আহত হন।

ডিন্‌গন্ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার পর প্রিটোরিয়াস তাঁহার রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন, যে, ডিন্‌গন্ ইতিপূর্ব্বে নগরীতে অগ্নি প্রদান করিয়া, সেইস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পর্ব্বতের মধ্যস্থিত এরূপ প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যে, সেইস্থানে অশ্বারোহীগণ গমন করিতে কোনরূপেই সমর্থ নহে।

এই অবস্থা দৃষ্টে বুয়রগণ, সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ কয়েকটী গোলযোগে, ডিন্‌গন্ তাঁহার ১০,০০০ সহস্র সৈন্য হারাইয়াও, কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। পুনরায় বিস্তর সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিয়া, বাসস্থান স্থাপিত করিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, ঐ প্রদেশে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা এই :—ডিন্‌গনের অপর একটী পাণ্ডা (Panda) নামক ভ্রাতা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার আশায়, কতকগুলি সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক টুগেলা নদীর উত্তরপার্শ্বস্থ প্রদেশ সকলের শাসনকর্ত্তা নন্‌গালজার (Nongalaza) সহিত মিলিত হন; তিনিও পাণ্ডাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পরিশেষে পাণ্ডা টুগেলা নদী পার হইয়া বুয়রজাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। বুয়রগণ উঁহার কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে

চাহেন না; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, প্রিটোরিয়াস্ নিজের লোকজন লইয়া পাণ্ডাকে সাহায্য করিবার মানসে ডিন্‌গনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহা ব্যতীত, পাণ্ডার প্রায় পাঁচ ছয় সহস্র সৈন্য নন্‌গালজার কর্ত্তৃত্বাধীনে অপর এক স্থান দিয়া ডিন্‌গনের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করে।

ডিন্‌গনের দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। তাহাদিগের নাম তাম্‌বুসা (Tambusa) ও অম্‌থেলা (Umthela)। ইহাদিগের পরামর্শানুযায়ী ডিন্‌গন্ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া, বুয়রদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার মানসে, ডিন্‌গন্ তাম্‌বুসাকে বুয়র-শিবিরে প্রেরণ করেন। তামবুসা কেবলমাত্র একটী ভৃত্যের সহিত বুয়রদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, সন্ধির পরিবর্ত্তে বুয়রগণ উহাদিগকে কয়েদ করেন ও পরিশেষে উভয়কেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেন।

ওদিকে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে, নন্‌গালজার (Nongalaza) সহিত ডিন্‌গনের অপর সর্দ্দার অম্‌থেলার (Umthela) এক ভয়ানক সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে ডিন্‌গনের কতকগুলি সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, পাণ্ডার পক্ষ অবলম্বন করায়, ডিন্‌গনের পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ঐ যুদ্ধে উভয়পক্ষের বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। ইহাতে ডিন্‌গনের সেনাপতি, নন্‌গালজার হস্তে হত হয়। ইহার পর ডিন্‌গন্ নিজের দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, আরও উত্তরে সোয়াজীদেশে (Swazi)

গমন করেন; কিন্তু সেই স্থানেও তিনি সুস্থিরচিত্তে বাস করিতে সমর্থ হন না। শত্রুপক্ষীয় একব্যক্তি গুপ্তভাবে সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করে।

প্রিটোরিয়াস্ পাণ্ডাকে সেই প্রদেশীয় জুলুগণের অধিপতি করিয়া, ৪০,০০০ সহস্র পশুর সহিত আপনস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে সকল বুয়রগণের পশু জুলুদিগের দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের আনীত পশুসমূহ সেই সকল বুয়রদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

প্রিটোরিয়াস্ সেই সময়ে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত করিয়া নেটালরাজ্য, অমজিম্‌ভুবু (Umjimvubu) হইতে টুগেলা (Tugela) পর্য্যন্ত আরও বিস্তৃত করিয়া, প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিলেন। কেবলমাত্র টুগেলা নদী হইতে কৃষ্ণ-অম্‌ভলসি (Black Umvolosi) পর্য্যন্ত প্রদেশটী জুলুদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত পৃথক্ করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজদিগের নেটাল অধিকার।

বুয়রগণ এইরূপে সেইপ্রদেশীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কতকগুলিকে নিহত ও কতকগুলিকে সেই প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিবার পর, এই সংবাদ গিয়া ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টে (Parliament) উপস্থিত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণের উপর যাহাতে বুয়রগণ আর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারেন, তাহার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। আরও প্রস্তাব করা হইল, যে, পূর্ব্বোক্ত বুয়রগণ যাহাতে ঐ সকল প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থান কেপ্‌কলোনীতে (Cape Colony) প্রত্যাগমন করেন, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা ও যে সকল বুয়র কেপ্‌কলোনীতে বাস করিতেছিলেন,

তাঁহারা যাহাতে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কেপকলোনীর শাসনকর্ত্তা সার জর্জ নেপিয়ার (Sir George Napier) যেমন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন, অমনি একদল সৈন্য বুয়রদিগের হস্ত হইতে বাণ্টুজাতিকে (Bantu) রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন; এবং বাণ্টুদিগের যে সকল স্থান বুয়রগণ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার নিকটেই একটী সেনানিবাস স্থাপিত করিলেন।

যাহাতে বুয়রগণ গুলিবারুদ প্রাপ্ত হইতে না পারেন, তাহার নিমিত্ত ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কারণ, সেই সময় নেটাল-বন্দর বুয়রদিগের অধিকারভুক্ত ছিল; সুতরাং, সেই বন্দর দিয়া অপরাপর জাতীয় জাহাজ হইতে তাঁহারা গুলিবারুদের সংস্থান করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া, শাসনকর্ত্তা নেপিয়ার সাহেব টমাস স্মিথ (Thomas Smith) নামক এক-জন সেনাপতিকে নেটালবন্দর অধিকার করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশানুযায়ী সেনাপতি স্মিথ ২৬৩ জন সৈন্যের সহিত সেই প্রদেশে গমন করিয়া, অনায়াসে ও বিনাযুদ্ধে নেটালবন্দর অধিকার করিয়া লইলেন। সেই সময় সেইস্থানে এমন কোন লোক ছিল না, যাহারা এই কার্য্যে ইংরাজদিগের কিছুমাত্র বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হয়। এই-রূপে নেটালবন্দর অধিকার করিয়া, স্মিথ সাহেব নিকটবর্ত্তী দরবান (Durban) নামক স্থানে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

এই অবস্থা জানিতে পারিয়া, বুয়রনেতা প্রিটোরিয়াস্ কতকগুলি কৃষিজীবী বুয়রকে একত্র করিয়া, দরবানাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও কয়েক দিবস পরে, উহার প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে নিজের শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক, কাপ্তেন স্মিথকে সেইস্থান হইতে ইংরাজসৈন্য উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কাপ্তেন স্মিথ সেই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ১৩৭ জন সৈন্যের সহিত এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রিটোরিয়াসের শিবির আক্রমণ করিবার মানসে, সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন। প্রিটোরিয়াসের সমভিব্যাহারে সেইসময় ২৬৪ জন অস্ত্রধারী বুয়র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, পথিমধ্যে স্মিথকে এরূপ-ভাবে আক্রমণ করেন, যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। সেই সময় উভয়পক্ষে যে সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে স্মিথের অধীন সৈন্যগণের মধ্যে ১৬ জন হত, ও ৩১ জন আহত হয়; ৩ জন নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করে ও দুইটী কামানও সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। বলা বাহুল্য, ঐ কামানদ্বয় পরিশেষে বুয়র-দিগেরই হস্তগত হইয়াছিল।

ইহার পর প্রিটোরিয়াস্ স্মিথকে সেইস্থান হইতে সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রস্থান করিবার নিমিত্ত পুনরায় সংবাদ প্রেরণ করেন। স্মিথ এই বিষয় বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া, কয়েক দিবসের সময় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সময় উত্তীর্ণ হইবামাত্র, প্রিটোরিয়াস্ স্মিথের শিবির আক্রমণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজগণ শিবিরের মধ্যে মৃত্তিকাখনন

পূর্ব্বক একটী দুর্গবিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া, সেইস্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক শিবির রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিলেন। ছয় শত বুয়র ঐ দুর্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ছাব্বিশ দিবস পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যগণকে সেইস্থানে অবরোধ করিয়া, ক্রমাগত তাঁহাদিগের উপর গোলা-গুলি নিক্ষেপ করেন। এই ছাব্বিশ দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের তিনটী কামান ইংরাজদিগের উপর ৬৫১টা গোলা নিক্ষেপ করিয়াও, কেবলমাত্র আটজনকে হত ও আটজনকে আহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু, বুয়রদিগের মধ্যেও চারিজন হত ও আট দশ জন আহত হইয়াছিলেন।

কাপ্তেন স্মিথের এইরূপ দুরবস্থার সংবাদ গ্রেহেমস্‌টাউনে (Graham's Town) উপস্থিত হইবামাত্র, সেইস্থান হইতে দ্রুতগামী সৈন্য আসিয়া স্মিথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। প্রিটো-রিয়াস্ যখন দেখিলেন, যে, ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ উপযুক্ত-রূপ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার সৈন্যসামন্তের সহিত সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় যে একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিন জন বুয়র হত ও পাঁচজনমাত্র আহত হইয়াছিলেন।

এইরূপে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, নেটালরাজ্যে ইংরাজদিগের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হয় ও সেই সময় হইতে উহা তাঁহাদিগেরই অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। সেই সময় ঐ প্রদেশীয় কতকগুলি কৃষিজীবী বুয়র ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা আপন আপন দ্রব্যাদির সহিত ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক, ড্রাকেন্সবার্গের মধ্যে গিয়া তাঁহাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে, ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল স্থানের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় ইংরাজ-রাজ পাণ্ডাকে বফেলো (Buffalo) ও উচ্চটুগেলা (Upper-Tugela) নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সেইস্থানের রাজপদে অভিষিক্ত করেন; এবং, অম্‌জিম্‌-কুলু (Umjim Kulu) নদীর দক্ষিণদিগস্থ ভূভাগের আধিপত্য পণ্ডো রাজা (Pondo) ফেকুকে (Feku) প্রদান করেন।

যে সকল বুয়র কৃষকগণ ড্রাকেন্সবার্গে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মেগেলিস্‌বার্গে (Magalisberg) ও ভালনদীর (Vaal) নিকটবর্ত্তী যে স্থানে পট্‌জিটারের (Potgieter) দল বাস করিত, সেইস্থানে গিয়া আপনাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করিলেন। যাঁহাদিগের ডেলাগোয়া উপসাগরের সহিত (Delagoa Bay) সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা হইল, তাঁহারা ওরিগষ্টাড (Origstad) নামক একটী গ্রাম স্থাপিত করিয়া, সেইস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, সেইস্থানে এরূপভাবে পীড়াগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, যে, তাঁহারা সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। একদল লিডেনবার্গ (Lydenberg) নামক একটী নগর স্থাপিত করিলেন, ও অপর দল জুটপান্সবার্গ (Zoutpansberg) নামক নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষোক্ত স্থানটী বর্ত্তমান ট্রান্সভালের প্রায় উত্তর সীমা।

বুয়রদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এক-রূপ স্থির করিয়া লইলেন, যে, যেরূপেই হউক, বুয়রগণকে

তাঁহাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থানে প্রত্যাগমন করাইতে হইবে, ও অপরাপর যাঁহারা তখনও স্থানান্তরে গমন করেন নাই, তাঁহাদিগকে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিতে দেওয়া হইবেনা। মনে মনে এই অভিসন্ধি স্থির করিয়া, শাসনকর্ত্তা নেপিয়ার সাহেব পাদরী ফিলিপের সহিত পরামর্শ করিয়া, সমস্ত বুয়রগণকে সেই প্রদেশীয় লোকের অধীন করিয়া দিবার মনস্থ করিলেন। এইরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া, ঐ প্রদেশীয় সমস্ত স্থান নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়া দিলেন।

সেই সময় থাবা বসিগো (Thaba Bosigo) নামক স্থানে খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকদিগের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক মোসেস্ (Moshesh) নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। অরেঞ্জ ও কেলিডন (Caledon) নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে সকল স্থানে বুয়রগণ তাঁহাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এখন মোসেস্‌কেই সেই সকল স্থানের অধিপতি নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহের উত্তরাংশে কতকগুলি সেই প্রদেশীয় লোক বাস করিত। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থানও মোসেস্ প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও স্থিরীকৃত হইল, যে, ইংরাজগণের আদেশানুযায়ী তাঁহাকে চলিতে হইবে, এই নিমিত্ত বাৎসরিক ৭৫ পাউণ্ড বা ১,১২০ টাকা, তিনি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

মোসেস্‌কে (Moshesh) যে রাজত্ব প্রদত্ত হইল, তাহার পশ্চিম অংশে প্রায় দুই সহস্র লোক, এডাম্‌-কক্ (Adam Kok) নামক এক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে বাস করিত। উহারা মিশ্রজাতীয় লোক। ইংরাজ, হটেণ্টট্ ও কাফ্রি প্রভৃতি নানা-

জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে উহাদিগের উৎপত্তি। এডাম ককে (Adam Kok) রাজা করিয়া ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট, নূতন বাসুতো (Basuto) সীমা হইতে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে যে সকল প্রদেশ (Andries Waterboer) এণ্ড্রিস্ ওয়াটার বুয়রের দখলে ছিল, তাহার সমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তিনিও বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড বা ১৫০০ টাকা ও কিছু কিছু গুলিবারুদ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কালাহারি (Kalahari) মরুভূমি হইতে কেপ্-কলোনীর (Cape Colony) উত্তর সীমানাস্থ সমস্ত প্রদেশ দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইহার কিছুদিবস পরেই, ফেকু (Feku) পুনরায় আর একটী সন্ধি করিয়া, কেবলমাত্র নামে, উম্‌টাটা (Umtata) ও উমজিম্‌কুলু (Um-jimkulu) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের এবং ড্রাকেন্স-বার্গ (Drakensberg) ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের রাজারূপে পরিগণিত হইলেন।

ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যে অভিসন্ধির উপর নির্ভর করিয়া, ঐ প্রদেশ এরূপ ভাবে দেশীয় রাজাগণের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া দিলেন, ফলে, কিন্তু, তাঁহাদিগের সে অভিসন্ধি পূর্ণ হইল না। বুয়রগণ তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন না, বা সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থানে গমনও করিলেন না। অধিকন্তু, ঐ সকল দেশীয় রাজা ও সর্দ্দারগণের মধ্যে নানাপ্রকার গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইল।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের ইংরাজ অধিকার অস্বীকার ও ট্রান্সভাল প্রদেশে বাসস্থান স্থাপন।

বুয়রগণ এডাম্ ককের (Adam Kok) অধীনতা স্বীকার করিলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বুয়র কৃষক, তাঁহার আদেশও অমান্য করিলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট কক্‌কে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় পূর্ব্বোক্ত আদেশ অমান্যকারী বুয়রকৃষককে ধৃত করিবার নিমিত্ত কক্ তাঁহার একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা যখন সেই কৃষকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময় তিনি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত না থাকিলেও, ঐ সকল সৈন্যগণ তাঁহার পত্নীকে অবমানিত করিয়া, তাঁহার ঘরে গুলি, বারুদ ও বন্দুক প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা বলপূর্ব্বক সমস্ত গ্রহণ করিয়া, সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিল।

ককের এইরূপ ব্যবহারে বুয়রগণ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, ও ফিলিফলিস (Philipholis) হইতে প্রায় পনর ক্রোশ দূরে একটী স্থান তাঁহাদিগের গাড়ীর দ্বারা ঘিরিয়া, তাহার মধ্যে পরিবারবর্গকে রাখিয়া দিলেন। উহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একদল বুয়র সেইস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অবশিষ্ট সকলে সেই কৃষকপত্নীর অবমাননার প্রতিশোধ লইবার মানসে ককের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সেই সময় একদল বৃটিশসৈন্য অরেঞ্জনদীর অপর পার্শ্বে কলোস্‌বার্গ (Colesberg) নামক স্থানে রক্ষিত ছিল। তাহার মধ্য হইতে দুই শত সৈন্য কক্‌কে সাহায্য করিবার মানসে ফিলিফলিস গমন করিল। তদ্ব্যতীত, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট কক্‌কে বন্দুক প্রভৃতি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল রিচার্ডসন্ (Colonel Richardson) সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, বুয়রগণকে বশ্যতাস্বীকার করিবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। বুয়রগণ ইতিপূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, যে, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন; সুতরাং, তাঁহারা সেনাপতির সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু, যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, যে, তাঁহাদিগের বিপক্ষে ইংরাজগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিবার সময় তিনজন মাত্র বুয়র সেইস্থানে হত হইলেন; কিন্তু, তাঁহাদিগের শিবিরের মধ্যে বন্দুক, গুলি, বারুদ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহার সমস্তই ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।

বুয়রগণ যখন বুঝিতে পারিলেন, যে, ইংরাজগণ এডাম ককৃকে বিশিষ্টরূপে সাহায্য করিতেছেন ও ইংরাজ-সেনাপতি যখন তাঁহাদিগকে ককের বশ্যতাস্বীকার করিতে পরামর্শ দিতেছেন, তখনও তাঁহারা ককের বশ্যতাস্বীকার করিলেন না। তাঁহারা রাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক উইনবার্গ (Winberg) নামক স্থানে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করিলেন।

বুয়রগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহারা যে উপায়ে কার্য্য উদ্ধার করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। বুয়রগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ববাসস্থানে প্রত্যাগমন করিবেন না; অথচ, দেশীয় রাজার বশ্যতাস্বীকারও করিবেন না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা পূর্ব্ব বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন করিয়া, এইরূপ ভাবে এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন, যে, ককের রাজ্য মধ্যে বুয়রগণকে বাস করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। মডার (Moddar) ও রিয়েট্ (Riet) নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইবে, ও একজন ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে শাসন করিবেন। রিয়েট্ (Riet) ও অরেঞ্জ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল ককের ও তাঁহার জাতি গ্রিকোয়াদিগের (Griquas) অধিকারভুক্ত থাকিবে। এই প্রদেশ ককের দ্বারা শাসিত হইবে। ইংরাজাধিকৃত স্থান সকল হইতে যে সকল রাজস্ব গৃহীত হইবে, তাহার অর্দ্ধেকের দ্বারা ইংরাজ শাসনকর্ত্তা ও কর্ম্মচারিগণের বেতন ও খরচপত্র নির্ব্বাহিত হইবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক কক্ প্রাপ্ত হইবেন। এই প্রস্তাবে কক্ ও বুয়রগণ, উভয়েই

সম্মত হইলেন। কেবলমাত্র বুয়রগণ করকে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। এইরূপ নূতন বন্দোবস্তে কিছু দিবস বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত মেজর ওয়ারডেন্ (Major Warden) নিযুক্ত হইলেন, এবং ব্লুমফণ্টিনে (Bloomfontein) তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল।

মোসেসের (Moshesh) নিকট এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, তিনিও অরেঞ্জ (Orange) ও কেলিডন্ (Calidon) নদীর মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ভূমিতে শ্বেতাঙ্গগণের বাসস্থান স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সেই স্থানটী নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া, সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। এই স্থানের বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বেই, কেপ-কলোনীর দক্ষিণ সীমায় ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। কাফিরজাতির সহিত ইংরাজজাতির ভয়ানক যুদ্ধ হয়। ঐ সকল যুদ্ধে বুয়রদিগের কোনরূপ সংস্রব ছিল না বলিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এইস্থানে পরিত্যক্ত হইল। এই সকল যুদ্ধ ৭ম ও ৮ম কাফির যুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুয়রদিগের বাসস্থানের সীমানির্দ্ধারণ প্রভৃতি গোলযোগে আরও কিছুদিবস অতিবাহিত হইয়া যায়।

ইহার কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৪৮খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে, সার হেনরী স্মিথ (Sir Henry Smith) এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া, বুয়রদিগের অধিকারভুক্ত স্থান সকল, অর্থাৎ ভাল (Vaal) ও অরেঞ্জনদীর এবং কাথলাম্বা (Kathlamba) পর্ব্বতের

মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সকল, ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্ভূত করিয়া লন। কিন্তু মডার (Moddar) ও ভাল (Vaal) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের মধ্যে যে সকল বুয়রগণ বাস করিতেন, তাঁহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইতে অস্বীকার করিয়া, দ্বাদশ বৎসরাবধি যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা রক্ষা করিবার মানসে প্রিটোরিয়াস্‌কে তাঁহাদিগের দলপতি নিযুক্ত করিয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যতদূর সম্ভব সৈন্য লইয়া স্বয়ং প্রিটোরিয়াসের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

১৮৪৮খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগষ্ট তারিখে,বুম্‌প্লাটস্ (Boomplaats) নামক স্থানে উভয় দলে এক ভয়ানক সংগ্রাম হয়। ঐ যুদ্ধে বুয়র-গণ পরাস্ত হইয়া, ইংরাজদিগের অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাল (Vaal) নদীর উত্তর পার্শ্বে গমন করেন। এই সময় প্রিটোরিয়াস্‌কে ধৃত করিবার নিমিত্ত ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু, কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, এইরূপ এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, যে, যে ব্যক্তি প্রিটোরিয়াস্‌কে ধরিয়া দিতে পারিবেন, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে ২,০০০ সহস্র পাউণ্ড বা ৩০,০০০ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবেন।

এইরূপে যে সকল বুয়রগণ ইংরাজরাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, কেপকলোনী হইতে অপরাপর ইংরাজগণকে আনাইয়া তাঁহাদিগের স্থান পূর্ণ করা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ট্রান্সভালের স্বাধীনতা

অরেঞ্জনদীর উত্তর পার্শ্বস্থিত বুয়রগণকে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যেরূপ ভাবে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে কিছুদিবস বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ঐ প্রদেশীয় বুয়রগণ সুখসমৃদ্ধির সহিত দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

মোসেস্ (Moshesh) কিন্তু এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। নিজের ক্ষমতায় হউক, বা ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের প্রসাদেই হউক, যখন তিনি সেই প্রদেশের রাজা হইয়াছেন, তখন তাঁহার রাজ্যান্তর্গত প্রজাগণ যদি তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাঁহার মনে একটু অসন্তোষের উদয় হইতে পারে। বিশেষতঃ,একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হয়, যে, তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে শ্বেতসম্প্রদায় ক্রমেই প্রবল হইতেছে, সেই সম্প্রদায়কর্তৃক

ভবিষ্যতে তাঁহার বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। এ দিকে ঐ জাতির পৃষ্ঠপোষক ইংরাজদিগের সহিত প্রকাশ্যে কোনরূপ অসদ্ভাব দেখাইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ।

কোষা জাতির মধ্যে সিক্‌নিলা (Sikonyela) নামক এক-জন অতিশয় পরাক্রমশালী সর্দ্দার ছিল; এই সর্দ্দার প্রায়ই ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। এই সময় ইহার সহিত বাস্টুরাজ মোসেসের অধীন মলিট্‌সেন (Molitsain) নামক একজন সর্দ্দারের বিবাদ উপস্থিত হয়, ও ইহা ক্রমে ঐ প্রদেশীয় অপরাপর জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মেজর ওয়ারডেন্ (Major Warden) মধ্যবর্ত্তী হইয়া, এই সকল বিবাদের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু, কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, শাসনকর্ত্তা সার-হেনরী-স্মিথের (Sir Henry Smith) আদেশক্রমে বলপ্রয়োগে ঐ সকল বিবাদভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন।

১৬২ জন শ্বেতসৈন্য, ১২০ জন কৃষিজীবী বুয়র ও ১০০০ হইতে ১৫০০ কৃষ্ণকায় সৈন্যের সহিত, মেজর ওয়ারডেন সমস্ত গোলযোগের মূলীভূত মলিট্‌সেনের (Molitsain) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু, তাহার নিকট এরূপ ভাবে পরাস্ত হন যে, তাহা দেখিয়া স্বয়ং মোসেসও নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। কারণ, এত সহজে ইংরাজ সৈন্যগণকে পরাস্ত হইতে হইবে, তাহা কেহই অনুমান করিয়াছিলেন না। উহা-দের বল যেরূপ জানিয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধযাত্রা করিয়া-ছিলেন, তাহা অপেক্ষা উহাদিগের বল যে অত্যন্ত অধিক,

তাহা পূর্ব্বে তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই বলিয়া এই-রূপ ভাবে অবমানিত হন। এই পরাজয়ের দিন হইতে মোসেস্‌ও ইংরাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন।

ঐ প্রদেশীয় বুয়রগণ যদিও ইংরাজের অধীনে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু, পরাধীন থাকিবার তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। ইংরাজদিগের এইরূপ পরাজয় দেখিয়া, তাঁহারাও একত্র মিলিত হইয়া, আপনাদিগকে স্বা[redacted]-বার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট কেপ-কলোনীতে অপরাপর জাতির সহিত যেরূপ ভাবে যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে সেই সময় সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক মেজর ওয়ারডেনের সাহায্য করা তাহাদিগের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ওয়ারডেনের নিকটও এরূপ সৈন্য ছিল না, যাহার দ্বারা তিনি সেই সকল গোলযোগ নিবারণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার নিকট যে সামান্য সৈন্য ছিল, তাহা দ্বারা তিনি সেই স্থানের রাজধানী ব্লুম্‌ফন্টিন (Bloemfontein) রক্ষা করিতে সমর্থ হন মাত্র।

ইংরাজদিগের এই অবস্থা দেখিয়া, বুয়রগণ ও মোসেস্ একত্র মিলিত হইয়া, তাঁহাদিগের বশ্যতা একরূপ অস্বীকার পূর্ব্বক স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, তাঁহারা সহজে কার্য্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হই-বেন, তাহার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত প্রিটোরিয়াস্‌কে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রিটোরিয়াস্‌কে ধৃত করিবার নিমিত্ত ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট হইতে ত্রিশ হাজার টাকা পারিতোষিক ছিল।

এই সংবাদ পাইয়া প্রিটোরিয়াস্ মেজর ওয়ারডেনকে জানাইলেন, যে, তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, এবং মোসেস্‌কেও সেই প্রদেশীয় বুয়রগণের সহিত, দণ্ডায়মান হইতে হইবে। কিন্তু, যদি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অধীন বুয়রদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে, আর তিনি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না।

প্রিটোরিয়াসের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া, ওয়ারডেন সাহেব শাসনকর্ত্তাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন, যে, যদি প্রিটোরিয়াসের সহিত তাঁহার প্রস্তাবিত মতে সন্ধি করা না হয়, তাহা হইলে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিপদের সীমা থাকিবে না। একে কেপ্‌কলোনীতে সতত যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার উপর প্রিটোরিয়াস্ আসিয়া যদি মোসেস্ ও সেই প্রদেশীয় বুয়রদিগের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, ইংরাজগণকে এই প্রদেশে বাস করিতে হইবে। ওয়ারডেনের প্রস্তাবে শাসনকর্ত্তা সম্মত হইলেন। ইংরাজের পক্ষ হইতে মেজর হগ্ (Major Hog) ও ওয়েন (Mr. Owen) ও অপর পক্ষ হইতে প্রিটোরিয়াস্ এবং তাঁহার অধীন কয়েকজন ট্রান্সভালের বুয়র, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে, স্যাণ্ড নদীর (Sand) উপকূলে একত্র সমবেত হইয়া, একটী সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করেন, ঐ সন্ধিপত্র এখন পর্য্যন্ত স্যাণ্ড-নদীর-সন্ধি (Sand River-Convention) নামে অভিহিত। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ভাল নদীর (Vaal) উত্তরাংশ স্বাধীন হইয়া গেল। ঐ প্রদেশীয় বুয়রগণ নিজের রাজস্ব নিজে স্থাপিত করিবার আদেশ

প্রাপ্ত হইলেন। ইংরাজগণও ভাল (Vaal) নদীর উত্তরে তাঁহাদিগের অধিকার আর একপদও বৃদ্ধি করিবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সন্ধিই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্র (South African Republic) স্থাপনের মূল। ঐ প্রদেশ আজকাল ট্রান্সভাল নামে অভিহিত।

এইরূপ বন্দোবস্ত হইবার পর হইতেই, প্রিটোরিয়াসের রাজত্বের অর্থাৎ ট্রান্সভালের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভাল নদীর দক্ষিণ প্রদেশস্থিত যে সকল বুয়রগণ ইংরাজদিগের কর্তৃত্বাধীনে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহারা নদীর অপর পার্শ্বে আসিয়া আপনাপন বাসস্থান স্থাপন করিতে লাগিলেন। মোসেসের অনুচরবর্গ কিন্তু, সেই প্রদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণের উপর বিশেষরূপ অত্যাচার করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অরেঞ্জ রাজ্যের স্বাধীনতা।

ইংরাজদিগের অধিকৃত কাফ্‌রেরিয়া (British Kaffraria) হইতে যে পর্য্যন্ত সৈন্যসকল এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিল, সেই পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে সাতিশয় গোলযোগই চলিতে লাগিল।

ইহার পর কেপকলোনীর গোলযোগ একটু উপশমিত হইলেই, সার-জর্জ-ক্যাথকার্ট (Sir George Cathcart) ২০০০ সহস্র পদাতিক, ৫০০ শত অশ্বারোহী ও দুইটী কামানের সহিত কতকগুলি গোলন্দাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে প্লেট্‌বার্গ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে আসিয়াই মোসেসকে ১০,০০০ সহস্র গো, মেষ, মহিষ ও ১০০০ সহস্র অশ্ব ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়া, সন্ধি করিবার পরামর্শ দিলেন।

ইচ্ছাসত্ত্বেও নানাকারণে মোসেস্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। কেবলমাত্র ৩৫০০ শত পশু পাঠাইয়া দিয়া, সন্ধি করিতে চাহিলেন। অথচ, একদল যোদ্ধাকে থাবা বসিগো (Thaba Bosigo) নামক স্থানে স্থাপিত করিলেন। তাহাদিগের উপর আদেশ রহিল যে, ইংরাজসৈন্য অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিলে, পথিমধ্যে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে হইবে। এইস্থানটী কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের উপরিভাগে ও কতকগুলি বড় বড় পাহাড়ের মধ্যস্থলে স্থাপিত। এইস্থান সহজে শত্রুগণের হস্তগত হইবার কোনরূপ উপায় নাই; পক্ষান্তরে, ইহা হইতে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অতি উত্তম সুবিধা।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর তারিখে, কেথকার্ট (Cathcart) মোসেসের অধিকৃত পাহাড় সকল অধিকার করিয়া লইবার মানসে, প্লেটবার্গ হইতে বহির্গত হইয়া কেলিডন নদী (Caledon) অতিক্রমপূর্ব্বক বাসুতো দেশে (Basuto Land) গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার অধীন সৈন্যগণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এক দলের নেতা হইলেন, তিনি স্বয়ং। এই কার্য্য যত সহজে তিনি সম্পন্ন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যে কিন্তু তাহা পরিণত করিতে সমর্থ হইলেন না।

একদল সৈন্য তিনি গুপ্তভাবে একস্থানে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু, তাহারা এরূপভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল, যে তাহাদিগকে সেই গুপ্ত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক, প্লেটবার্গে (Platberg) প্রত্যাগমন করিতে হইল। ফিরিয়া আসিবার সময় ঐ দলের

সম্মুখে ৪০০০ সহস্র পশু পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল পশু তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল।

স্বয়ং সেনাপতি যে দলে ছিলেন, সেই দলের সম্মুখে প্রায় ৬০০০ সহস্র বাসুতো (Basuto) অশ্বারোহী উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার পরই তৃতীয় দল আসিয়া তাঁহার দলের সহিত মিলিত হয়। রাত্রিকালে এই দুইদল সৈন্য একটী পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া আপনাপন জীবনরক্ষা করেন ও পরদিবস প্রত্যুষেই তাঁহারা প্লেটবার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে তাঁহাদের দলের ৩৭ জনকে রাখিয়া আসিতে হয়। তদ্ব্যতীত, ১৭ জন আহত ও একজন ধৃত হয়। যিনি ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও পরিশেষে উহারা নিহত করে।

বাসুতো সর্দ্দার মোসেস্ (Moshesh) যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, তথাপি তিনি ইংরাজদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া, নিজেই এক সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। পাদরী কেসাটিসের (Rev. Mr. Casatis) সহিত পরামর্শ করিয়া, এইরূপ একখানি পত্র লিখিত হইল।

"Thaba Bosigo.

Midnight, 20th December, 1852.

Your Excellency,

This day you have fought against my people, and taken much cattle. As the object for which you have come is to have a compensation for Boers, I beg you will

be satisfied with what you have taken. I entreat peace from you. You have chastised, let it be enough, I pray you ; and let me be no longer considered an enemy to the Queen. I will try all I can to keep my people in order in future.

Your humble Servant,

Moshesh."

অনুবাদ :— "থাবা বসিগো।

রাত্রি ১২টা, ২০এ ডিসেম্বর, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ।

শ্রেষ্ঠতম মহাত্মন্!

অদ্য দিবাভাগে আপনি আমার অধীন লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনেকগুলি পশু লইয়া গিয়াছেন। আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য,—বুয়রদিগের ক্ষতি-পূরণ করা। কিন্তু আমার প্রার্থনা, আপনি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতেই আপনি সন্তুষ্ট হউন! আমি আপনার নিকট হইতে সন্ধি ভিক্ষা করিতেছি। আপনি আমাকে যথেষ্ট ভৎ‌র্সনা করিয়াছেন; আমার প্রার্থনা যেন আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। এখন হইতে আমি যেন মহারাণীর শত্রু বলিয়া পরিগণিত না হই। ভবিষ্যতে আমি আমার লোকদিগকে যত-দূর কায়দায় রাখিতে পারি, তাহার নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিব।

আপনার অনুগত ভৃত্য,

মোসেস্।"

ইংরাজ সেনাপতি আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া মনে মনে স্থির করিতেছিলেন, যে, মোসেসের সহিত সন্ধির প্রস্তাব না করিলে দেখিতেছি, আর নিস্তার নাই। কারণ, পূর্ব্ব হইতে উহাদিগের সৈন্য সামন্তের অবস্থা যেরূপ আমাদিগের জ্ঞান ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা নহে; উহাদিগের বল-বিক্রম অতুল।

সেনাপতি মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এরূপ সময়ে একজন অশ্বারোহী পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি আনিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। পত্রপাঠ মাত্রই তিনি উহাতে সম্মত হইলেন ও যত শীঘ্র পারিলেন, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ এই সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি তাহাতে একেবারেই কর্ণপাত না করিয়া, অরেঞ্জ নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

মোসেস্, কক্ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ যে সকল প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন ও ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট শ্বেতাঙ্গদিগের দ্বারা অধিকৃত যে সকল প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, সেই সকল প্রদেশে সদাসর্ব্বদাই নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে দেখিয়া পার্লিয়ামেণ্ট ঐ প্রদেশ একেবারে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, কেপকলোনীর (Cape Colony) শাসনকর্ত্তার উপর আদেশ প্রদান করিলেন। সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার মানসে, সার জর্জ ক্লার্ক (Sir George Clerk) নামক একজন কর্ম্মচারী সেই প্রদেশে গমন করিয়া সেই প্রদেশীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণকে একস্থানে সম-বেতপূর্ব্বক, তাঁহার মনোভিলাষ তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত

বাসুতো পরিবার।

করিলেন। আরও কহিলেন, "এখন হইতে তোমরা স্বাধীনভাবে এই প্রদেশে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পার।"

শ্বেতাঙ্গগণ ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, ও কেহ কেহ স্পষ্টই কহিলেন, "যখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশীয় রাজগণকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়া, তাঁহাদিগকে অতিশয় প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন, তখন, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বলক্ষয় করিয়া না দিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কোন প্রকারেই আপনাপন জীবন ও অর্থ রক্ষা করিতে সমর্থ

হইব না। সুতরাং, আমরা এখন স্বাধীন হইতে চাহি না। আমরা ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অধীনে যেরূপ আছি, সেইরূপই থাকিব।”

শ্বেতাঙ্গ কৃষকদিগের এই অনুরোধ গ্রাহ্য হইল না। তাঁহারা লোক পাঠাইয়া পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত দরবার করিয়া দেখিলেন। কিন্তু, যখন কোনরূপেই তাঁহারা তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া ব্লুমফণ্টিন (Bloemfontein) নামক নগরীতে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে, তাঁহাদিগের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

ঐ তারিখ হইতে স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্য স্থাপিত হইল।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

তৃতীয় খণ্ড।

য়র রাজত্ব

ও

আচার ব্যবহার।

JORASANKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

দক্ষিণ আফ্রিকার মানচিত্র।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

বুয়র রাজত্ব ও আচার ব্যবহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের ইতিহাস।

ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের প্রসাদে অরেঞ্জরাজ্য আপনার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার অধিবাসিগণ ঐ রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণতন্ত্র অনুসারে রাজত্বের বন্দোবস্ত হইতে আরম্ভ হইল। প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত একজন করিয়া সভাপতি নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। একটী সমিতি (Volksraad) স্থাপিত হইল। এই সমিতির সভ্য হইলেন,

৫৬ জন; অর্থাৎ, সমস্ত প্রদেশের প্রত্যেক বিভাগ হইতে দুইজন করিয়া; সভ্যগণ চারি বৎসর করিয়া আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অনুমোদন ব্যতীত সভাপতির কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা রহিল না। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে ২৮টী বিচারালয় স্থাপিত হইল ও এই সমস্ত বিচারালয়ের কার্য্য ডচ্ ভাষায় চলিতে লাগিল।

স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের প্রথম সভাপতি হইলেন, জোসিয়াস্ হফ্‌ম্যান্ (Josius Hoffman) নামক একজন বুয়র। ইহার সহিত দুর্দ্দান্ত মোসেসের বিশেষ প্রণয় ছিল বলিয়া, তিনি প্রায়ই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া চলিতেন; এবং সদা সর্ব্বদা তাঁহার উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্থূল কথায়, একটী স্বাধীন রাজ্যের সভাপতির যেরূপ ভাবে চলা আবশ্যক, তিনি সেইরূপ ভাবে চলিতেন না। সমিতির বিনা অনুমতিতে, তিনি এক বাক্স বারুদ তাঁহার বন্ধু মোসেস্‌কে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতে হয়।

ইহার পর জেকোবাস্ নিকোলাস্ বসফ্ (Jacobus Nicholas Boshof) নামক একজন উপযুক্ত লোক সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। ইনি গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগের উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই সময় মোসেস্ এই স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভূত একটী স্থান আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করেন। ঐ স্থান পূর্ব্বে ঐ দেশীয় লোকদিগের বাসস্থানরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু, স্বাধীন রাজ্য ইংরাজদিগের প্রদত্ত ভূভাগ

সকল কোনরূপেই পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই কারণে মোসেস্ বুয়রদিগের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া দক্ষিণ প্রদেশে গমন পূর্ব্বক, সেইস্থানের অধিবাসিগণের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় কেপকলোনীর ইংরাজ শাসনকর্ত্তা স্যার জর্জ্জ গ্রে, (Sir George Grey) মোসেস্ ও বুয়রদিগের মধ্যে একটী সন্ধি করিয়া দেন। কিন্তু, মোসেস্ অতি অল্প দিবসের মধ্যেই সেই সন্ধির অবমাননা করিয়া, বুয়রদিগের উপর পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, ঐ প্রদেশীয় সমস্ত বুয়রগণ একত্র সমবেত হইয়া দুইভাগে মোসেসের রাজত্ব—বাসুতো ল্যাণ্ডের (Basuto Land) ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। মোসেস্ও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অথচ আর একদল সৈন্যকে বুয়রদিগের রাজ্যের ভিতর প্রেরণ করিয়া, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে, তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধার্থী বুয়রগণ এই সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপন আপন ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার মানসে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময় স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের সভাপতি, ট্রান্সভালের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু, তাঁহারা সাহায্য করিতে অসম্মত হওয়ায়, ইংরাজশাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। এই অবস্থা দেখিয়া, মোসেস্ তাঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া কহেন যে, তিনি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। শাসনকর্ত্তাও তাহাতে সম্মত

হইয়া, স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের মধ্য হইতে কিয়ৎ পরিমিত জমি বহিষ্কৃত করিয়া মোসেস্‌কে প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া, ইহার তুই এক দিবস পরেই সভাপতি তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

বিখ্যাত কমেণ্ডেণ্ট-জেনারেল (Commandant-General) প্রিটোরিয়াসের পুত্র এম,ডব্লিউ, প্রিটোরিয়াস্ (M. W. Pretorius) সেই সময় স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। তিনি রাজত্বকে ক্রমে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করেন।

এই সময় মোসেস্ কেলিডন্ (Caledon) নামক নদীর উত্তর দিক্‌স্থিত ভূভাগ সকল অধিকার করিয়া লইলেন। প্রিটোরিয়াস্ ঐ প্রদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিলেন সত্য; কিন্তু, কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, প্রিটোরিয়াসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায়, জেন্ হেনড্রিক ব্র্যাণ্ড (Jan Hendrik Brand) সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

সেই সময় স্যার ফিলিপ উডহাউস্ (Sir Philip Woodhouse) কেপকলোনীর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। সভাপতি তাঁহাকে স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্য ও বাসুতো ল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী উত্তর দিকের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তিনি ইহাতে সম্মত হন ও নিজে সমস্ত প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া ও উভয় পক্ষের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা শুনিয়া, মোসেস্ যে প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অনুমতি করেন। কিন্তু,

মোসেস্ তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, সমস্ত কৃষিজীবিবর্গের উপর এই আদেশ প্রদত্ত হয় যে, তাঁহারা বলপূর্ব্বক সেই সকল প্রদেশ হইতে মোসেসের লোক জনকে দূরীভূত করিয়া দিতে পারেন। ইহাতে উভয়পক্ষে প্রকাশ্যরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

এ যুদ্ধেই মোসেসের সৈন্যগণ বুয়রদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু, উভয়পক্ষে যতগুলি যুদ্ধ হয়, তাহার প্রত্যেকটীতেই মোসেস্ পরাজিত হন। এইরূপে দশ মাস কাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার পর, মোসেস্ সন্ধির প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে উভয় রাজ্যের মধ্যে একটী সন্ধি স্থাপিত হয়; তাহাতে মোসেস্‌কে পূর্ব্বাধিকৃত স্থান ব্যতীত, তাঁহার নিজের রাজত্বের আরও কিয়দংশ স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যকে প্রদান করিতে হয়। কিন্তু, এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, মোসেস্ ঐ সন্ধি অমান্য করিয়া, সেই সকল প্রদেশ পুনরায় আপনার অধিকারভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং, উভয়পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও সেই যুদ্ধে বুয়রগণ তাঁহাকে একেবারে দেশত্যাগী করিবার বন্দোবস্ত করেন।

এই অবস্থা দেখিয়া, ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা উড্‌হাউস্ মোসেস্‌কে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কারণ, মোসেসের অধীন বাসুতো জাতি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের একরূপ প্রজারূপেই পরিগণিত ছিল।

সভাপতি ব্র্যাণ্ড শাসনকর্ত্তার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু, উহার সভ্যগণ কোনরূপ মীমাংসা না করিয়া, সমস্তই শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত করিলেন; সুতরাং, তাঁহাদিগের দ্বারা কিছুই হইবে না দেখিয়া,

পরিশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, মোসেসের সহিত একটী সন্ধি স্থাপিত করিলেন। উহাতে কেলিডন্ নদীর উত্তর ও পশ্চিম সমস্ত প্রদেশ স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হীরকখনি-আবিষ্কার।

কিছু দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের এক সময়ে একটী বালক কেপকলোনীর উত্তর বিভাগে একটী স্থানে ক্রীড়া করিতে করিতে একখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হয়। কিরূপ প্রস্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত উহা একজন ব্যবসায়ীর হস্তে প্রদত্ত হয়। উহা যে একখানি মূল্যবান প্রস্তর, তাহা সেই ব্যবসায়ী বুঝিতে পারিয়া, পরীক্ষার্থ তিনি উহা গ্রেহেমস্‌টাউন (Grahamstown) নগরীতে পাঠাইয়া দেন। সেই স্থানে জনৈক হীরকব্যবসায়ী উহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারেন যে, উহা একখানি উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড। উহার মূল্য অনুমান ৫০০ শত পাউণ্ড বা ৭৫০০, টাকা।

এই অবস্থা জানিতে পারিয়া যে স্থানে ঐ হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনুসন্ধান করিতে

করিতে আর একখানি হীরক পাওয়া যায়। পরিশেষে আরও একখানি ভাল নদীর উপকূল হইতে বহির্গত হয়।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যদিও কেহ হীরকানুসন্ধান করেন না, তথাপি কিন্তু ভাল নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে আরও কতকগুলি হীরক প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একজন হটেণ্টটের নিকট একখণ্ড হীরক অনেক দিবস হইতে ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে, উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই হীরকখণ্ডের মূল্য হইয়াছিল, ১১,০০০ পাউণ্ড বা ১,৬৫,০০০ টাকা। এখন ঐ হীরকখণ্ড ষ্টার-অফ্-সাউথ-আফ্রিকা (Star of South Africa) নামে অভিহিত।

এই সময় হইতে ভাল নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সকল খনন করিতে আরম্ভ করা হয়; ও সময় সময় অনেক হীরকও পাওয়া যায়। ভাল নদীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্থান সকল স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত ছিল; কিন্তু, উত্তর পার্শ্বস্থ স্থান সকল লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। হীরক আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের জমী প্রভৃতির মূল্য এত অল্প ছিল যে, কোন রাজাই উহা আপনার রাজত্বের অন্তর্ভূ্ত করিয়া লইয়াছিলেন না। হীরক বাহির হইবার পর হইতেই, ট্রান্সভাল-গভর্ণমেণ্ট, স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্য, ব্যাট্লাপিন্ জাতি, (Batlapin) ও গ্রিকোয়া সর্দ্দার (Griqua Captain) নিকোলাস্ ওয়াটার বুয়র (Nicholas Water Boer), ইহারা সকলেই ঐ স্থান আপন বলিয়া অধিকার করিতে চাহিলেন। সকলেই আসিয়া সেইস্থানে আপন আপন শিবির-

সংস্থাপিত করিলেন, ও পরস্পরের মধ্যে ক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইল।

ইহার পরই দক্ষিণ প্রদেশস্থ কৃষিক্ষেত্রের মধ্য হইতে আর একটী উৎকৃষ্ট হীরকখনি বহিষ্কৃত হইল; সুতরাং, খনি খননকারিগণ উত্তর পার্শ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঐ সকল খনিখননকারি-গণের মধ্যে অনেকগুলি ইংরাজও ছিলেন।

নিকোলাস্ ওয়াটার বুয়র এই অবস্থা দেখিয়া ভাল নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ হীরকখনিসংযুক্ত ভূভাগ সকল তাঁহার নিজের বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এবং, স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের হস্ত হইতে ঐ সকল স্থান প্রাপ্ত হইবার মানসে, কেপ-কলোনীর তৎসাময়িক শাসনকর্ত্তাকে মধ্যবিৎ করিবার প্রস্তাব করিলেন, ও আরও কহিলেন, যদি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঐ সকল প্রদেশ প্রাপ্ত হইতে সাহায্য করেন, তাহা হইলে, পরিশেষে তিনি উহা ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন। স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের সভাপতি ব্র্যাণ্ড এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, যে প্রদেশ লইয়া এখন গোল-যোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং, সে সম্বন্ধে এখন আর কোনরূপ সীমানার গোল-যোগ নাই।

গ্রিকোয়া (Griqua), বেরোলং (Barolong) ও বেট্লাপিন্ নামক তিনটী জাতি ট্রান্সভালের মধ্যে বাস করিত। এই সুযোগে তাহারা ট্রান্সভালের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, স্বাধীন

হইয়া উঠে। সেই সময় ট্রান্সভালের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় থাকা প্রযুক্ত, ট্রান্সভাল-গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে আপনার অধীনে আনিতে সমর্থ হন না; সুতরাং, অনন্যোপায় হইয়া, এই গোলযোগের মীমাংসা করিয়া দিবার নিমিত্ত ট্রান্সভালের সভাপতি প্রিটোরিয়াস্ ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ইহাতে স্বীকৃত হইয়া, নেটালের শাসনকর্ত্তা কিটের উপর এই গুরুভার অর্পণ করেন। একটী সমিতি স্থাপিত হইয়া এই বিষয়ের বিচার হয়। এই সমিতির বিচারপতি হন, স্বয়ং কিট সাহেব। বিচার সময়ে স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ কেহই উপস্থিত ছিলেন না। বিচারে পূর্ব্বকথিত তিনটী জাতিকেই ট্রান্সভালের অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়।

এই সঙ্গে হীরকখনির গোলযোগও তিনি মিটাইয়া দেন। তাঁহার বিচারে ভাল নদীর উত্তরপার্শ্বস্থ যে সকল হীরকের খনি লইয়া কয়েক জাতির মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত প্রদেশ ও ঐ নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ যে সকল প্রদেশে হীরকখনি সকল বহির্গত হইয়াছিল, তাহাও নিকোলাস্ ওয়াটার বুয়রের রাজত্বের অন্তর্গত করিয়া, তাঁহাকে প্রদান করেন।

ইহার কিছুদিবস পরেই, স্যার্ হেন্‌রী বার্কলে (Sir Henry Barkley) নামক এক ব্যক্তি কেপকলোনীর প্রধান রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, যে সমস্ত প্রদেশে হীরকখনি পাওয়া গিয়াছিল ও যাহা ওয়াটার বুয়রের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের

অধিকারভুক্ত বলিয়া, ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া লইবার মানসে সেইস্থানে তিনি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন; ও সমস্ত খনিগুলিই ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত করিয়া লন।

স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের সভাপতি ব্র্যাণ্ড এই অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং ইংরাজ-পার্লিয়ামেণ্টে গমন করেন, ও সেইস্থানে এই মর্ম্মে আবেদন করেন, যে, পূর্ব্বে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিচারে এই সকল প্রদেশ স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভূত না হইয়া ওয়াটার বুয়রের বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল; কিন্তু, যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ঐ প্রদেশ ওয়াটার বুয়রের নহে, তখন উহা স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভূত; সুতরাং, সমস্ত হীরকখনিগুলি এখন তাঁহাদিগেরই।

ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদন একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু, ঐ সকল প্রদেশ তাঁহাকে প্রদান না করিয়া, তাহার মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে ৯০,০০০ পাউণ্ড বা ১৩,৫০,০০০ টাকা প্রদান করিলেন। বিজ্ঞ সভাপতি ব্র্যাণ্ড তাহাই গ্রহণ করিয়া, নিজ রাজস্বের ঋণের অনেকাংশ পরিশোধ করিয়া দিলেন।

সেই সময় হইতে ঐ সকল প্রদেশ কেপকলোনীর অন্তর্ভূত হইয়া গেল।

স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের হীরকখনিগুলি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট সামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলেন বলিয়াই যে, ঐ প্রদেশ একেবারে হীরক শূন্য হইয়া পড়িল, তাহা নহে; স্বাধীন রাজ্যের ভিতর অপরস্থানে পুনরায় আরও কতকগুলি হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। সভাপতি ব্র্যাণ্ডের বন্দোবস্তে এই রাজ্য ক্রমে

সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে সুরম্য অট্টালিকা, সুবিস্তৃত রাজবর্ত্ম, সুদৃঢ় সেতু সকল, ও সাধারণ বিদ্যালয় সমূহ স্থাপিত হইল। রাজ্যের মধ্যে নানাস্থানে লৌহবর্ত্ম সকল নির্ম্মিত হওয়ায়, গমনাগমনের সবিশেষ সুবিধা হইল। রাজস্বের ঋণ সকল একেবারে পরিশোধ হইয়া গেল। স্থানে স্থানে আরও অনেক কয়লা ও হীরকের খনি বাহির হইতে আরম্ভ হইল। সীমানার গোলযোগ সকল একেবারে মিটিয়া গেল। সভাপতি ব্র্যাণ্ডের এইরূপ সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত ও তাঁহার দ্বারা রাজস্বের প্রভূত উন্নতি হওয়ার জন্য, তিনি উপর্য্যুপরি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন, ও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর সেই প্রদেশীয় সর্ব্বপ্রধান বিচারক এফ, ডব্লিউ, রিজ (F. W. Reitz) সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইনি এখন ট্রান্সভাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

সভাপতি রিজ সুবন্দোবস্তের সহিত পাঁচ বৎসর কাল আপন কর্ত্তব্যপালন করিবার পর, তাঁহার স্থানে ফ্রেজার (Frazer) নামক একজন বুয়র নিযুক্ত হন।

ইহার পরই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, এম্, টি, ষ্টীন (M. T. Steyn) সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। ইনিই এখন ট্রান্সভালবাসিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন।

এম, টি, ষ্টীন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে, ব্লুমফণ্টিন নগরের নিকটবর্ত্তী উইনবার্গ (Wynberg) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা একজন কৃষক হইলেও, স্বাধীন

সভাপতি ষ্টীন্। President Steyn.

অরেঞ্জরাজ্যের ব্যবস্থাপকসভার একজন সদস্য ছিলেন। ইঁহার মাতা ঐ প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ওয়েসেল (Wessells) বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহী ব্লুম্ফণ্টিনে বাস করিতেন। বাল্যকালে ষ্টীন আপন মাতামহীর নিকট অবস্থিতি করিয়া, "গ্রে" কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিবস সেইস্থানে বিদ্যাভ্যাস করিবার পর, ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি আপন পিতার নিকট আগমন করিয়া, তাঁহার কৃষি-

কার্য্যের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় হইতেই তিনি উত্তমরূপে অশ্বারোহণ এবং শিকারাদি করিতে শিক্ষালাভ করেন। এইরূপে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর অতীত হইয়া যায়। সেই সময় সেই স্থানের হাইকোর্টের জজ জষ্টিস্ বেচানেন্ (Buchanan) তাঁহাদিগের বাড়ীতে কিছুদিবস বাস করিয়া, ষ্টীনের বুদ্ধিমত্তার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হন, ও সেই বালককে লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দেন। তাঁহার পিতাও পরিশেষে তাঁহার বন্ধু সভাপতি ব্র্যাণ্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত ষ্টীনকে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। সেইস্থানে লেখাপড়া শিখিয়া, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর ৬ বৎসর কাল তিনি ব্লুম্‌ফণ্টিন নগরীর বিচারালয়ে ওকালতী করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, রেভারেণ্ড জে ফ্রেজার নামক জনৈক বুয়র-সর্দ্দারের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। সেই বৎসর কোন কারণ-বশতঃ সভাপতি ব্র্যাণ্ড তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন; কিন্তু, ষ্টীনের যত্নে সেই প্রদেশে একটী সভা আহূত হয়, ও এই সভার অনুরোধে তিনি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্বোক্ত বিচারালয়ের জজের পদে নিযুক্ত হন; ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের পরামর্শদাতার (State-Attorney) কার্য্যও করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সভাপতির সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় যখন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়, সেই সময় ষ্টীনই এই পদ প্রাপ্ত হন।

৮-তীয় পরিচ্ছেদ।

ট্রান্সভালের অধঃপতন।

ট্রান্সভাল প্রদেশ যেরূপে আপনার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। স্বাধীন হইবার পর, প্রজাগণের মতানুসারে একটী সমিতি সংস্থাপিত হইল। এই সমিতি হইতে সমস্ত প্রদেশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, রাজকার্য্যপরিচালনার নিমিত্ত চারিজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু, ইহাতে দিন দিন কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল, ও পরিশেষে এই চারিটী বিভাগ চারিটী ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইল। সেই সময় ঐ প্রদেশীয় আদিম অধিবাসিগণ, যাহারা ইংরাজ রাজত্বের সময় ঐ সকল প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী পর্ব্বত প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল প্রদেশে আপন আপন বাসস্থান পুনঃ সংস্থাপিত করিল।

এইরূপে দশ বৎসর কাল অতীত হইলে, আদিম অধিবাসিগণ পুনরায় নিজ মুর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বুয়রদিগের হস্ত হইতে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে যত্নবান্ হইল।

চারিটী পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যের নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় ও সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ায়, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ চারিটী প্রদেশ একত্র মিলিত হইয়া, একটী রাজ্যে পরিণত হইল। একজন সভাপতি নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার উপর সমস্ত ভার অর্পিত হইল। সেই সময় ট্রান্সভালের সর্ব্ব প্রধান সভাপতি হইলেন এম্, ডব্লিউ প্রিটোরিয়াস্ (M. W. Pretorius.)। ইতিপূর্ব্বে ইনি একবার স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যেরও সভাপতি হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সময়ে কমেণ্ডেণ্ট-জেনারেল অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইলেন, এস্, জে, পল ক্রুগার (S. J. Paul Kruger)। বলা বাহুল্য, ইনিই এখন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের সহিত ভয়ানক সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এইস্থানে প্রদত্ত হইল ;—

ইনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কেপকলোনীর মধ্যে কোলস্‌বার্গ (Colasberg) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মিবার কিছুদিবস পরেই, ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়। যখন ইঁহার বয়ঃক্রম দশ বৎসর, সেই সময় বুয়রগণ ইংরাজদিগের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া, কেপকলোনী হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করেন। ইনিও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। পট্‌জিটার নামক যে দলপতি, তাঁহার দলবলের সহিত বর্ত্তমান স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যে

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার। President Kruger.

আসিয়া, আপনাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করিয়াছিলেন, বালক ক্রুগার তাঁহারই দলভুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। যখন তিনি বালকমাত্র, সেই সময় কতকগুলি মাটাবেলা সৈন্য আসিয়া, তাঁহার দলস্থিত বুয়রদিগকে আক্রমণ করে, ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। আরও অবগত আছেন যে, বুয়রগণ যখন সেই মাটাবেলা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় বালক ও স্ত্রীলোকগণ বন্দুকে গুলি পূরিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল বালকের মধ্যে এই জগদ্বিখ্যাত ক্রুগারও উপস্থিত ছিলেন।

যে সময় প্রসিদ্ধ প্রিটোরিয়াস্ স্বাধীন অরেঞ্জ-রাজ্যের সভাপতি হন, সেই সময় ক্রুগারও তাঁহার দলস্থিত লোক-দিগের মধ্যে একজন ছিলেন। সেই সময় তিনি নানা যুদ্ধে বিশেষরূপ বীরত্ব দেখাইয়া, তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন; ও ক্রমে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এখন ইঁহার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হইয়াছে। ইনি একজন দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ পুরুষ। ইঁহার চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ; কোন বিষয় চিন্তা করিবার সময় অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বসিয়া থাকেন, ও মধ্যে মধ্যে সম্মুখবর্ত্তী লোকজনের প্রতি এক একবার উন্মীলিতনেত্রে চাহিয়া দেখেন। সেই সময় তাঁহার নয়নের উপর নয়ন পতিত হইলে, মনে যেন ভয়ের উদয় হয়। ইনি অতিশয় ধূম ও কাফি পান করিতে ভাল বাসেন। লেখা পড়ার মধ্যে তিন-খানিমাত্র পুস্তকই ইঁহার সম্বল। বাইবেল, পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেশ, (Pilgrim's Progress) ও নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহিতার ইতিহাস (History of the Revolt of the Netherlands)।

ইঁহার একহাতে চারিটীর অধিক অঙ্গুলী নাই। বাল্যকালে এক সময় শিকার করিবার কালীন, তিনি তাঁহার অঙ্গুলীতে একটী আঘাত প্রাপ্ত হন; কিন্তু, ঐ অঙ্গুলী কাটিয়া না ফেলিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তিনি আপনার পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া, ঐ অঙ্গুলীর কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া ফেলেন।

এই সময় উত্তর সীমান্ত প্রদেশীয় বরম পালনা (Barama Palana) নামক একটী অসভ্য জাতির সহিত ট্রান্সভালের একটী যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ও ক্রমাগত তিন বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ

চলিতে থাকে। ঐ জাতির দলপতির একটী ভ্রাতা তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, এই স্বাধীন রাজ্যের ভিতর প্রবিষ্ট হয় ও সেইস্থানে সে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। দলপতি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, বুয়রদিগের উপর বিশেষরূপ অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়াই, এই যুদ্ধের সূত্রপাত।

অর্থের ও সৈন্যের নিতান্ত অনাটন স্বত্বেও, সেনাপতি ক্রুগার অনেক কষ্টে এত দিবস পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে তাঁহাকে ঐ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইতে হয়। ইহার পর তাহাদিগের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে ঐ জাতির বিশেষ ক্ষতি হওয়ায়, তাহাদিগেরই প্রস্তাবানুযায়ী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, উভয় পক্ষে একটী সন্ধি স্থাপিত হয়।

ইহাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া, সেই সময় বাস্টুজাতিও বুয়রদিগের সহিত গোলযোগ উপস্থিত করে। এই সময় ট্রান্সভালের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধনাগার ধনশূন্য, নদীসকল সেতুশূন্য, বিচারালয় গৃহশূন্য হয়। কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই নিয়মিতরূপে বেতন প্রাপ্ত হইতেন না। স্বর্ণ ও রৌপ্য একেবারেই দেখিতে পাওয়া যাইত না; ক্রয় বিক্রয়, দ্রব্যের বিনিময়ে সম্পন্ন হইত। থাকিবার মধ্যে ছিল,—বসুমতীর অতিশয় উর্ব্বরা-শক্তি এবং উপাসনার্থ অসংখ্য গির্জ্জা বা উপাসনামন্দির।

এই সময় ভাল নদীর উত্তর তীরে হীরকখনি সকল আবিষ্কৃত হয়। ট্রান্সভাল ঐ প্রদেশের অধিকারী বলিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন না; ইহা পূর্ব্বেই পাঠকগণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অবগত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সময় প্রিটোরিয়াস্ আপন পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রিটোরিয়াসের পর টমাস ফ্রেন্সিস্ বার্জার্স (Thomas Francis Burgers) নামক একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তি সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু, তাঁহার চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। অনেক বিষয় সম্পন্ন করিবেন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই পরিণত করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সভাপতির পদে নিযুক্ত হইবার দুই বৎসর পরে, তিনি ডেলাগোয়া (Delagoa) উপসাগর হইতে রাজধানী প্রিটোরিয়া পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়া, উপযুক্ত পরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিবার মানসে ও কতকগুলি সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইউরোপে গমন করেন।

হলণ্ড (Holland) হইতে ৯০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৩,৫০,০০০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়া, ঐ অর্থদ্বারা লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিবার উপকরণ সকল খরিদ করিলেন; কিন্তু, ঐ সকল দ্রব্য ডেলাগোয়া উপসাগরে পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল। আর অধিক অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাও হইল না, লৌহবর্ত্মও প্রস্তুত হইল না।

সভাপতি ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, ব্যাপিডি নামক (Bapidi) এক জাতি ট্রান্সভাল রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ঐ সকল প্রদেশ পুনঃ অধিকার করিবার মানসে, তিনি বুয়র কৃষকগণকে যুদ্ধার্থ সমবেত করিলেন। সভাপতির উপর তাঁহাদিগের বিশ্বাস

অনেক কমিয়া আসিয়াছিল বলিয়া, তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন না। দুই একস্থানে দুই একটী সামান্য যুদ্ধ করিয়াই, তাঁহারা আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন সভাপতি অনন্যোপায় হইয়া মাসিক পাঁচ পাউণ্ড বা ৭৫৲ টাকা বেতন ও আহারীয় প্রদান করিয়া কতকগুলি সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে অর্থের নিতান্ত অনাটন, সৈনিকের বেতন, সুদের টাকা ও প্রয়োজনীয় নানারূপ খরচ পত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িল। তাহার উপর অপরাপর কয়েকটী জাতি আসিয়া ঐ রাজ্যের কয়েকটী স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই সময়ে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশের এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া, উহা আপন রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ চতুর্থখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের আচার ব্যবহার

১। বাসস্থান ও কৃষিকার্য্য।

ইহাদিগের বাসস্থান প্রায় এক তালা। মেজে কাঁচা, ছাদ প্রায় টিনের। ঘরের সম্মুখে এক একটী বারান্দা থাকে; বারান্দার মধ্যে প্রায়ই পাঁচ সাতটী করিয়া ফুলের টব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কৃষিজীবী সত্য, কিন্তু কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে অবগত নহেন; জানিবারও চেষ্টা নাই। এক এক জনের যে পরিমিত জমি আছে, তাহার চারিকোণে চারিটী পিলপা দিয়া প্রায়ই জমির সীমানা ঠিক করিয়া রাখেন; ঐ জমিই উঁহাদিগের কৃষিক্ষেত্র। এক একটী কৃষিক্ষেত্রে প্রায় দশ বারো হাজার বিঘা জমি আছে; উহার অধিকাংশ প্রায়ই পতিত থাকে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট বাস করিতে চাহেন না; এক জনের বাড়ী অপরের বাড়ী হইতে সুদূরে

স্থাপিত। ইহাদিগের জমির মধ্যে রাস্তা ঘাট প্রায়ই নাই। যাঁহার যে দিকে ইচ্ছা গাড়ী চড়িয়া প্রায়ই সেই দিক দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বাড়ীর সম্মুখে গমন করিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট রাস্তা নাই। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে প্রায়ই পিচগাছের ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়; পিচ্‌ফল উঁহাদিগের একটী খাদ্য। গ্রীষ্মকালে গাড়ী বোঝাই করিয়া, উঁহারা পিচ্‌ফল সহরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকগণ ঐ সকল ফলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া, একরূপ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে অল্প পরিমিত জমিতে উহারা গোধূমের চাষ করিয়া থাকেন; উহা হইতে যে সকল গোধূম উৎপন্ন হয়, তাহাই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। এখানে একরূপ উৎকৃষ্ট তামাকেরও চাষ হইয়া থাকে।

ইহারা যে সকল ঘরে বাস করিয়া থাকেন, তাহাতে একটী হল ও দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ থাকে মাত্র। নৃত্য গীত ও আহারাদি ঐ হল ঘরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শয়ন করিবার কিছুমাত্র স্থান নির্ণয় নাই, যাঁহার যে স্থানে ইচ্ছা, তিনি সেইস্থানেই মেজের উপর পড়িয়া থাকেন। এক একটী প্রকোষ্ঠে ইহারা স্ত্রী ও পুরুষে আট দশ জন অনায়াসে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করেন। একবার ইহারা যে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা মাসাবধির মধ্যে প্রায়ই আর পরিবর্ত্তন করেন না। দশ পনর দিবস ও সময় সময় এক মাসের মধ্যে ইহারা স্নান করেন না। শীতকালে ইহারা একেবারেই গাত্রে জল প্রদান করেন না। একমাস অন্তর পরিবারস্থ সকলে

একত্র সমবেত হইয়া, নিকটবর্ত্তী নদী প্রভৃতিতে গমন করিয়া স্নান করিয়া আইসেন। পুরুষগণ প্রায়ই বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ, স্ত্রীলোকগণ প্রায় ক্ষীণাঙ্গিনী।

২। বসন্তরোগ।

বসন্ত রোগকে ইহারা অতিশয় ভয় করিয়া থাকেন। টীকা দিবার নিমিত্ত ইহারা সদাসর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহারা টীকার পক্ষপাতী বলিয়া, এক সময় একজন জর্ম্মণ-দেশীয় ডাক্তার একটী জেলার সমস্ত লোককে বিশেষরূপে প্রতারিত করিয়াও বেশ যশলাভ করিয়াছিলেন। টীকার বীজ তাঁহার নিকট ছিল না; কিন্তু, তিনি কয়েক টিন গাঢ় দুগ্ধ আনিয়া, সেই প্রদেশে প্রচার করেন, যে, তিনি এবার উৎকৃষ্ট টীকার বীজ আনিয়াছেন। ঐ বীজ দিয়া, তিনি যাঁহাকে টীকা দিবেন, তাঁহার নিকট হইতে এক পাউণ্ড বা পনর টাকা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ উপায়ে প্রায় ৩০০ শত লোককে ঐ বীজের টীকা দিয়া, প্রত্যেকের নিকট হইতে পনর টাকা করিয়া গ্রহণ করেন। ঈশ্বর ইচ্ছায়, কিন্তু, সেই বৎসর বসন্ত রোগ সেই প্রদেশে একেবারেই হয় না; সুতরাং, ডাক্তার সাহেবও বুয়রদিগের নিকট হইতে খুব বাহাদুরী প্রাপ্ত হন।

৩। নৃত্য-গীত।

ইহাদিগের নৃত্য-গীতের বেশ সখ আছে। মধ্যে মধ্যে দূরবর্ত্তী স্থান সকল হইতে অশ্বারোহণে এবং গরুর গাড়ীতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, ও সেইস্থানে দুই এক দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক নৃত্য-গীতাদি সম্পন্ন করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করেন।

৪। মেলা।

তিনমাস অন্তর ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের বুয়রগণ স্ত্রী কন্যাদির সহিত এক একটী নগরে গিয়া উপস্থিত হইয়া, সেই স্থানে সকলে একত্র ঈশ্বর উপাসনা ও পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করেন। বলা বাহুল্য, গত তিন মাসের কার্য্য কলা-পেরও সেইস্থানে সমালোচনা হয়। তাঁহারা যে সকল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হন, সেই সকল গাড়ীই সেইস্থানে তাঁহাদিগের বাসস্থানরূপে পরিগণিত হয়। বিবাহাদি কার্য্য সকলও ইহারা ঐ সময় সেইস্থানে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; ও পরিশেষে তিনমাস কাল চলিতে পারে, এইরূপ দ্রব্যাদি সেই নগর হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, ঐ স্থানে সাত আট দিবস অবস্থিতি করিবার পর, পুনরায় সকলে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করেন।

৫। লক্ষ্যভেদ।

ইহাদের দেশে বৎসরে একবার করিয়া লক্ষ্যভেদ করিবার মেলা হয়। ঐ মেলা প্রায়ই নবেম্বর মাসের প্রথমে হইয়া থাকে। ঐ কার্য্যের নিমিত্ত একটী সমিতি স্থাপিত হয়; ঐ প্রদেশীয় বিচারক এই সমিতির সভাপতি হন। দূরবর্ত্তী স্থান সকল হইতে বুয়রগণ অশ্বারোহণে সপরিবারে আগমন করেন। পুরুষগণ আপন আপন বন্দুকে গুলি পূরিয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সকল ভেদ করিতে আরম্ভ করেন। যিনি যেরূপ কৃতকার্য্য হন, তিনি সমিতি হইতে সেইরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কেহ বা একটী তামাক খাইবার পাইপ, কেহ বা এক বোতল মদিরা, কেহ বা এক জোড়া বিনামা, কেহ বা এক প্রস্থ পরিধেয় প্রাপ্ত হন।

এইরূপে সমস্ত দিবস লক্ষ্যভেদ করিয়া, রাত্রিকাল নৃত্য-গীতাদি করিয়া অতিবাহিত করেন। পর দিবস প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় লক্ষ্যভেদ আরম্ভ হয়। এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে, তাঁহারা আপন আপন পারিতোষিক লইয়া, নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন।

৬। গুপ্তকার্য্য ও ডিটেক্‌টিভ।

রাজত্বের অনেক টাকা গুপ্তকার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু, কি কার্য্যের নিমিত্ত যে ব্যয় হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ডিটেক্‌টিভের সংখ্যা এখানে

বিস্তর। হোটেলের মদ্য-বিক্রয়-কারিণীগণের মধ্যে অনেকে গভর্ণমেণ্টের বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, দোকান-দার, শকট-চালক, এমন কি সামান্য সামান্য রাস্তার কুলী মজুরের মধ্যেও অনেক বেতনভোগী ডিটেক্‌টিভ আছে। রাজত্বের ভিতর কোথায় কি হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বুয়র-রাজত্বের মধ্যে যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, সেইরূপ বন্দোবস্ত অনেক বড় বড় গভর্ণমেণ্টেরও নাই। গুপ্ত সংবাদ গ্রহণ ও গুপ্তকার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, বুয়র-গভর্ণমেণ্ট অগাধ অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া থাকেন। এই সকল ডিটেক্‌-টিভগণের মধ্যে বুয়রগণকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় অপরাপর জাতির দ্বারা প্রায় এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

৭। নিভৃতস্থানে বাস।

বুয়রগণ লোকজনপরিপূর্ণ স্থান সকল পছন্দ করেন না। তাঁহারা সহরের বহির্ভাগে নির্জনস্থানে বাস করিতে ভাল-বাসেন। একজন বুয়রকে যদি কোন নগরের লোকজনপরিপূর্ণ কোন রাস্তার উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অধিকক্ষণ তিনি কোনরূপেই সেইস্থানে থাকিতে পারিবেন না। হয় তিনি তাঁহার একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া, কখন তিনি সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন তাহাই ভাবিবেন, না হয় সেইস্থান হইতে আস্তে আস্তে নির্জনস্থানে প্রস্থান করিবেন। কথিত আছে, বুয়রগণের বর্ত্তমান সভাপতি স্বয়ং

ক্রুগার এক সময়ে লণ্ডন সহরে গমন করিয়াছিলেন। দিবাভাগে কোন একটী সেতুর উপর দিয়া গমন করিবার কালীন অনেক লোককে সেতু পার হইতে দেখিয়া, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারীকে বলিয়াছিলেন,—"যে পর্য্যন্ত ঐ সকল লোক চলিয়া না যায়, সেই পর্য্যন্ত আমাদিগের একপার্শ্বে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে হয় না?"

৮। বুয়রভাষা।

বুয়রদিগের মধ্যে এক প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, উহাকে "তাল" (Taal) ভাষা কহে। ডচভাষা, কাফেরভাষা, হটেণ্টটভাষা ও ইংরাজীভাষা মিশ্রিত হইয়া, ঐ তালভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

৯। ঈশ্বরে বিশ্বাস।

বুয়রদিগের দেশে পঙ্গপালে অতিশয় অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু উঁহারা সেই সকল পঙ্গপালের অত্যাচারনিবারণের কোনরূপ উপায় করেন না। কারণ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস, ঈশ্বর যখন উহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন কখনও উহাদিগের দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাহা করেন, তাহা ভালর জন্যই করিয়া থাকেন।

এক সময়ে জোহান্সবার্গ প্রদেশে বৃষ্টি না হওয়ায়, সেই প্রদেশীয় সমস্ত জলাশয়াদি শুষ্ক হইয়া যায়। সেই সময়

জোহান্সবার্গের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার কৃত্রিম বৃষ্টি-পাতনের নিমিত্ত শূন্যমার্গে ডিনামাইটের হাউই ছুড়িতে আরম্ভ করেন; ও পরিশেষে একটু বৃষ্টিও হয়। এই ঘটনায় বুয়রগণ অসন্তুষ্ট হন ও পরিশেষে বুয়রগভর্ণমেণ্ট হইতে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে, "যে দিকে ঈশ্বরের বাসস্থান, সেইদিকে ঐরূপে কেহ ডিনামাইটের হাউই ছুড়িতে পারিবে না।" গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। কৃত্রিম বৃষ্টি-পাতনের চেষ্টা সেই সময় হইতে আর কেহ কখন করিতে সাহসী হন নাই।

১০। বুয়র স্ত্রীলোকদিগের চুরির প্রবৃত্তি।

বুয়রদিগের—বিশেষতঃ বুয়র স্ত্রীলোকদিগের একটু বেশ "হাতটান" রোগ আছে। সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি তাঁহারা প্রায়ই চুরি করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকগণ দোকান হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় প্রায়ই কিছু না কিছু দোকানদারগণের বিনানুমতিতে আপন আপন পকেটে রাখিতে ক্রটী করেন না। দোকানদারগুলিও প্রায় অতিশয় চতুর হয়; কি কি দ্রব্য বুয়র রমণীগণ অপহরণ করিতেছেন, দোকানদারগণ তাহার দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখে। কিন্তু, কিছু না বলিয়া, রমণী যে দ্রব্য খরিদ করেন, তাহার বিলের সহিত অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য লিখিয়া দেয়; বুয়র-রমণীও আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন।

সময় সময় ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভাল ভাল ও খ্যাতনামা বুয়র-রমণীও ঔষধালয় প্রভৃতি স্থানে গমন পূর্ব্বক সামান্য সামান্য দ্রব্য সকল চুরি করিয়া গাউনের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

১১। কুসংস্কার।

ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে, সে মরিবে কি বাঁচিবে, তাহা তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়ে স্থির করিয়া লন :—

"পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ঈশ্বর উপাসনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মধ্যস্থিত একটী স্থান হঠাৎ খুলিয়া ফেলেন। এইরূপ স্থান পাঠ করিয়া যদি দেখিতে পান যে, ঐ স্থানে কাহার জীবনের কোন কথা বর্ণিত আছে, তাহা হইলে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, রোগীর জীবন-রক্ষা হইবে। আর যদি ঐ স্থানে কাহারও মৃত্যুর কোন কথা বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে বুয়রগণ বুঝিবেন যে, ঐ রোগীর আর জীবনের আশা নাই।"

স্বপ্ন সকল তাঁহারা প্রকৃত বলিয়া মানিয়া থাকেন। যদি কেহ স্বপ্নে মৃত্যু দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

যমজ সন্তান প্রসব হইলে, তাঁহারা তাঁহাদিগের কপাল প্রসন্ন বলিয়া মনে করেন।

খর্ব্বাকৃতি ও কুব্জ মনুষ্যগণ মনে করিলেই, বিশেষরূপ অনিষ্ট করিতে পারে, এই ভাবিয়া বুয়রগণ সদাসর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সপ্তম গর্ভজাত সন্তান দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল তাহারা অনায়াসেই বলিতে পারে, ইহাই বুয়রগণের বিশ্বাস।

জতুক বা জন্মিবার কাল হইতে কোন দাগ বা চিহ্ন যাঁহার শরীরে আছে, তিনি ঈশ্বর জানিত লোক বলিয়া তাঁহাকে সকলে বিশেষরূপ মান্য করিয়া থাকেন।

টেরা লোকদিগের বড়ই বিপদ; কোন বুয়র টেরার নিকটবর্ত্তী হন না। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, টেরার গর্ভধারিণীকে ভূতে পাইয়াছিল বলিয়াই তাহার টেরা সন্তান জন্মিয়াছে।

অপরের নজর লাগা সম্বন্ধে ইহাদিগের খুব বিশ্বাস। যাঁহার মনে বিশ্বাস হয় যে, তাঁহার উপর কাহারও নজর পড়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি নজর পড়ার অনিষ্ট যাহাতে দূর হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। নজর পড়া দূর করিবার উপায় এইরূপ:—জ্যোৎস্না রাত্রিকালে তাঁহাকে একাকী এমন একটী স্থানে গমন করিতে হয় যে, সেই স্থানে দুইটী রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে; সেই স্থানে চক্রগতিতে তাঁহাকে সাতবার দৌড়িতে হয়; পরিশেষে আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঈশ্বর-উপাসনা করিলেই তিনি অপরের চোখ পড়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

চিকিৎসকদিগকে ইহারা বেশ মান্য করিয়া থাকেন; কিন্তু, তাঁহাদিগের আদেশ প্রায়ই প্রতিপালন করেন না।

যে রোগীকে ডাক্তার আহারীয় প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই রোগীকে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারীয় প্রদান করেন। কারণ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস, পীড়িত অবস্থায় যত আহার করিতে পারা যায়, রোগের তত শীঘ্রই উপশম হয়।

চিকিৎসক যে রোগীর ঘরে অপর কোন লোকজনকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া, যাহাতে রোগী নিদ্রিত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন, সেই ঘরে প্রতিবেশিগণ একত্র উপবেশন পূর্ব্বক, নানা প্রকার গল্প গুজব আরম্ভ করিয়া, রোগীকে একেবারেই বিশ্রাম করিতে দেন না।

চিকিৎসক রোগীকে স্নান করাইবার উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহারা উহা একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনয়ন করেন না। কারণ, তাহাদিগের বিশ্বাস, শীতল জলে স্নান করিলেই, রোগী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

রোগীর ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চিকিৎসকগণ যদি তাঁহার ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিতে বলেন, ব্রহ্মর-গণ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না; চিকিৎসক গমন করিবামাত্রই সেই ঘরের দরজা জানালা এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে, সেই ঘরের মধ্যে কোনরূপে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। উঁহাদিগের বিশ্বাস, রোগীর শরীরে বায়ু লাগিলে, তাহার সর্দ্দি হইবে। ব্যারামের সময় রোগীর নখ ও চুল তাঁহারা কোনরূপেই কর্ত্তন করিতে দেন না।

এই সকল প্রথা বা সংস্কার ভাল কি মন্দ, তাহা এই স্থানে বলা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, হে বঙ্গদেশীয় পাঠক

পাঠিকাগণ! ইহার অনেক অংশ আপনাদিগের মধ্যে অদ্যাবধিও কি প্রচলিত নাই?

১২। সন্তানের জন্ম।

বুঁমদিগের সন্তান জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, যাহাতে তাহার উপর কোনরূপ উপদৃষ্টি পতিত না হয়, এই নিমিত্ত তাহার কপালে ও চক্ষুতে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিবসের দিন প্রতিবেশিনী ও আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণ একত্র সমবেত হইয়া, ঐ সন্তানকে দর্শন করেন, ও প্রত্যেকেই এক একবার উহাকে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া, উহার সৌন্দর্য্যের বিষয় সমালোচনা করিতে থাকেন। ঐ সন্তানের ব্যবহারোপযোগী বিছানাপত্র সকলে উহাকে প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। প্রসূতীর কিন্তু কোন কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না। তাঁহাকে চুপ করিয়া সেইস্থানে বসিয়া থাকিতে হয়। ইহার পর একখানি রেকাবের উপর ঐ সন্তানের যৌতুকস্বরূপ, যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। এদিকে সন্তানের পিতা ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত আহারীয় প্রস্তুত করিতে থাকেন; উহা প্রস্তুত হইলে, আহারাদির পর সকলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

ইহাও আমাদিগের দেশের সূতিকা-পূজার একরূপ অংশবিশেষ।

NO. CALCUTTA

১৩। ছেলে ভুলান গল্প।

শ্বেতাঙ্গগণ সেই প্রদেশীয় কৃষ্ণকায় বালকগণকে দেখিতে পাইলে প্রায়ই তাহাদিগকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করেন। এদিকে বুয়রসন্তান বা শ্বেত বালকগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রায়ই সেই প্রদেশীয় জুলু বালকগণের হস্তে অর্পিত হয়। তাহারা শ্বেতবালকগণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে, ও তাহাদিগকে জুলুভাষায় সহজ সহজ ছড়া ও গল্প সকল সদা-সর্ব্বদা শিক্ষা দিয়া থাকে। যে সকল গল্প উহারা শিখাইয়া থাকে, তাহার একটীর অনুবাদ এই স্থানে প্রদত্ত হইল। পাঠক পাঠিকাগণ! ইহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কেবল আমাদিগের দেশেই যে ছেলেভুলান শত শত গল্প প্রচলিত আছে, তাহা নহে; ঐরূপ গল্প দূরবর্ত্তী দেশ সকলেও শুনিতে পাওয়া যায়।

"কোন এক গ্রামে একটী বৃদ্ধা ও তাহার মেগোডা নামক একটী পুত্র বাস করিত। ঐ বৃদ্ধা মনুষ্য-মাংস খাইত; সুতরাং, ক্রমে ক্রমে সেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোককে সে উদরসাৎ করে। এক দিবস ঐ বৃদ্ধার দুইটী ভাগিনেয়ী তাহাদিগের গ্রাম হইতে ঐ বৃদ্ধার বাড়ীতে আগমন করে। তাহারা পূর্ব্বে জানিত না যে, ঐ বৃদ্ধা মনুষ্য আহার করিয়া থাকে। মেগোডার নিকট হইতে তাহারা এই কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া পড়ে ও আপন আপন প্রাণরক্ষা করিবার মানসে নিকটবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর আরোহণ করে। বৃদ্ধা ঐ বালিকাদ্বয়ের আগমন বৃত্তান্ত

কৃষ্ণকায় বালকের সহিত শ্বেতাঙ্গের ক্রীড়া।

জানিত না। সে তাহার পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, "পুত্র! মনুষ্যের গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?" পুত্রের নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর না পাইয়া, সে সেই বৃক্ষের নিকট গমন করে ও সেই বৃক্ষকে কাটিতে আরম্ভ করে। সেই সময় সেই বৃক্ষ হইতে একটী পক্ষী বাহির হইয়া একটী গীত আরম্ভ করে। ঐ গীতের অর্থ এইরূপঃ—"কাঠ টুক্‌রা গুলি! তোমরা বৃক্ষের যে স্থানে যেরূপ ভাবে ছিলে, সেই স্থানে ও সেইরূপ ভাবে মিলিত হও।" এই গীতধ্বনি শুনিবা-মাত্রই সেই বৃক্ষের যে সকল কাঠ-টুকরা বৃদ্ধা কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সেই বৃক্ষের আপন আপন স্থানে গিয়া জোড়া লাগিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা সেই পক্ষিটাকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু একটী পালক বৃদ্ধার মুখ হইতে সেইস্থানে পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা পুনরায় সেই গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় সেই পালকটী পুনরায় সেই গীতটী গাহিল; বৃক্ষটুকরা সকল পুনরায় আপন আপন স্থানে সংযুক্ত হইয়া গেল। এই সময় বৃক্ষের উপর লুক্কায়িত ভগিনীদ্বয় বৃক্ষতলে বৃষের ন্যায় বড় তিনটি কুকুর দেখিতে পাইল। ঐ কুকুর তিনটী দেখিয়াই চিনিতে পারিল যে, উহারা তাহাদিগের পিতার কুকুর। ঐ কুকুর-ত্রয়কে আদেশ করিবামাত্র, তাহারা সেই বৃদ্ধাকে খাইয়া ফেলিল। তখন ভগিনীদ্বয় আপন বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।"

১৪। মৃত্যু।

প্রত্যেক বুয়র পরিবারের গৃহে একটী কফিন বা মৃত-দেহ বহন করিবার বাক্স প্রস্তুত থাকে। উহাতে সদাসর্ব্বদা একরূপ আলমারির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রায়ই উহার ভিতর রক্ষিত থাকে।

পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে ঐ কফিনের ভিতর পূরিয়া, তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইটী আলো জ্বালিয়া, একটী প্রকোষ্ঠের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হয়; ও পরিশেষে ঐ মৃতদেহ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করা হয়।

বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইলে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোক-গণ যেমন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন, বুয়র রমণীগণও সেই প্রদেশীয় কাফির স্ত্রীলোকগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেইরূপ ভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আপন কপালে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া থাকেন। একজনের মৃত্যু হইলে, পাড়ার লোক ঐ মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যেমন আমাদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, বুয়রদিগের প্রতিবেশিগণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

আমাদিগের দেশীয় পুরুষগণ যেমন চীৎকার পূর্ব্বক রোদন না করিয়া, মৌনভাবে নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে একস্থানে বসিয়া হুকা হস্তে তামাক টানিতে বসেন, বুয়র পুরুষ-গণও ঠিক সেইরূপ আপন আপন পাইপ লইয়া দূরে গিয়া উপবেশন করিয়া থাকেন।

১৫। কারাগার।

ট্রান্সভালের অধ্যস্থিত বারবারটন্ (Barberton) নামক নগরীতে যখন প্রথম স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় অপরাধীদিগের নিমিত্ত কোনরূপ কারাগৃহ ছিল না। যাহারা কোনরূপ অপরাধে ধৃত হইত, তাহাদিগকে ময়দানের মধ্যস্থিত একখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে রাখা হইত। কিন্ত, তাহাদিগের উপর কোনরূপ প্রহরী থাকিত না; তাহাদিগের প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস করিয়াই, তাহাদিগকে সেইস্থানে রাখা হইত। ফলতঃ, বুয়রগণ সেই সময় যাহা প্রতিজ্ঞা করিত, কোনরূপে তাহার অন্যথা করিত না। এই সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে; তাহার মধ্যে নিম্নে একটী প্রদত্ত হইল;—

চারিজন বুয়র মাতাল হইয়া গোলযোগ করা অপরাধে ধৃত হইয়া একদিবস রাত্রিকালে সেই কুটীরে প্রেরিত হয়। তাহাদিগের উপর এই আদেশ হয় যে, পর দিবস দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহারা সেই কুটীর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। মাতাল চারিজন সেই আদেশে স্বীকৃত হইয়া, সেই কুটীরে গমন করে। তাহারা মাতাল ছিল, সুতরাং সেই কুটীরে গিয়া শয়ন করিবামাত্রই বেশ নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পর দিবস প্রাতঃকালে তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহাদের শিরঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মদ্যপানের ইচ্ছা বলবতী হয়। কারণ, তাহারা জানিত যে, যে পর্য্যন্ত পুনরায় তাহারা মদ্য পান করিতে না পাইবে, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগের শিরঃপীড়া

দূর হইবে না। এ দিকে তাহারা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ যে, তাহারা দিবা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সেই কুটীর পরিত্যাগ করিবে না। অথচ, মদ না খাইলেও নয়। এইরূপ অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া, তাহারা চারিজনে ঐ কুটীরের চারিটী-কোণ তাহাদিগের মস্তকের উপর উঠাইয়া লইয়া, মদ্যবিক্রয়ের স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল ও সেইস্থান হইতে মদ্যাদি খরিদ করিয়া, ঐ কুটীর সহ পুনরায় তাহারা সেই ময়দানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তথাপি তাহারা ঐ ঘর পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের বিশ্বাসমত ভঙ্গ করে নাই।

ইহার কিছুদিবস পরেই একটী কারাগার স্থাপিত হয়; উহার মধ্যেই কয়েদিগণ বাস করিত। কিন্তু, তাহাদিগের উপর বিশেষ কোনরূপ নিয়ম ছিল না। কয়েদীগণের মধ্যে যাহার যখন ইচ্ছা, তখনই সে তাহার ইচ্ছামত স্থানে গমন করিত। কেহ কেহ বা সমস্ত দিবস নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, সন্ধ্যার পর জেলের মধ্যে প্রত্যাগমন করিত। জেলের বাহিরে এইরূপ ভাবে একটী বিজ্ঞাপন লিখিত ছিল যে, "যাহারা রাত্রি নয়টার মধ্যে জেলের মধ্যে প্রত্যাগমন না করিবে, সেই রাত্রিতে আর তাহাদিগকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। এরূপ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল লোকের থাকিবার স্থান ছিল না, বা আহারের সংস্থান ছিল না, তাহারা কোন না কোন একটী অপরাধ করিয়া, জেলে আসিতে পারিলে, বাসস্থান ও আহারের নিমিত্ত তাহাদিগকে ভাবিতে হইত না; অথচ, সমস্ত দিন

যেখানে ইচ্ছা সেইস্থানে গমনাগমনের কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল না।

১৬। নির্ব্বোধ বুয়র।

বুয়রদিগের মধ্যে সকলেই যে অতিশয় বুদ্ধিমান্, তাহা নহে; উঁহাদিগের মধ্যে নির্ব্বোধ লোকেরও অভাব নাই। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ জনৈক বুয়রের এক দিবসের ঘটনা এইস্থানে বর্ণন করিলেই, পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

"নগরের জনৈক দোকানদারের সহিত একজন কৃষকের দেনাপাওনা ছিল। সে দ্রব্যাদি আনিয়া ঐ দোকানদারকে প্রদান করিত ও তাহার পরিবর্ত্তে তাহার যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, তখনই সে তাহা লইয়া যাইত। এক সময় এক গাড়ী পশম সেই দোকানদারকে দিবার নিমিত্ত, সেই কৃষক তাহার নিকট লইয়া আইসে। দোকানদার ঐ সকল পশম ওজন করিয়া লইয়া প্রকৃত ওজনে যত মণ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম করিয়া তাহার নামে জমা করিয়া লয়, ও কত মণ পশম তাহার নিকট জমা থাকিল, তাহা তাহাকে বলিয়া দেয়। অনেক পশম কম হওয়ায়, কৃষকের মনে সন্দেহ হয়; এক বাণ্ডিলে কত পরিমাণ পশম ছিল, তাহা সে জানিত ও মোট কত বাণ্ডিল তাহার গাড়ীতে ছিল, তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু, মোটের উপর হিসাব করিলে, কত মণ হইতে পারে, সেই হিসাব করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না; সুতরাং, ঠিক হিসাব করিবার

নিমিত্ত হিসাবের একখানি ছাপান পুস্তক সে খরিদ করে। এবং, তাহা দেখিয়া সে বুঝিতে পারে, তাহার কত পশম হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু, তাহা না হইয়া কত মণ কম হইয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া সেই ছাপান হিসাবের পুস্তক হস্তে করিয়া সেই কৃষক সেই দোকানদারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং, তাহাকে সেই হিসাবের পুস্তক দেখাইয়া কহে, "তোমার প্রদত্ত পশমের হিসাবে এত মণ কম পড়িল কেন?"

এই অবস্থা দেখিয়া, দোকানদার বেশ বুঝিতে পারিল যে, এবার তাহার চুরি সেই কৃষক হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সে সেই হিসাবের খাতাখানি আপন হস্তে লইয়া এদিক ওদিক উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একবার দেখিল ও পরিশেষে সেই কৃষককে কহিল, "তুমি আমা কর্তৃক প্রতারিত হও নাই; তুমি প্রতারিত হইয়াছ, এই পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে। কারণ, এই পুস্তক এই বৎসরের হিসাবের পুস্তক নহে, ইহা গত বৎসরের হিসাবের পুস্তক; সুতরাং, গত বৎসরের হিসাবের সহিত এই বৎসরের হিসাব কখন এক হইতে পারে না।" এই বলিয়া ঐ পুস্তকখানি সেই কৃষকের হস্তে প্রদান করিল ও তাহাকে দেখাইয়া দিল, ঐ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণের খৃষ্টাব্দ তাহার উপর মুদ্রিত রহিয়াছে।

কৃষক ইহাতেই বুঝিয়া গেল ও হৃষ্টমনে আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

১৭। দেশীয় ঔষধ।

আমাদের দেশে যেমন টোট্‌কা টুট্‌কী ঔষধ সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাদিগের দেশেও সেইরূপ নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। শিশুদিগের দড়্‌কা রোগের ঔষধ।

কুকুরের রক্ত গরম করিয়া, ভিনিগারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, দড়্‌কা রোগ আরোগ্য হয়।

২। কম্পজ্বরের ঔষধ।

শৃগালের বক্কত ও শকুনির চর্ব্বি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কম্পজ্বর আরোগ্য হয়।

৩। বেদনার ঔষধ।

শূকরের চর্ব্বি মালিস করিলে, শরীরের বেদনা দূরীভূত হয়। প্রভৃতি—

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

চতুর্থ খণ্ড।

ইংরাজ-বুয়র যুদ্ধ।

JORASANKO
NO.
CALCUTTA

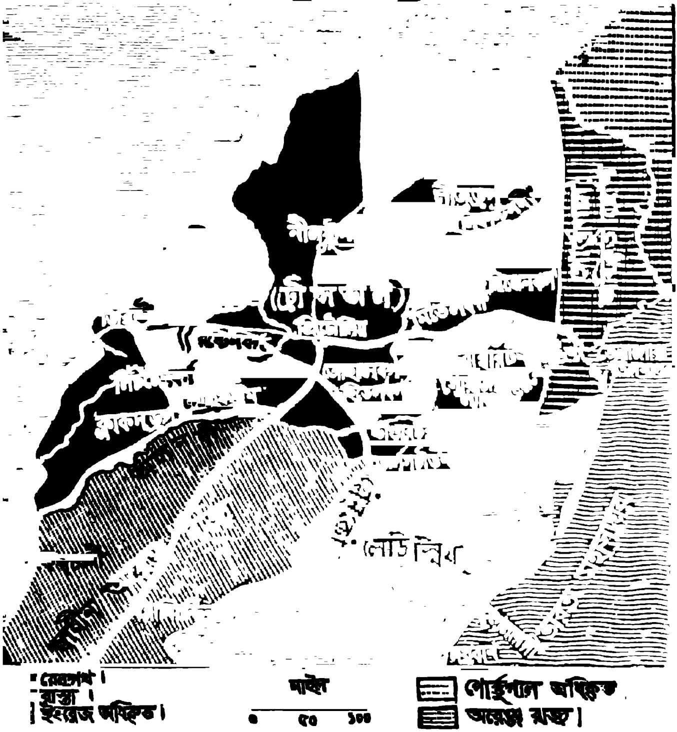

ট্রান্সভালের মানচিত্র

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

ইংরাজ-বুয়র যুদ্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজদিগের ট্রান্সভাল পুনরধিকার।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি তারিখে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের [illegible] স্যার থিয়োফিলাস্ সেপষ্টোন (Sir Theophilus Shepstone) নামক জনৈক রাজপ্রতিনিধি কেবলমাত্র পঁচিশ জন নেটাল দেশীয় অশ্বারোহী পুলিশ সমভিব্যাহারে ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়াতে প্রবেশ করিলেন। *

* See Blue Book No 1776. Page 88 of *1877*.

২৬এ জানুয়ারী তারিখের অপরাহ্নে, বুয়রদিগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে, ট্রান্সভালবাসী বুয়র ও অপরাপর জাতির মধ্যে সদাসর্ব্বদা যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, সেই বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া, ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ যাহাতে আর উপস্থিত না হয়, তাহার প্রতীকার করিবার নিমিত্ত তিনি সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বুয়রদিগের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পল ক্রুগার (Paul Kruger) কেবল এইমাত্র কহিলেন, "সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিন্তু যাহাতে বুয়রগণের স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ হয়, এরূপ কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহি।"

ক্রমাগত তিনমাসকাল অনুসন্ধানের পর স্থিরীকৃত হইল যে, ট্রান্সভাল বা বুয়ররাজ্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অধীনে আনিতে না পারিলে, এই সকল গোলযোগ মিটিবার আর কোন উপায় নাই।

এইরূপ স্থির করিয়া, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল তারিখে, ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি স্যার থিয়োফিলাস্ সেইস্থানে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ঘোষণানুযায়ী ট্রান্সভাল ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার পর, বুয়রদিগের সভাপতি বরগারস্ (Burgers) ইহাতে আপত্তি করিলেন; কিন্তু, তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না দেখিয়া, তিনি সেই দেশ পরি-

ত্যাগপূর্ব্বক কেপটাউনে (Cape Town) প্রস্থান করিলেন। অপরাপর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত মত প্রদান করিলেন। প্রজা-দিগের মধ্যেও অনেকে ব্রিটিশ অধীনতা স্বীকার করিলেন। এই সময় হইতে ঐ প্রদেশ সাউথ আফ্রিকান্ রিপাব্লিকের (South African Republic) পরিবর্ত্তে ট্রান্সভাল নামে

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, ঘোষণাপত্রে ইহাও লিখিত হইয়াছিল যে, ঐ প্রদেশ যদিচ ইংরাজ-রাজত্বের মধ্যে পরিগণিত হইল, তথাপি তাঁহাদিগের নিজের আইন ও পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম অনুসারে ঐ গভর্ণমেণ্ট চালিত হইবে। সেই সময় ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট কেপকলোনীর পূর্ব্ব প্রান্তে যুদ্ধবিগ্রহে বিশেষ-রূপ ব্যস্ত ছিলেন। সেই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে জুলুদিগের সহিত পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায়, গভর্ণমেণ্ট তাঁহা-দিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এদিকে জুলুগণ আসিয়া বুয়রগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট সেই সময় যুদ্ধ বিগ্রহে অতিশয় ব্যস্ত থাকায়, তাহারও কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

সেই সময় যে সকল বুয়রপ্রজাগণ ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁহারা পল-ক্রুগার (Paul Kruger) ও ডাক্তার জরিসনকে (Dr. Jorrison) তাঁহাদিগের স্বাধী-নতা পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত, ইংলণ্ডীয় মহা-সভায় প্রেরণ করিলেন।

এদিকে ইংরাজদিগের শাসনে সন্তুষ্ট এরূপ কতকগুলি লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র সেই সময় সেই মহাসভায় উপস্থিত হওয়ায়, ক্রুগার প্রভৃতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় ট্রান্স-ভালে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

শেষোক্ত আবেদনপত্র কিরূপে প্রজাগণের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র কারণ ক্রুগার জানিতে না পারিয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের শাসন প্রার্থনীয় নহে, এই মর্ম্মে আর একখানি আবেদন পত্র তাঁহা-কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইল। ইহাতে ৬৫০০ শত বুয়র স্বাক্ষর করিলে, ঐ আবেদন পত্র সহ ক্রুগার, পিটার জুবেয়ার ও এডওয়ার্ড বক্ ইংলণ্ডীয় মহাসভায় পুনরায় গমন করিলেন। কিন্তু সেই বারেও তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। এইরূপে কয়েক বৎসর কাল তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোনরূপেই আপনাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন না। যে সময় বুয়রদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় বেকন্সফিল্ড (Lord Beacons Field) সাহেব ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গ্ল্যাডষ্টোন্ (Gladstone) সাহেব সেই সময় বুয়রদিগের স্বাধীনতা বিনষ্ট না হয়, তাহার নিমিত্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন। *

ইহার পর গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব যখন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন, তখন বুয়রগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

* Vide Gladstone's Midlothian Speeches.

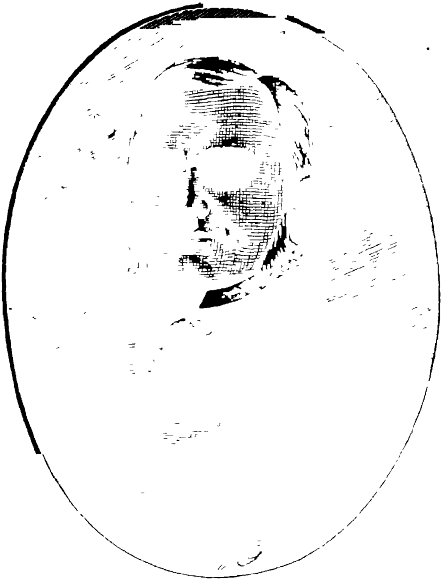

মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন।

এই আশায় তাঁহারা কিছু দিবস চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবও তাঁহাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান করিলেন না, তখন তাঁহারা সমস্ত আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত্রের সাহায্য লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এদিকে বুয়র রমণীগণ স্বাধীনতার নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিলেন। জননী আপন পুত্রকে উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, স্ত্রী আপন স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন,

"পরাধীন থাকা অপেক্ষা স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় মৃত্যুও প্রশংসনীয়! অভাবপক্ষে পূর্ব্বপুরুষগণের পন্থা অবলম্বন করিয়া পরাধীনদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, আরও উত্তরে গমন করিয়া স্বাধীন ভাবে দিনযাপনও বাঞ্ছনীয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের স্বাধীন হইবার ঘোষণাপত্র।

বুয়রদিগের একজন প্রধান দলপতি ক্রুগ্নি এইরূপ বলেন যে, * পট্‌চেফস্‌ট্রুম্ (Potchefstroom) নগরীতে বেজুইডেন-হট (Bezuidenhout) নামক একজন কৃষকের বাস ছিল। তিনি চৌদ্দ পাউণ্ড বা ২১০৲ টাকা টেক্স বা কর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ঐ কর প্রদান করিবার নিমিত্ত গমন করেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে ২৭ পাউণ্ড ৫ শিলিং বা ৪০৮৸০ আনা কর বাবদ চাওয়া হয়। তিনি উহা প্রদানে অসম্মত

* See report of the Colonial Secretary Mr. Hudson to the Administrator Sir Owen Lanyon, dated 1st December, 1880.
See Blue Book C 2783 of January, 1881 No 12.

বেজুইডেনহট্।

হইয়া, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। পরিশেষে তাঁহার নামে সমন হয়; সমন পাইয়া তিনি পুনরায় আদালতে গমন করেন; তাহার নিকট পুনরায় ৪০৮৸০ আনা কর বাবদ প্রার্থনা করা হয়। তিনি তাঁহার পূর্ব্বেকার রসিদ দেখাইয়া, ২১০৲ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন। আদালত তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন; পরিশেষে কিন্তু কর বাবদ ২১০৲ টাকা, ও খরচা বাবদ ৮ পাউণ্ড বা ১২০৲ টাকার ডিক্রী দেন। কৃষক ঐ টাকা প্রদানেও অসম্মত হইলে, তাঁহার গাড়ী সকল ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আদেশ হয়। ১১ই নভেম্বর তারিখে, আদালতের ঐ আদেশ প্রতিপালিত হইবার সময় একশত বুয়রপ্রজা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সরকারী লোকের হস্ত হইতে ঐ গাড়ী কাড়িয়া লইয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিশেষরূপ অবমাননা করেন। *

* See report of Mr. George Hudson, Colonial Secretary to his Excellency, Sir Owen Lanyon K. C. M. C., C. B., Dated 1st December, 1880.

Also see Blue Book (C. 2783) of January 1881. No 12.

ইংরাজগণ ঐ কৃষকসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা অন্যরূপ, তাহাই যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট বা বিচারকের কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কহেন যে, ঐ কৃষক ইচ্ছাপূর্ব্বক গভর্ণমেণ্টকে অমান্য করিয়া, তাঁহার দেয় টেক্স প্রদানে অসম্মত হন বলিয়াই, তাঁহার নামে ডিক্রী হয়, ও তাঁহার গাড়ী বিক্রয় করিয়া ঐ টেক্স আদায় করিবার আদেশ হয়।

যে সকল লোক পূর্ব্বোক্ত কৃষককে সাহায্য করিতে গিয়া আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বাহির হয়; ও সেই সকল ওয়ারেণ্ট জারি করিবার নিমিত্ত কয়েকজন অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরীকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হন না, বরং তাঁহারাই অবমানিত হইয়া, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই প্রদেশীয় বুয়রদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন।

এদিকে যে সকল বুয়রগণের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কিছুতেই ইংরাজ-হস্তে প্রদান করা হইবে না; অধিকন্তু, যদি পারা যায়, তাহা হইলে বুয়রগণ স্বাধীন হইবেন,—এই অভিপ্রায়ে নানাস্থানে সভা, সমিতি হইতে আরম্ভ হয়। এক সভায় কতকগুলি বুয়র অস্ত্র শস্ত্রের সহিত উপস্থিত হইয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অভিলাষ করেন; কিন্তু, পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, একটী মহাসভা আহূত করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা সেই সভায় বিবেচিত হইবে। ঐ মহাসভার দিন স্থির হইয়াছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে।

ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, ভবিষ্যৎ অমঙ্গল ভাবিয়া অপরাপর স্থান হইতে কতকগুলি সৈন্যকে রাজধানী প্রিটোরিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এই সময় উপনিবেশ সচিব (Colonial Secretary) জর্জ্জ হাডসন্ (George Hudson) এই গোলযোগ মিটাইয়া দিবার মানসে পট্চেফস্ট্রুম্ (Potchefstroom) নগরে গমন করেন। সেইস্থানে ক্রুগার, ক্রঞ্জি প্রভৃতি কতকগুলি বুয়র-প্রধানদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু, যে কার্য্যের নিমিত্ত তিনি সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে আপন স্থানে প্রত্যাগমন করেন।

তিনি প্রত্যাগমন করার পর মহাসভার দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখ স্থির হয়।

এই সংবাদ ক্রুগার সেক্রেটারী হাডসনকে ২৯এ নভেম্বর তারিখে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; ঐ পত্রে আরও লিখিত হইয়াছিল যে, বুয়রদিগের সভাসমিতিতে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যেন কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করেন; যদি করেন, তাহার ফলাফলের নিমিত্ত ক্রুগার দায়ী নহেন। *

প্রিটোরিয়া হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী পারডিক্রাল (Paarde Kraal) নামক একটী কৃষিক্ষেত্রে ঐ মহাসভার অধিবেশন

* See letter from Paul Kruger to G. A. Hudson, Colonial Secretary. Dated 29th November of 1880.

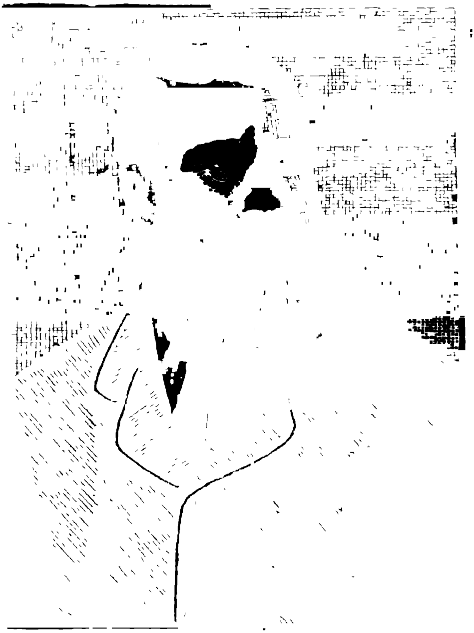

প্রধান সেনাপতি জুবেয়ার।

হয়। ৮ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া, ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেইস্থানে বুয়রগণ আসিয়া সমবেত হন। এইরূপে ৪,০০০ সহস্র বুয়র সেইস্থানে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, ইংরাজদিগের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

১৫ই ডিসেম্বর তারিখে, বুয়রগণ হিডেলবার্গ হইতে

(Heidelberg) প্রিটোরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া সংবাদ চলাচলের উপায় বন্ধ করিয়া দিলেন। *

সেই মহাসভার মতানুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বুয়রদিগের এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইল। ঐ ঘোষণাপত্র যায়ী সমস্ত ট্রান্সভাল স্বাধীন করা হইল। উহার প্রসিডেণ্ট বা সভাপতি সমিতির মধ্যে পরিগণিত হইলেন—পল ক্রুগার (Paul Kruger), এম্ ডব্লিউ প্রিটোরিয়াস্ (M. W. Pretorius), পি, জে, জুবেয়ার (P. J. Joubert); শেষোক্ত ব্যক্তির হস্তে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির ভারও ন্যস্ত হইল। রাজ-এটর্নি (State-Attorney) হইলেন—ডাক্তার জরিসন্ (Dr. Jorrison) এবং প্রধান মন্ত্রী হইলেন—ইঃ বক্ (E. Bok)। রাজধানী হইল—হিডেলবার্গ (Heidelberg)।

এই ঘোষণা-পত্রদ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, ট্রান্সভালের মধ্যে যে যে স্থানে ইংরাজ সৈন্যগণ আছেন, তাঁহারা এখন অবরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবেন।

এই ঘোষণাপত্র লেখা হইয়া গেলে, ৮০০ শত বুয়র অস্ত্রধারীর সহিত উহা পচেফস্ট্রুম্ (Potchefstroom) নগরীতে মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত প্রেরিত হইল।

* See letter (Para 4) from Colonel W. Bellairs C. B. Commandig Transvaal District, to the Deputy Adjutant-General, Pietermaritzberg. Dated Pretoria 17th December 1880.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বুয়রগণকর্ত্তৃক পটচেফস্‌ট্রুম্ (Potchefstroom) নগর আক্রমণ।

পট্‌চেফস্‌ট্রুম্ (Potchefstroom) নগরীতে অর্থাৎ যে নগরীতে ঘোষণাপত্র মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সময় সেই নগরীতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল উইন্‌শ্লো (Lieutenant Colonel Winsloe) ইংরাজ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে ১০ জন সেনানী ও ২০৩ জন সৈনিক পুরুষ ঐ নগর-রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন।

১৫ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যাহ্নে দুইজন সৈন্য আসিয়া সংবাদপ্রদান করিল যে, কতকগুলি সশস্ত্র বুয়র অশ্বারোহী সেই নগর অভিমুখে আগমন করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া সেনাপতি তাঁহার অধীন সৈন্যবর্গকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, এক অংশ বিচারগৃহে স্থাপিত করিলেন; দ্বিতীয় অংশ জেলের মধ্যে ও তৃতীয় অংশ দুর্গের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

বুয়রগণের মধ্যে অনেকেই নগরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র একদল ছাপাখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগের সেই ঘোষণাপত্র মুদ্রাঙ্কিত করিয়া লইলেন। এই । [illegible] ঘোষণাপত্র যাহাতে মুদ্রিত না হয়, তাহার নিমিত্ত ইংরাজগণ অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টার কোন ফলই ফলিল না। অধিকন্তু, বুয়রগণ পূর্ব্বকথিত বিচারগৃহ প্রভৃতি তিনটী স্থান ব্যতীত, সেই নগরী একরূপ অধিকার করিয়া বসিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকার সময়, যখন ইংরাজ সেনানীগণ দুর্গের বাহিরে বসিয়া আহার করিতেছিলেন, সেই সময় আট দশ জন অস্ত্রধারী বুয়র-অশ্বারোহী তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইহা দেখিয়া সেনাপতি উইন্স্লো ১৭ জন ইংরাজ-অশ্বারোহীকে দুইটী কার্য্য উপলক্ষ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমতঃ, বুয়রগণ কি নিমিত্ত কোথায় গমন করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা যেন দুর্গের এত নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া সশস্ত্রে গমন না করেন।

ইংরাজ-সৈন্যগণ তাঁহাদিগের সন্নিকটে উপস্থিত না হইতে হইতেই, বুয়রদিগের মধ্যে হইতে কতকগুলি গুলি আসিয়া তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল। ইংরাজ-সৈন্যগণও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একজন বুয়রসৈন্য আহত হইয়া সেইস্থানে পতিত হইল। এই সময়ে দুর্গ হইতে ইংরাজ-সৈন্যের প্রত্যাগমন-

সূচক তূর্য্যধ্বনি হওয়ায়, তাঁহারা সেইস্থান হইতে দুর্গের মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর কতকগুলি বুয়র অশ্বারোহী বিচারগৃহে যে সকল ইংরাজ সৈনিক ছিলেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষ হইতে গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইংরাজ-সৈন্যগণের মধ্যে তাঁহাদিগের নেতা কাপ্তেন ফলস্, (Captain Falls) বুয়রদিগের হস্তে সর্ব্বপ্রথম হত হন। তদ্ব্যতীত, একজন সৈনিক হত ও তিনজন আহত হইয়াছিলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া সেনাপতি উইন্‌স্লো দুর্গ হইতে সঙ্কেত দ্বারা বিচারগৃহের সৈন্যগণকে ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যার পরই দুর্গের মধ্যে আগমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু, মেজর ক্লার্ক, (Major Clerk) যিনি কাপ্তেন ফল্‌সের মৃত্যুর পর বিচারগৃহস্থিত সৈন্যগণের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সেনাপতির আদেশের উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। কারণ, সন্ধ্যার পর সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইলে, সমস্ত আহত সৈন্যগণকে সেইস্থানেই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই নিমিত্ত ইহা সাব্যস্ত হইল যে, আর এক দিবস সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া, পরিশেষে যেরূপ বিবেচিত হইবে, সেইরূপ করা যাইবে। *

সেই দিবস রাত্রিকালেই বুয়রগণ ঐ বিচারগৃহ বেষ্টন করিয়া, তাহার মধ্যে এরূপ ভাবে গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ও ঐ গৃহের ছাদের উপর এরূপ ভাবে অগ্নিপিণ্ড (Fireballs)

* See Blue Book—(C—28866 No 78),

নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, উহার মধ্যস্থিত ইংরাজ সৈন্যগণ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অগ্নিপিণ্ডের প্রখর তেজে ঐ গৃহের ছাদ প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে সেইস্থানে সমাধিস্থ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল। সুতরাং, অনন্যোপায় হইয়া, মেজর ক্লার্ক তাঁহার অধীন সৈন্যগণের সহিত পর দিন দিবা সাড়ে দশটার সময় বুয়রদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

যে সময় বিচারগৃহ বুয়রদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময় অপর একদল বুয়রসৈন্য দুর্গের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া, তাহার মধ্যেও গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, দুর্গের মধ্যস্থিত কামানের প্রবল তেজে, তাঁহারা ঐ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু, তাঁহাদিগের দলস্থিত অনেকগুলি লোক হত ও আহত হওয়ায়, তাঁহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বুয়রহস্তে ইংরাজসৈন্যের আত্মসমর্পণ।

ইহার পর দুই পক্ষের মতানুযায়ী এই যুদ্ধ দিবা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে; কিন্তু, বুয়রগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ৪টা বাজিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজদিগের উপর অনবরত গুলি বর্ষণ আরম্ভ করেন; বুয়রদিগের অন্যায় ব্যবহারে ইংরাজদিগকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

যে সময় বুয়রগণ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময় আর একদল বুয়রসৈন্য জেল আক্রমণ করেন! যে পর্য্যন্ত দিনমান ছিল, সেই পর্য্যন্ত জেলের সৈন্যগণ বুয়রদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। পরিশেষে অন্ধকার রাত্রির সাহায্যে বুয়রদিগের অগোচরে তাঁহারা জেল পরিত্যাগ করিয়া, দুর্গের মধ্যে

প্রবিষ্ট হন। জেলের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন হত ও তুইজন আহত হইয়াছিলেন।

বুয়রগণ এই অবস্থা জানিতে পারিয়াও, তুর্গের মধ্যস্থিত কামানের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া, তুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকেন; তুর্গের মধ্য হইতে আর কাহারও বহির্গত হইবার উপায় থাকে না।

এই সময় কেল্লার মধ্যে এরূপ জলকষ্ট উপস্থিত হয় যে, ইংরাজগণ অনেকগুলি অশ্ব ও অশ্বতরকে পানীয় জল প্রদান করিতে সমর্থ না হইয়া, তাহাদিগকে তুর্গের বাহির করিয়া দেন। সুতরাং, ঐ পশুগুলি অনায়াসেই বুয়রগণের হস্তগত হয়।

ইংরাজসৈন্যগণ বুয়রদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, ঐ তুর্গের ভিতর ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে উভয়পক্ষে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট যুদ্ধ হয়; কিন্তু, কোন পক্ষেরই বিশেষরূপ ক্ষতি হয় না। বুয়রগণ একবার ঐ তুর্গ অধিকার করিয়া লইবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু, তুর্গমধ্যস্থ প্রবল কামানের তেজে তাঁহাদিগকে সেই আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহার পর ক্রমে তুর্গের নিকটবর্ত্তী হইবার মানসে, তাঁহারা রাত্রিকালে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, ইংরাজগণ তাহা অবগত হইতে পারিয়া, একরাত্রিতে তাঁহাদিগের অগোচরে তুর্গ হইতে কয়েকজন ইংরাজসৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা কয়েকজন মৃত্তিকাখননকারীকে হত্যা করিয়া, অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার কয়েকদিবস পরেই,

সেনাপতি ক্রঞ্জি।

বুয়রগণ একটী কামান আনিয়া, তাহা দ্বারা দুর্গের মধ্য-স্থিত গুলি বারুদ রাখিবার ঘরের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেন; কিন্তু, ইংরাজগণ দুর্গমধ্যস্থিত কামানের প্রবল তেজে বুয়রদিগের কামানটীকে নিঃশব্দ করিয়া দেন।

এত করিয়াও পরিশেষে ইংরাজসৈন্যগণকে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে বুয়রদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

তিনমাসকাল ইংরাজসৈন্যগণ না করিয়াছিলেন এরূপ কার্য্যই নাই। কখন ভয়ানক রৌদ্রতেজে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিয়াছেন, কখন অবিশ্রান্ত জলধারা তাঁহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া পতিত হইয়াছে, কখন তাঁহাদিগের একেবারে নিদ্রা-সুখ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, কখন অনশনে দিন যাপন

করিয়া বুয়রদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কখন বা ক্ষুৎপিপাসার ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও, যতক্ষণ পারিয়াছেন, শত্রুসমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এইরূপে অনশনে ও অনিদ্রায় আপন আপন শরীর নষ্ট করিয়াও, পরিশেষে বুয়রগণের হস্তে তাঁহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল।

২০শে মার্চ্চ তারিখে ইংরাজ সেনাপতি উইন্‌শ্লো ও বুয়র সেনাপতি ক্রঞ্জি (Cronje) একত্র মিলিত হইবার পর, ইংরাজগণ নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে বুয়রদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

১ম। ইংরাজসৈন্যগণ পতাকা হস্তে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন ; তাঁহারা বুয়রদিগের বন্দী হইবেন না।

২য়। এই যুদ্ধ যে পর্য্যন্ত শেষ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন না।

৩য়। সেনানীগণের অস্ত্রশস্ত্র বুয়রগণ গ্রহণ করিবেন না।

৪র্থ। সৈন্যগণ তাঁহাদিগের অস্ত্র সকল বুয়রদিগকে প্রদান করিবেন। কিন্তু, গোলাগুলি প্রভৃতি অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের সভাপতির নিকট, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জমা থাকিবে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, উহা ফেরৎ দেওয়া যাইবে।

৫ম। সৈন্যদিগের নিজের অর্থ প্রভৃতি যাহা তাঁহাদিগের নিকট আছে, তাহা তাঁহারা লইয়া যাইতে পারিবেন।

এই সময় বুয়রগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধ স্থগিত থাকিবার কালীন পূর্ব্বকথিতরূপ সন্ধি করিয়া, ইংরাজদিগকে যেরূপ অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ ক্রমে

অবগত হইতে পারিবেন। অথচ পীড়িত ও আহত সৈন্য-গণের উপর যেরূপভাবে দয়া প্রকাশ করিয়া, ঔষধ ও আহারীয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান অপরাপর সভ্যজাতির মধ্যে, কেহ করেন কি না সন্দেহ। *

JORASUNKO LI...
NO.
CALCUTTA

* See District order of Colonel Bellairs. Dated Pretoria 8th April 1881.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রঙ্কহর্ষ্ট স্প্রুইট Bronkhorst Spruit নামক স্থানে বুয়রহস্তে ইংরাজের পরাজয়।

ঘোষণা-পত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আসিলে, ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের রাত্রি ১১টার সময় একখণ্ড ঘোষণা-পত্র হেন্‌ড্রিক স্থমেনের (Hendrik Schoeman) দ্বারা প্রিটোরিয়ায় ইংরাজ শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করা হইল। * ঐ পত্রে লেখা ছিল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিনা রক্তপাতে বুয়রগণ যেমন সরকারি চাবি ও কাগজপত্র ইংরাজদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যেন সমস্ত দ্রব্যাদি সেইরূপ

* See letter from Sir W. Owen Lanyon K. C., M. B., C. B., to the Right Hon. The Earl of Kimberly. Dated Pretoria 23rd January 1881.

ভাবে বুয়রদিগকে প্রদান করেন। ঐ পত্রের উত্তরে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে, শাসনকর্ত্তা এই মর্ম্মে এক ঘোষণা-পত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন যে, সমস্ত ট্রান্সভাল প্রদেশ এখন রাজ-বিদ্রোহিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখন হইতে যাহা-দিগকে দলবলে যেস্থানে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে রাজ-বিদ্রোহীতার অপরাধে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার পূর্ব্বেই নানাস্থান হইতে দলে দলে ইংরাজ-সৈন্য প্রিটোরিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ও তখন পর্য্যন্তও আগমন করিতেছিলেন।

১৭ই ডিসেম্বর তারিখে, একদল ইংরাজসৈন্য তাঁহা-দিগের দ্রব্যাদির সহিত সেনাপতি এনষ্ট্রুথারের (Lieut-Colonel Anstruther) কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রিটোরিয়ায় আসিবার কালীন অলিফ্যাণ্ট (Oliphant) নদী পার হইবার নিমিত্ত, তাহার তীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় একখানি পত্র পাইয়া, সেনাপতি জানিতে পারিলেন, যে বুয়রগণ রাজ-বিদ্রোহী হইয়াছেন।

ইহার পূর্ব্বেই ১,০০০ সহস্র অস্ত্রধারী বুয়র সৈন্য দুই তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়া, ইংরাজ-সৈন্যের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিয়াছিলেন।*

এক দলের নেতা ছিলেন, ফ্রাঞ্জ জুবেয়ার (Franz Joubert)। এনষ্ট্রুথার (Anstruther) লিডেনবার্গ (Lydenberg)

---

* See Blue Book (C—2866) April 1881. Page 163.

হইতে কোন দিক্ দিয়া প্রিটোরিয়ায় আগমন করিতেছিলেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া, ব্রঙ্কহর্ষ্ট স্প্রুইট্ (Bronkhorst Spruit) নামক স্থানে আপন সৈন্যের কতক অংশ গুপ্তভাবে স্থাপন করিলেন। অবশিষ্টাংশ অগ্রগামী হইয়া, গুপ্তভাবে ইংরাজ-সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন।

২০শে ডিসেম্বর তারিখে বেলা একটার সময়, যেমন ইংরাজসৈন্য পূর্ব্বকথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন, অমনি প্রায় ১৫০ শত অস্ত্রধারী বুয়রসৈন্য তাঁহাদিগের বামপার্শ্বস্থিত উচ্চভূমির উপর নয়নগোচর হইল। সেনাপতি এই অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অধীন সৈন্যগণকে একস্থানে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী গাড়ী সকল উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সেই সময় একজন অশ্বারোহী বুয়র পতাকাহস্তে একখানি পত্রসহ* ইংরাজসৈন্যের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ পত্রখানি সেনা-

*"From
The South African Republic.
Heidelberg, December 19, 1880.
To the Commandant in charge of Her Majesty's troops. (on the road between Lydenberg & Pretoria)
Sir—We have the honor to inform you that the Government of the South African

পতির হস্তে প্রদান করিলেন। সেনাপতি পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, উহা ইংরাজীতে লেখা। পড়িয়া জানিতে পারিলেন, এখন হইতে যে কোন ইংরাজসৈন্য যে স্থানে আছেন, ঠিক সেইস্থানেই থাকিবেন; সেইস্থান হইতে একপদ অগ্রবর্ত্তী হইলেই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহারা যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

এই পত্র পাঠ করিয়া, তিনি সেই পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন, যে, তিনি এই পত্রের আদেশ প্রতিপালন করিতে একেবারে অসমর্থ; কারণ, তাঁহার উপর আদেশ এই যে, তাঁহাকে প্রিটোরিয়ায় গিয়া উপনীত হইতে হইবে।

Republic have taken up their residence at Heidelberg.

That a Diplomatic Commissioner has been sent by them to His Excellency Sir W. Owen Lanyon. That, until the arrival of His Excellency's answer, we do not know whether we are in a state of war or not.

That, consequently, we cannot allow any movement of troops from your side, and write you to stop where you are.

We, not being at war with Her Majesty the Queen, nor with the people of England, who are sure to be on our side, if they were acquainted with the position, but only recovering the independence of our country, do not wish to take to arms, and therefore inform you that any movement of troops from your side will be taken by us as a declaration of war, the responsibility whereof we

পত্রপাঠ করিতে সেনাপতির যে সময় অতিবাহিত হইল, সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বকথিত বুয়রসৈন্য প্রায় ৬০০ শত হস্তের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে যে সকল বুয়রসৈন্য ইংরাজসৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া দক্ষিণভাগে উপনীত হইলেন ও উভয় দল একেবারে দুই দিক হইতে ইংরাজদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ-সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে না হইতেই, অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। যাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই রাস্তার তৃণের উপরে শয়ন করিয়া বুয়রদিগের উপর গুলি ছুঁড়িতে লাগিলেন। বুয়রগণ কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, কেহ বৃক্ষ বা প্রস্তরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দশ মিনিটকাল উভয়পক্ষে গুলিবর্ষণ হইতে হইতে ইংরাজদিগের কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় ৩/৫ তিন-পঞ্চমাংশ হত ও আহত হইয়া পড়িলেন; স্বয়ং সেনাপতির পদে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী গুলি প্রবেশ করায়, তিনিও সেইস্থানে পতিত হইলেন। তখন অবশিষ্ট কর্ম্মচারী

---

put on your shoulders, as we know what we will have to do in self defence.

We are Sir.
Your obedient servants.
S. J. P, Kruger,
M. W. Pretorius.
Vice Presidents.
P. J. Joubert, Commandant-General.
W. Edward Bok,—Act. Secretary to the Government.

ও সৈন্যগণ আর যুদ্ধ করা অনাবশ্যক বিবেচনায়, বুয়রদিগের বশ্যতাস্বীকার করিবার মানসে, আপন আপন সাদা টুপি ও সাদা রুমাল বুয়রদিগকে দেখাইলেন। দেখিতে দেখিতে বুয়রদিগের গুলিও বন্ধ হইয়া গেল।

ইংরাজগণ আপন আপন অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বুয়রদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সেই সময় বুয়র সেনাপতি জুবেয়ার আপনার দলের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরাজদলের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও ইংরাজ সেনাপতিকে আহত দেখিয়া, বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। ইংরাজ দলের একজন সার্জ্জন দুই গ্লাশ মদ্য আনিয়া, এক গ্লাশ আপন সেনাপতির হস্তে ও অপর গ্লাশ জুবেয়ারের হস্তে প্রদান করিলেন। সেনাপতি উহা পান করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। জুবেয়ারও এই বলিয়া উহা পান করিলেন যে, "আমি ঈশ্বরের নিকট ইংলণ্ডেশ্বরীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া ইহা পান করিতেছি; কিন্তু, সেই সঙ্গে সঙ্গে আশা করি, ইংরাজ সৈন্যগণ ট্রান্সভাল প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগের স্বাধীনতা আমাদিগকে প্রদান করিবেন।"

ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত যে সকল গাড়ী ছিল, তাহার মধ্য হইতে বিছানাপত্র, আহারীয় ও হাঁসপাতালের দ্রব্যসামগ্রী ও জলের গাড়ী প্রভৃতিতে সাতখানি গাড়ী বুয়রগণ ছাড়িয়া দিলেন। আহত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত কুড়িটা তাম্বু ও উহাদিগের পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত আঠার জন অনাহত সৈন্যকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট সকলকে তাঁহাদিগের নূতন রাজধানী হিডেলবার্গে পাঠাইয়া দিলেন। তদ্ব্যতীত, বুয়রগণ দুগ্ধ, মাখম, ডিম্ব,

রুটী ও ফলাদি আনিয়া আহতদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের একজন কর্ম্মচারী, * ৫৫ জন সৈন্য হত; ৭ জন কর্ম্মচারী, ৯১ জন সৈন্য ও একটী স্ত্রীলোক আহত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র একজন কর্ম্মচারী (Captain Elliot) সেই সময় শত্রুর হস্তে পতিত হন না। তিনি সেইস্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়েন; কিন্তু, পরিশেষে কাপ্তেন লেম্বার্টের (Captain Lambert) সহিত ভাল নদী পার হইবার সময় তিনি বুয়রগণকর্ত্তৃক হত হন। কাপ্তেন লেম্বার্ট (Captain Lambert) ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি অশ্ব ক্রয় করিবার মানসে, প্রিটোরিয়া হইতে স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন; সেইস্থান হইতে অশ্ব ক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় যখন ভাল নদী পার হইতেছিলেন, সেই সময় বুয়রগণ কর্ত্তৃক অশ্বাদির সহিত তিনি ধৃত হইয়া হিডেলবার্গে আনীত হন।

পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত আহতদিগের মধ্য হইতে আর ও ৪ জন কর্ম্মচারী, † ও ৭ জন সৈনিক মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইহার

* Lieutenant and Adjutant Harrison.

† 1 Captain Nairne.
2 Lieutenant M. Swiney.
3 Lt. Colonel Anstruther.
4 Deputy Assistant Commissary General Carter.

মধ্যে সেনাপতি এনষ্ট্রুথারও একজন ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু হয়, ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে। ইনি একজন অতিশয় অমায়িক লোক ছিলেন। ইঁহার অমায়িকতাগুণে অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যই ইঁহার বশীভূত ছিল। মৃত্যুর অতি অল্প পূর্ব্বেও ইনি অমায়িকতা-গুণের পরিচয় প্রদান করিতে ক্রটী করেন নাই। ইঁহার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত যখন ডাক্তার ইঁহার নিকট গমন করেন, সেই সময় ইনি বলিয়াছিলেন, "আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রদান করিবার পূর্ব্বে আমার অধীনস্থ আহত সৈন্যগণের চিকিৎসা অগ্রে হওয়া প্রার্থনীয়।"

বুয়র পক্ষে ২ জন হত ও ৩ জন মাত্র আহত হয়, এই কথা বুয়রগণ প্রকাশ করেন। কিন্তু, ইংরাজগণ দুইজন কর্ম্ম-চারীর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, যে তাঁহারা ৪৫ জনকে গোর দিতে দেখিয়াছেন। আরও একজন সেই দেশীয় লোক কহে, বুয়রদিগের মৃত্যু সংখ্যা ৪০ জনের কম নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বুয়রগণকর্ত্তৃক লিডেনবার্গের দুর্গ আক্রমণ

কয়েদিগণকে তাঁহাদিগের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়া, বুয়র সেনাপতি ফ্রান্স জুবেয়ার (Frans Joubert) তাঁহার দলবল লইয়া লিডেনবার্গ দুর্গ অভিমুখে গমন করিলেন। কারণ, বুয়র সেনাপতির মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ইংরাজ সেনাপতি ঐ স্থান হইতে যখন কতকগুলি সৈন্য লইয়া প্রিটোরিয়া গমন করিবার কালীন তাঁহা-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, তখন সেই দুর্গ মধ্যে সেই সময়ে নিশ্চয়ই আর অধিক সৈন্য নাই। সুতরাং, ঐ দুর্গ অনায়াসেই তাঁহার হস্তগত হইতে পারিবে।

বুয়রগণ ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে, ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া দুর্গাধ্যক্ষ লেফ্‌টেনেণ্ট লঙের (Lieutenant Long) নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, এই সময় তাঁহাদিগের আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ইহার চারিদিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর

তারিখে লং সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, যাঁহারা সেই দুর্গ হইতে প্রিটোরিয়ায় গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা পথিমধ্যে বুয়র-গণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়াও লং সহজে আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না।

শত্রুগণকর্ত্তৃক দুর্গ বেষ্টিত হইবার পূর্ব্বে, তিনি সেই প্রদেশীয় মাজিষ্ট্রেটের সহিত মিলিত হইয়া, সেই স্থানের অধিবাসিগণকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবার এক আদেশ প্রচারিত করেন। কিন্তু, অধিবাসিগণ ঐ আদেশ প্রতিপালন না করিয়া, এইরূপ উত্তর প্রদান করেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের সময় দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবেন না, অথবা ইংরাজ বা বুয়রগণের মধ্যে কাহাকেও কোনরূপ সাহায্য করিবেন না; তাঁহারা নিরপেক্ষ-ভাবে সেই প্রদেশে বাস করিবেন।

১৮৮১ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে, বুয়রগণ লিডেনবার্গ দুর্গ আক্রমণ করিয়া, দিবা ১১—৪৫ মিনিটের সময় হইতে দুর্গের মধ্যে ভয়ানক গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ গণও দুর্গমধ্য হইতে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতে সমস্ত দিবস ও সমস্ত রাত্রি এবং ৭ই তারিখের দিবা-রাত্রি অনবরত গুলিবর্ষণ চলিতে লাগিল। ৭ই তারিখের রাত্রিকালে ইংরাজগণ দুর্গের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড পুরাতন কামান সংস্থাপিত করিয়া, একেবারে বুয়রগণকে বিনষ্ট করিবার মানসে, যেমন গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি সেই কামান ফাটিয়া গিয়া, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিল।

৮ই জানুয়ারী তারিখে, বুয়রগণ দুর্গের বাহিরে একটী কামান স্থাপিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে ছয়টী গোলা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু, ইহাতে ইংরাজদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি না করিয়া, ঐ গোলা দুর্গের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

বুয়রগণ দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী মৃত্তিকার স্তূপ প্রস্তুত করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া ৯ই জানুয়ারী তারিখে, কয়েকজন ইংরাজ-সৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, সেই মৃত্তিকা-স্তূপ-প্রস্তুতকারিগণকে আক্রমণপূর্ব্বক স্তূপটী ভাঙ্গিয়া দেন। এই কার্য্য করিবার সময়ও উভয় পক্ষে বিস্তর গুলি চলিয়াছিল।

ঐ তারিখে একটী ছোট কুকুর হঠাৎ দুর্গের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার গলায় একখানি ক্ষুদ্র পত্র বাঁধা ছিল। ঐ পত্রখানি কে লিখিয়া কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা অবগত হইতে পারা যায় না; কিন্তু, উহাতে লেখা ছিল, বুয়র-সৈন্যগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে; আর, ইংরাজদিগের যে সকল গুলি দুর্গের মধ্য হইতে বুয়রদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাতে বুয়রদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হইতেছে না। কারণ, গুলি সকল বুয়রদিগের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আর একটু নীচুভাবে গুলি নিক্ষেপ করা

এই পত্রানুযায়ী ইংরাজগণ পরিশেষে তাঁহাদিগের গুলি একটু নীচু করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন; ইহাতে ইংরাজপক্ষে কিছু সুফল ফলিয়াছিল।

১২ই জানুয়ারী তারিখে, বুয়রগণ একটী কামান হইতে ছয় ঘণ্টা কাল অনবরত হাঁসপাতালের উপর গোলা নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া ইংরাজগণ রোগী সকলকে সেইস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিলেন।

১৩ই তারিখে আর একটী কামান হইতে বুয়রগণ অনবরত কয়েকঘণ্টা গোলা বর্ষণ করেন; কিন্তু, তাহাতেও ইংরাজদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

১৪ই তারিখও ঐরূপ ভাবে গত হইয়া গেল।

১০ই ও ১১ই তারিখের সদৃশ ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই তারিখ অতি অল্প পরিমাণে গুলিবৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র।

১৭ই তারিখ রাত্রি হইতে ১৮ই তারিখ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, বুয়রগণ অনবরত গোলা গুলি নিক্ষেপ করেন; কিন্তু, বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে সমর্থ হন না।

১৬ই তারিখে ইংরাজসেনাপতি লং সাহেব গ্রীন (Green) নামীয় একজন স্বর্ণব্যবসায়ী ইংরাজকে ১৫০০ টাকা পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে কতকগুলি সংবাদ ডেলাগোয়া উপসাগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইস্থান হইতে উহা তারযোগে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত; কিন্তু, পথিমধ্যে তিনি বুয়রদিগের হস্তে পতিত ও তাঁহাদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

১৮ই তারিখে, বুয়রগণ একস্থান হইতে ক্রমাগত ৪৮টী গোলা দুর্গের মধ্যে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু, তাহাতে দুর্গের কিছু মাত্র ক্ষতি করিতে সমর্থ হন না। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কয়েকজন ইংরাজ-সৈন্য বুয়রদিগের একটী লেগারে অগ্নি সংযোগ করিবার নিমিত্ত গমন করেন; কিন্তু, বুয়রদিগের প্রবল গুলির প্রভাবে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

১৯শে জানুয়ারী তারিখে, ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত পুনরায় দুইজন ইংরাজ-সৈন্য বিনা আদেশে গমন করেন; কিন্তু, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করেন, অপর এক ব্যক্তি আহত হইয়া সেইস্থানে পতিত হন। কিন্তু, দুইজন সাহসিক কর্ম্মচারী বুয়রদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্য হইতে, সেই আহত ব্যক্তিকে আনয়নপূর্ব্বক আপন আপন সাহসিকতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

এইরূপে কোন দিবস অধিক, কোন দিবস বা অল্প পরিমাণ গোলাগুলিবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল; তাহার উপর দুর্গের মধ্যে ভয়ানক জলকষ্টও হইয়া পড়িল। খাদ্যদ্রব্যও ক্রমে কম পড়িয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যেরও পরিমাণ সঙ্কীর্ণ করিতে হইল। তথাপি কিন্তু ইংরাজগণ আত্মসমর্পণ করিলেন না।

এইরূপে আরও কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার পর ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে, বুয়রগণ এক নূতন উপায় বাহির করিয়া, দুর্গের মধ্যবর্ত্তী তৃণাদিনির্ম্মিত গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। যে উপায় অবলম্বনে তাঁহারা তৃণনির্ম্মিত গৃহে অগ্নি প্রদান করিতেছিলেন, তাহা এইরূপ;—উঁহারা এক প্রকার তীর নির্ম্মাণ করিলেন, ঐ সকল তীরের অগ্রভাগ যাহাতে বিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে অগ্নিসংযুক্ত হইয়া পড়ে। এই তীরের নিম্নে অনেক ছিদ্রবিশিষ্ট এক একটী চোং বা পাইপ এরূপ ভাবে সংবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, ঐ তীর নিক্ষিপ্ত হইলে যেস্থানে পতিত হইবে, সেইস্থানে উহা চোং সহ বিদ্ধ হইয়া যাইবে। ঐ চোঙের ভিতর অগ্নি পুরিয়া অগ্নিসংযুক্ত তীর সকল ধনুকে যোজনা করিয়া, তৃণাদিনির্ম্মিত

গৃহের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নির সহিত তীর সকল তৃণের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, ও ক্রমে ঐ চোঙের মধ্যস্থিত অগ্নির তেজ তাহার সেই সকল ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই তৃণময় গৃহকে ভস্মে পরিণত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গের মধ্যে একে জলাভাব, তাহার উপর এইরূপে তৃণনির্ম্মিত ঘর সকল প্রজ্বলিত হওয়ায়, ইংরাজগণ বিশেষরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, ঐ সকল অগ্নি ক্রমে নির্ব্বাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ইংরাজগণও একবার বুয়রদিগের লেগার বিনষ্ট করিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে কতকগুলি ইংরাজসৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গুপ্তভাবে বুয়রদিগের লেগারের নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত জমি খনন করিয়া, তাহাতে ডিনামাইট পুতিয়া অগ্নি প্রদান করেন; কিন্তু, বুয়রদিগের লেগার তাহাতে ধ্বংস হয় না; কেবলমাত্র দুইজন বুয়র কালগ্রাসে পতিত হন। এই দুই ব্যক্তিও গুপ্তভাবে মৃত্তিকার মধ্য দিয়া দুর্গের মধ্যে গমন করিবার নিমিত্ত একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতেছিলেন।

এই ঘটনার দুই দিবস পরেই বুয়র ও ইংরাজদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, এই সংবাদ সেইস্থানে উপস্থিত হইলে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রিটোরিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বুয়র-দিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ।

রাজধানী প্রিটোরিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটী উপত্যকার উপর স্থাপিত। ২১শে মে প্রাতঃকালে ব্রঙ্কহর্ষ্ট স্প্রুইট্ (Bronkhorst Spruit) নামক স্থানের যুদ্ধ সংবাদ প্রিটোরিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সেই স্থানে ভয়ানক গোলযোগ পড়িয়া গেল। নগরের লোকজন আসিয়া শিবিরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সৈন্য ও সখের সৈন্যগণ মিলিত হইয়া, নগররক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সহরের মধ্যে সামরিক আইন (Martial Law) প্রচারিত হইল। সেই দিবস রাত্রিকালে লেথার্ণ (Leathern) নামক একজন সিভিলিয়ান পত্রবাহকরূপে নিযুক্ত হইয়া

এই দুর্ঘটনার সংবাদ নেটালের কমিশনার সার জর্জ কোলির (Sir George Colley) নিকট লইয়া গেলেন।

বুয়রগণ মনে করিয়াছিলেন, নগরের মধ্যে যে সকল বুয়র বাস করেন, তাঁহারা এখন যদিও প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তথাপি নগর আক্রমণের সময় তাঁহারা নিশ্চয়ই ভিতর হইতে সাহায্য করিবেন। কিন্তু, যখন তাঁহারা দেখিলেন, নগরের অধিবাসিমাত্রকেই শিবিরের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ঐ সকল বুয়র অধিবাসিগণের নিকট হইতে আর কোনরূপ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা।

বুয়রগণ তখন সেই সহরের বহির্ভাগে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন দশটী * স্থানে এক একটী লেগার বা আত্মরক্ষার স্থান

* ১। ইলাণ্ডস্ ফন্টিন (Elandsfontein)—প্রিটোরিয়ার ১০ মাইল পশ্চিম। ইহাতে ১২ খানি গাড়ী ও ১০০ লোক ছিল।

২। এলবারটস্ প্রিটোরিয়াস্ ফার্ম (Albert's Pretorius Farm)—প্রিটোরিয়ার ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম। ইহাতে ৩০ খানি গাড়ী ও ১০০ জন লোক ছিল।

৩। রেড হাউস্ লেগার (Red House Lagger)—উইডেনবার্গের ৩ মাইল পশ্চিম। ইহাতে ১৫ খানি গাড়ী ও ১৫০ শত জন লোক ছিল।

৪। ষ্ট্রেডাইস্ ফার্ম্ম (Strydoese farm)—প্রিটোরিয়ার ১৩ মাইল দক্ষিণ। ইহাতে ২০০ শত লোক ও কতকগুলি গাড়ী ছিল।

৫। ডানিয়াল ইরস্মসের ফার্ম (Daniel Erasmaus's Farm)—প্রিটোরিয়ার ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব। ইহাতে ২০ হইতে ৩০ খানি গাড়ী ও ১০০ শত লোক ছিল।

স্থাপিত করিয়া, তাহার মধ্যে তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সকল লেগার এইরূপ ভাবে স্থাপিত হইল যে, একস্থান কোনরূপে আক্রান্ত হইলে অপর স্থানের লোকজন সেইস্থানে আসিয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে সমর্থ হন। * ইহা ব্যতীত, নগরের ভিতর প্রবেশ করিবার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার উপরও বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা হইল।

২৮শে ডিসেম্বর তারিখের প্রাতঃকালে, ৫০ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে লেফ্‌টেনেণ্ট ওগ্রেডি (Lieutenant

---

৬। ষ্টেন্‌বেন্‌স ফারম (Stenben's farm)—প্রিটোরিয়া হইতে ১১ মাইল পূর্ব্ব। ইহাতে ২০ হইতে ৩০ জন লোক ও কয়েকখানি গাড়ী ছিল।

৭। সোয়াবেল পুর্ট (Swavel Poort)—পূর্ব্বকার স্থান হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব। ইহাতে ৮০ হইতে ১০০ জন লোক ও কতকগুলি গাড়ী ছিল।

৮। ভেনটেন্‌স্ ফারম (Venten's farm)—প্রিটোরিয়া হইতে চৌদ্দ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব। ইহাতে ৪০ হইতে ৫০ খানি গাড়ী ও সেই পরিমিত লোক ছিল।

৯। ডারডি পুর্ট (Dardi Poort)—প্রিটোরিয়া হইতে ৯ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব। ইহাতে অল্পসংখ্যক লোক ছিল।

১০। ওয়ানডারবু পুর্ট (Wanderboom Poort)—প্রিটোরিয়া হইতে ৬ মাইল উত্তর। ইহাতে ২০ খানি গাড়ী ও ১০০ শত লোক ছিল।

* See Letter from W. Billairs C. B. Commanding Transvaal district, to the Deputy Adjutant General of Peitermaritzberg.

Dated Pretoria, 21st December 1880.

O' Grady) সহর ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে, রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। সহরের প্রায় ৬ মাইল অন্তর হিডেলবার্গে গমন করিবার রাস্তার উপর একদল অনুমান ৩০০।৪০০ শত অস্ত্রধারী বুয়রকে দেখিতে পান। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা যেমন সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, অমনি ১৫০ শত বুয়র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, যেমন ইংরাজদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি সকলে আপনাপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, ইংরাজ-অশ্বারোহীর উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। গুলি খাইয়া দুইজন আরোহী ও কয়েকটী ঘোড়া হত হইল। ইংরাজ-অশ্বারোহীগণও সেই সময় আপনাপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, উঁহাদিগের গুলির প্রতিশোধ দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় পার্শ্বদেশ হইতে আর একদল বুয়রকে আসিতে দেখিয়া, ইংরাজসৈন্যগণ একটী পাহাড়ের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও সেইস্থান হইতে বুয়রগণের উপর ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বুয়রগণ ঐ ভয়ানক গুলির সম্মুখীন হইতে না পারিয়া, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে, লেফ্‌-টেনেন্ট-কর্ণেল গিলডিয়া ২টা কামান ও ১৩০ জন অশ্বা-রোহী ও ২০০ শত পদাতিক লইয়া, পূর্ব্ব দিবস যেস্থানে বুয়রগণ গোলযোগ করিয়াছিলেন, সেই দিকে গমন করিলেন। কিছু দূর গমন করিয়াও, প্রথমতঃ কোনস্থানে বুয়রদিগকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু, দুই একটী কামানের গোলা নিক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ২।৪ জন বুয়র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত

হইতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া, তিনি আরও অগ্রবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, বুয়রগণ তাঁহাদিগের বৃষাদি স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ঐ সৈন্যের মধ্যস্থিত একদল, যাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কাপ্তেন ডি আরসি (D' Arc) ঐ সকল পশু ধৃত করিবার মানসে আরও অগ্রগামী হইলেন। সেই সময় অনেকগুলি বুয়র তাঁহাদিগের একটী লেগার-বেষ্টনকারী দেয়ালের অপর পার্শ্ব হইতে, দেওয়ালের ছিদ্রের মধ্য দিয়া ডি আরসির সৈন্যগণের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তিনিও স্থিরভাবে তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পশ্চাৎ হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত বামপার্শ্বস্থ সৈন্যের কাপ্তেন সেন্‌চুয়ারী (Captain Sanctuary) তখন তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন; ও যে সকল ব্যক্তি আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সকলে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে ৪ জন আহত হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে কাপ্তেন ডি আরসি (Captain D' Arc) নিজে এক জন। ইহাতে বুয়র সৈন্যদিগের মধ্যেও তিন জন হত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছিল।

ইহার পর হইতে কর্ম্মচারিগণ দলবল সঙ্গে লইয়া, রাজ-ধানী হইতে বহির্গত হইতেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালীন বুয়র-দিগের পশু বা আহারীয় দ্রব্য যাহা দেখিতে পাইতেন, তাহা লইয়া প্রত্যাগমন করিতেন। কিন্তু, বুয়রদিগের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত না।

এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইবার পর, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে জনৈক ইংরাজ-সেনানী রাজধানী প্রিটোরিয়ার প্রায় ৯ মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন করেন। সেই দিবস তিনি জানিতে পারেন যে, আরও প্রায় তিন মাইল দূরে জোয়ার্ট (Zwart) নামক স্থানে একটী লেগার আছে; উহা ৭খানি গাড়ীর দ্বারা নির্ম্মিত ও উহাতে প্রায় ৪০ জন বুয়র বাস করেন। সেই দিবস যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় কোথা হইতে আরও প্রায় ১৫০ শত বুয়র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী এরূপ কৌশলের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন যে, বুয়রগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে কোনরূপে সমর্থ হন না।

বুয়রগণের ঐ লেগার ভাঙ্গিয়া দিবার মানসে, পর দিবস রাত্রি ২টার সময়, ১টা কামান ১৪০ জন অশ্বারোহী ও ২৮০ জন পদাতিক স[illegible]ারে লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল গিলডিয়া (Lieutenant Colonel Gildia) সেইদিকে গমন করিলেন। ৯ মাইল রাস্তা অতিবাহিত করিতে করিতে সূর্য্যোদয় হইয়া পড়িল। যাইবার সময় রাজধানী হইতে ৩ মাইল দূরে একটী পাহাড়ের উপর ৪০ জনকে রাখিয়া গেলেন, তাঁহাদিগের উপর আদেশ রহিল, যে কোন সংবাদ পাইবেন, আলোকযোগে (Heliograph) সেই সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিবেন। কাপ্তেন সেন্‌চুয়ারী ৬৫ জন সৈন্যের সহিত বুয়রদিগের একটী লেগারের পশ্চাৎভাগস্থিত একটী পাহাড়ের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কাপ্তেন সেম্পসন (Captain Sampson) ২৫ জন অশ্বারোহী লইয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী অপর একটী পাহাড়ের উপর রহিলেন। কাপ্তেন সেন্‌চুয়ারী যে পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না করিতেই বুয়রগণ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। প্রথম বারের গুলিতে বুয়রদিগের কোন ক্ষতিই হইল না; কিন্তু দ্বিতীয়বারে দেখা গেল যে, ৪টা ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশ আরোহশূন্য হইয়াছে ও তিনটী ঘোড়াও আহত হইয়া পড়িয়াছে।

সেই সময় বুয়রগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, কেহ বৃক্ষের পার্শ্বে, কেহ বা প্রস্তরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই সময় আরও একটী ক্ষুদ্র দল সেইদিক হইতে আসিয়া উঁহাদিগের পশ্চাৎভাগে আপন আপন স্থান করিয়া লইলেন। এই সময় অর্থাৎ প্রাতঃ ৬টার সময় উভয় পক্ষে গুলি চলিতে চলিতে ইংরাজপক্ষীয় একজন হত, ও দুইজন আহত হইলেন, এবং চারিটী ঘোড়া পলাইয়া গেল।

আন্দাজ ৭৷৹টার সময় আরও ৫০ জন বুয়র উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ৫০ জন মিডিলবার্গ (Midleberg) অভিমুখ হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্থাৎ ৮টার সময় সেনাপতি গিলভিয়ার নিকট হইতে সেন্‌চুয়ারী আদেশ পাইলেন যে, তিনি যে কয়েকটী পাহাড় অধিকার করিয়া আছেন, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেনাপতি গিলভিয়ার সহিত যোগ দেন। এই আদেশ

পাইবার পর তিনি নিকটবর্ত্তী একটা পাহাড়ের এক অংশ হইতে তাঁহার কতকগুলি সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে না করিতেই, ঐ পাহাড় বুয়রগণ অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন তিনি মনে করিলেন, এই অবস্থায় তিনি যদি তাঁহার অধিকৃত পাহাড় সকল পরিত্যাগ করিয়া সেনাপতির নিকট গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিত্যক্ত স্থান সকল বুয়রদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবে ও অবশেষে তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন; এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার সেনাপতির আদেশ প্রতিপালন করিতে সাহসী হইলেন না।

সেনাপতি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাঁহার দুইপার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য রাখিয়া নিজে সম্মুখভাগে জোয়ার্ট (Zuart) নামক কপ্তি বা পাহাড় আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইলেন। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াই কপ্তির উপর গোলা বর্ষণ করিলেন। কিন্তু, বুয়রগণ ভালরূপ অন্তরাল পাইয়াছিলেন বলিয়া কোন ফলই হইল না।

কাপ্তেন ডন্ (Captain Dun) ৫০ জন সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটা পাহাড়ের উপর উঠিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট ষ্টেনুয়েল (Lieutenant Stanuel) ১০০ শত সৈন্যের সহিত সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট লিটিলডেল (Lieutenant Littledel) ও আর দুইজন কর্ম্মচারী প্রায় ৫০ জন সৈন্যের সহিত দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অপর কয়েকটা পাহাড়ের উপর উঠিয়া সকলে মিলিয়া একত্র পূর্ব্ব কথিত লেগারের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

প্রায় ১০ মিনিট কাল যুদ্ধ হইবার পর, লেগারের মধ্য হইতে বশ্যতাস্বীকারসূচক শ্বেতপতাকা উঠিল। উহা দেখিবা-মাত্র সেনাপতি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। নিজে নিকটবর্ত্তী নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, বুয়রগণ আত্মসমর্পণ না করিয়া, একে একে অশ্বারোহণে প্রস্থান করিতেছেন। এই অবস্থা দেখিয়া, তিনি তিনজন অশ্বারোহীকে ইহাই বলিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, "বশ্যতাস্বীকারসূচক শ্বেতপতাকা দেখাইয়া, পরিশেষে পলায়ন করা যোদ্ধার নিয়ম নহে।" এই কথা বলিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব-কথিত অশ্বারোহীত্রয় যেমন তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন, অমনি তাঁহারা তাঁহাদিগের উপর গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে গুলির উপর গুলি আসিয়া সেনাপতির উপর পড়িতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া সেনাপতি পুনরায় যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। ইংরাজপক্ষ হইতে পুনরায় গুলি চলিতে আরম্ভ হইল। এবার সৈন্য সকল দক্ষিণ, বাম ও সম্মুখ দিক হইতে গুলি বর্ষণ করিতে করিতে লেগারের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সেই অবস্থা দেখিয়া বুয়রগণ এক মিনিটের নিমিত্ত পুনরায় শ্বেত পতাকা তুলিলেন। লেফ্‌টেনেন্ট ষ্টেমুয়েল (Lieutenant Stanual) শুইয়া পড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন; ঐ শ্বেত পতাকা দেখিয়া, তিনি যেমন উঠিলেন, অমনি বুয়রগণ তাঁহার উপর এক গুলি নিক্ষেপ করিলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া ইংরাজগণ আর গুলিবন্ধ না করিয়া, আরও অধিক তেজে বুয়রদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

শ্বেত-পতাকাধারী বুয়রগণ।

এইবার বুয়রগণ নিরুপায় হইয়া, পুনরায় সাদা নিশান তুলিলেন, ও এবার ইংরাজগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৭ জন মাত্র বুয়র সেই সময় ধৃত হইলেন; তাহার মধ্যে যে দুইজন বিশেষরূপ আহত ছিলেন, তাঁহারা মরিয়া গেলেন। এই যুদ্ধে বুয়র সেনাপতি ছিলেন—হন্স বোথা (Hans Botha)। তিনি তাঁহার শরীরের চারি পাঁচ স্থানে গোলা ও গুলির দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, ইংরাজ ডাক্তারের সুচিকিৎসায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পান।

এই যুদ্ধ করিবার সময় বুয়রদিগের লেগারে ৭ খানি গাড়ী ছিল; উহার মধ্যে ৫ খানি ইংরাজগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। অবশিষ্ট দুই খানিতে কয়েদী ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী অস্ত্রশস্ত্র ও অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, তাহা বোঝাই করিয়া প্রিটোরিয়ায় আনয়ন করেন।

যখন তাঁহারা সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময় অপর একদল বুয়রসৈন্য কোথা হইতে আগমন করিয়া, কাপ্তেন সেন্‌চুয়ারীর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন; কিন্তু, পরিশেষে পরাজিত হইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। এই শেষোক্ত যুদ্ধে ইংরাজদিগের এক ব্যক্তি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত, কয়েদী ও দ্রব্যাদির সহিত প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে আরও ১৫০ জন বুয়র আসিয়া ইংরাজদিগকে বাধা দেন, ও যেস্থান দিয়া তাঁহারা প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তাহার দুইপার্শ্বের পাহাড়গুলির উপর উহারা আরোহণ

করিয়া, ইংরাজদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, সেনাপতি পূর্ব্বোক্ত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর একটী পথ দিয়া প্রিটোরিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন বলিয়া, তাঁহারা পথিমধ্যে শত্রুগণের দ্বারা আর আক্রান্ত হন না।

এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৭ জন হত বা বিশেষ গুরুতর-রূপে আহত ও ১৪ জন আহত হন। তদ্ব্যতীত, কাপ্তেন সেম্পসন্ (Sampson) তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য পরিচালনের সময় সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন।

বুয়রদিগের পাঁচটী মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্ব্যতীত, অনেকগুলি অশ্ব আরোহিশূন্য হইয়াছিল। তাহাদিগের আরোহী হত কি আহত হয়, অথবা তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে যুদ্ধ করিবার সময় ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক করা সহজ নহে।

১১ই জানুয়ারী তারিখে, একজন কর্ম্মচারী কয়েকজন সৈন্যের সহিত কয়েকখানি গাড়ী ও একটী ঘাস কাটিবার যন্ত্র লইয়া ইলাণ্ডস্ ফন্টিন (Elandsfontein) নামক স্থানে ঘাস কাটিবার মানসে গমন করেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পরই, কয়েকজন বুয়র আসিয়া উঁহাদিগের কর্ম্মে বাধা দিতে চেষ্টা করেন; সুতরাং, সৈন্যগণ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। যখন তাঁহারা পূর্ব্বকথিত বুয়রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় অপর একদল বুয়র অন্য দিক্ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, ও গাড়ী, অশ্বতর এবং ঘাস কাটিবার যন্ত্র প্রভৃতি সমস্তই লইয়া প্রস্থান করেন।

যে সকল বুয়রগণ এইরূপে যুদ্ধ করেন, বা যাঁহারা ঐরূপে গাড়ী, অশ্বতর প্রভৃতি লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা

ইলাণ্ডস্ ফণ্টিন (Elandsfontein) অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত এক নম্বরের লেগার হইতে আসিয়াছিলেন ; সুতরাং, ঐ লেগার আক্রমণ করিয়া, উহা একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়াই স্থির হয়।

১৬ই জানুয়ারী তারিখে, লেফ্‌টেনেন্ট-কর্ণেল গিল্‌ডিয়া (Lt. Col. Gildea) ৩টা কামান, ১৭০ জন অশ্বারোহী ও ৩০.০ শত পদাতিক সমভিব্যাহারে প্রাতঃ ৪টার সময় প্রিটোরিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় লেফ্‌টে-নেণ্ট লিটিলডেলের (Lieutenant Littledale) সমভিব্যাহারে কয়েকজন লোক, তাঁহারা যে দিকে গমন করিতেছিলেন, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে এই উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহারা কিছু দূরে গমন করিয়া একস্থানে ডিনামাইটে অগ্নি প্রদান করিবেন। কারণ, ডিনামাইটে অগ্নি সংযুক্ত হইবা-মাত্র এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইবে ; ঐ শব্দ শুনিয়া ইংরাজগণ সেইস্থান আক্রমণ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া বুয়রগণ নিশ্চয়ই সেইদিকে ধাবিত হইবেন। সুতরাং, গিলডিয়া যেস্থান আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, তাহা অনায়াসেই অধিকার করিতে পারিবেন।

লিটিলডেল ঠিক পরামর্শ মত কার্য্য করিলে, ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইত।

গিলডিয়া তিন মাইল গমন করিয়াই, বামপার্শ্বের একটী পাহাড়ের উপর ৫০ জন মাত্র পদাতিক রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সম্মুখে গমন করিয়া দেখিলেন, বুয়রগণ তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা অবগত হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে যে দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তাঁহারাও দুই

পার্শ্বের দুইটী পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের এই উদ্দেশ্য রহিল যে, সম্মুখবর্ত্তী বুয়রদিগের সাহায্যার্থ অপর যাহারা আগমন করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের গতিরোধ করিবেন।

তাঁহাদিগের সঙ্গে যে সকল গাড়ী ছিল, উহাদ্বারা সেই-স্থানে একটী লেগার নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন। ঐ সৈন্যগণকে ঐস্থানে রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যেস্থানে যখন বিশেষ প্রয়োজন হইবে, সেই সময় তাঁহারা সেইস্থানে গিয়া সাহায্য করিবেন।

এইরূপে সৈন্য সকলের সমাবেশ করিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যের সাহায্যে সেনাপতি বুয়রদিগের লেগারের উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বুয়রদিগের লেগার এরূপভাবে পাহাড়ের অন্তরালে স্থাপিত হইয়াছিল যে, সমস্ত দিবস গোলাবর্ষণ করিয়াও তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে সমর্থ হইলেন না। অধিকন্তু, বুয়রগণ গোলার মুখ বাঁচাইয়া দলে দলে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যেস্থানে ডিনামাইটের শব্দ হইয়াছিল, সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই-স্থানে কিছুমাত্র দেখিতে না পাইয়া প্রকৃত যুদ্ধস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে দিক দিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেইদিকের পাহাড়ের উপর যে অশ্বারোহী দল ছিল, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই ঐ পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, নবাগত বুয়রগণ বিশেষরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইলেন না। এইরূপে নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া

তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু, ঐ যুদ্ধে যে কাহার জয় বা পরাজয় হইল, তাহার কিছুই স্থির হইল না। অনেক পরিমিত বুয়রদিগকে সেই স্থানে আসিতে দেখিয়া ইংরাজগণ ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। বুয়রগণও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

ইহাতে বুয়রদিগের যে কত হত বা আহত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু, তাঁহাদিগের হেনিং প্রিটোরিয়াস্ (Henning Pretorius) নামক একজন প্রধান নেতা আহত হইয়াছিলেন। ইংরাজপক্ষেও দুইজন হত ও আটজন আহত হইয়াছিলেন।

এইরূপে পরিশ্রান্ত হইয়া, যখন তাঁহারা শিবিরের ভিতর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময় শিবিরের পশ্চিমদিক্ হইতে কামানের ধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। দ্রুতপদে সেই দিকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, একদল বুয়র সেই দিকের শিবিরের সন্নিকটস্থ দুর্গ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; এই অবস্থা দেখিয়া, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবল কামানের মুখে দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া, বুয়রগণ সেইস্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

২১শে জানুয়ারী তারিখে, একজন সিভিলিয়ান অনেক কষ্টে নেটাল হইতে সার জর্জ্জ কোলির (Sir George Colley) প্রেরিত একখানি পত্র আনিয়া, প্রিটোরিয়ায় উপস্থিত হইলেন। ঐ পত্রখানি আনিতে তাঁহাকে ১৭ দিবস রাস্তায় অতিবাহিত করিতে

হইয়াছিল। ঐ পত্র পাইয়া সেইস্থানের সেনাপতি জানিতে পারিলেন, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ সৈন্য সকল আগমন করিতেছে। সেই সকল সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র প্রিটোরিয়ায় প্রেরিত হইবে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে, একজন দেশীয় লোক আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, সহরের আট মাইল দূরে বুয়রগণ একটী লেগার প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া কর্ণেল বেলেয়ার্স (Colonel Bellairs) কতকগুলি সৈন্য লইয়া, সেইদিকে গমন করিলেন। কিন্তু, কোন স্থানে কিছু দেখিতে না পাইয়া, তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরেই অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ইংরাজদিগের দৃষ্টি রেডহাউস্ (Red House) নামক লেগারের উপর পতিত হয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এইস্থানে ইংরাজ-সৈন্য পূর্ব্বে আর একবার প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু, সেই সময় বিফলমনোরথ হইয়া ইংরাজদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

এই সময় তিনটী কামান ও উপস্থিত মত কতকগুলি সৈন্য লইয়া লেফ্টেনেণ্ট-কর্ণেল গিলডিয়া (Lieutenant-Colonel Gildea) পুনরায় সেইদিকে, রাত্রি দুইটার সময় যাত্রা করিলেন। পাছে বুয়রগণ পূর্ব্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় অন্ধকার রজনীতে সকলে শিবির পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কোথায় যে গমন করা হইতেছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সৈন্যগণ পর্য্যন্তও অবগত হইতে পারিলেন না; তথাপি বুয়রগণের নিকট, কিন্তু, তাহা গোপন রহিল না; ইংরাজ-সৈন্য-

গণ সেইস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগের অভিসন্ধির বিষয় বুয়রগণ অবগত হইতে পারিয়া, প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গিলডিয়া কতক সৈন্ত তাঁহার বামপার্শ্ব ও কতক দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া, তিনি সম্মুখ হইতে বুয়রদিগের লেগার আক্রমণ করিলেন। বুয়রগণ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও সম্যক্‌রূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষে ভয়ানক গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইল; তোপ সকল অনবরত গোলারাশি উদ্গীরণ করিতে লাগিল; এইরূপে উভয়পক্ষে ভয়ানক সংগ্রাম চলিতেছে, এরূপ সময় ইংরাজগণ অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইলেন, অনেকগুলি বুয়র অশ্বারোহী তাঁহাদিগের পার্শ্বদেশ বেষ্টন-পূর্ব্বক একেবারে পশ্চাৎভাগে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের উপর ভয়ানক গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা এই সময়ে কোনদিক্ রক্ষা করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় বুয়রদিগের একটী গুলি আসিয়া, সেনাপতি গিলডিয়াকে আহত করিয়া ফেলিল। এইরূপ অবস্থায় সৈন্তগণ একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল; আহত হইয়াও সেনাপতি গিলডিয়া অনেক কষ্টে সৈন্তগণকে শৃঙ্খলে আনিলেন সত্য, কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ করা আর কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া, সৈন্তগণকে পশ্চাৎপদ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল; প্রত্যাগমন সময়েও বুয়রগণ ইংরাজ-সৈন্তগণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের মধ্যে একজন হত ও ১৭ জন আহত হন। ঐ আহতগণের মধ্যে দুইজন ছিলেন প্রধান কর্ম্মচারী,—লেফট্‌নেণ্ট-কর্ণেল গিলডিয়া ও কাপ্তেন সেন্‌চুয়ারী। গিলডিয়া অনেক কষ্ট পাইয়া পরিশেষে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, কাপ্তেন সেন্‌চুয়ারী আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

বুয়রদিগের যে কি ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা কাগজ্‌ পত্রে প্রকাশিত নাই।

এই ঘটনার পর প্রিটোরিয়ার সৈন্যগণের সহিত বুয়রদিগের আর কোন যুদ্ধ হয় না। সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়; সন্ধির সমস্ত বিবরণ পাঠকগণ ক্রমে জানিতে পারিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ ও বুয়রদিগের মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ।

যে সময় বুয়রগণ প্রিটোরিয়া, পট্‌চেফস্ট্রুম্‌, লিডেনবার্গ প্রভৃতি স্থান সকল আক্রমণ করেন, সেই সময় আরও কয়েকটী স্থান তাঁহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থান উল্লেখ-যোগ্য।

১। * ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে, ৬০০ শত বুয়র রুস্টেন-বার্গ (Rustenberg) নামক নগর দখল করিয়া, ঐ স্থানের দুর্গ বেষ্টন করিয়া ফেলেন, ও দুর্গের মধ্যস্থিত ইংরাজ-সৈন্যগণকে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রদান করেন।

---

* See Chapter V. The Transvaal War. 1880-81. By Lady Bellairs.

কিন্তু, ইংরাজগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, ৮ই জানুয়ারী তারিখে, দুর্গের বাহিরে একটী কামান স্থাপিত করিয়া, ঐ দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্ত বুয়রগণ বিধিমত চেষ্টা করেন। দুর্গের মধ্যে যে সামান্য সৈন্য ছিল, তাঁহারা একটী কামানের সাহায্যে, বুয়রদিগের কামান একেবারে নিস্তব্ধ করিয়া দেন। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে করিতে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়।

বুয়রগণ মৃত্তিকা খনন করিয়া, তাহার মধ্যে বসিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটী স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ইংরাজ-সেনাপতি কাপ্তেন আচিন্‌লেক (Captain Auchinlek) ৯ জন মাত্র সুশিক্ষিত-সৈন্য সমভিব্যাহারে অসীম সাহসের উপর নির্ভর পূর্ব্বক দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার মানসে, উহার প্রায় ৬০ হস্তের মধ্যে গিয়া উপনীত হন। বুয়রগণ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করেন। ইঁহারাও তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে থাকেন। এই সামান্য যুদ্ধে ইংরাজ-সেনাপতি সাংঘাতিকরূপে আহত হন।

এই ঘটনার পরই অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ঐ দুর্গ একেবারে জলে ভাসাইয়া দিবার নিমিত্ত বুয়রগণ বিশিষ্ট-রূপ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

৩০শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ এইরূপ বিষম কষ্ট ও অসুবিধায় দিনযাপন করিয়াও, কিন্তু কোন প্রকারেই আত্ম-সমর্পণ করিলেন না। পরিশেষে উভয়পক্ষে এক সন্ধি হইয়া ইংরাজ-সৈন্যগণের কষ্টের লাঘব হয়।

২। * সেই সময় অপর একদল বুয়রসৈন্য মেরাবেস্‌টেড্ (Marabastadt) দুর্গ বেষ্টন করিয়া, ৬ই জানুয়ারী তারিখে সেইস্থানের বিচারালয় অধিকারপূর্ব্বক, ইংরাজদিগের কাগজ পত্র ও টাকা কড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু সেই স্থানে ছিল, তাহা সমস্তই অধিকার করিয়া লন।

ইহার পরেই অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারী তারিখে, ১৫ জন অস্ত্রধারী পুলিশ ও নগর রক্ষার্থ নিযুক্ত ১০ জন সখের সৈন্যের সহিত বুয়রদিগের একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইহাতে ইংরাজপক্ষ হইতে ১ জন হত ও ৪ জন আহত হওয়ায়, তাঁহারা সেই স্থান হইতে আপন স্থানে আগমন করেন।

১৭ই মার্চ্চ তারিখে, বুয়রগণ দুইটী কামান আনিয়া ঐ দুর্গ একেবারে ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। প্রথম দিবসই কামানের গোলা লাগিয়া একজন ইংরাজ সৈনিক সাংঘাতিকরূপে আহত হন। সেই দিন হইতেই ইংরাজগণের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেই দুর্গের সর্ব্বোচ্চস্থানে এক জন বসিয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করেন। কামানের ধূম দেখিবামাত্রই সেই ব্যক্তি যেমন সঙ্কেত করিতেন, অমনি দুর্গের মধ্যস্থিত সকলে বিশেষরূপে সতর্ক হইতেন; সুতরাং, তাঁহারা আর প্রায় হত বা আহত হইতেন না।

২রা এপ্রেল তারিখে, ইংরাজ ও বুয়রদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, এই সংবাদ প্রিটোরিয়া হইতে সেইস্থানে

* See despatches of Captain Brook in the Parliamentary Blue Books.

আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সংবাদ পাইয়া বুয়রগণ ১৩ই এপ্রেল তারিখে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া, প্রিটোরিয়ায় প্রস্থান করেন।

৩। * ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে, ষ্টেনডারটন্ (Standerton) দুর্গের মধ্যে যে সকল ইংরাজসৈন্য ছিলেন, তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, কতকগুলি বুয়র অশ্বারোহী তাঁহাদিগের দুর্গাভিমুখে আগমন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া, উহা সত্য কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত, ২৫ জন অশ্বারোহী দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। কিছুদূর গমন করিবার পর হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের বামপার্শ্ব হইতে একদল বুয়র অশ্বারোহী তাঁহাদিগের দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া, ইংরাজ-অশ্বারোহিগণ দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বুয়র-অশ্বারোহিগণও গুলি মারিতে মারিতে দশ মিনিট কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন। দুর্গমধ্যস্থিত ইংরাজগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ একদল পদাতিক প্রেরণ করেন। উহাদিগের সাহায্যে অশ্বারোহিগণ বুয়রদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, পরিশেষে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। এই সামান্য যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৫ জন অশ্বারোহী হত ও আহত হইয়াছিলেন।

৩০শে ডিসেম্বর তারিখে বুয়রগণ দূর হইতে ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়া ফেলিলেন।

---

* See Blackwood's Magazine for July and August of 1881.

১৮৮১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মেজর মণ্টেগু (Major Montague) নামক একজন ইংরাজ সেনানী দুর্গের নিকটবর্ত্তী ষ্টেনডরস্ কপ্ (Standar's Kop) নামক পাহাড়, যাহার উপর কতকগুলি বুয়র-সৈন্য থাকিত, তাহা বুয়র-শূন্য দেখিয়া, নিজের ৩০ জন সখের সৈন্য তাহার উপর স্থাপিত করিলেন। আরও ৩০ জন অশ্বারোহীকে ঐ পাহাড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া উত্থিত হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, যে দিক্ দিয়া, তাঁহারা ঐ পাহাড়ে উঠিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন, সেইদিকে অনেকগুলি বুয়রসৈন্য রহিয়াছেন।

এই সংবাদ পাইয়া মেজর মণ্টেগু তাঁহার সমস্ত সৈন্য-গণকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইয়া যেমন তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন, অমনি একদল বুয়র আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

ইহাঁদিগকে এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই দুর্গ হইতে আর একদল সৈন্য বহির্গত হইয়া, অপর পার্শ্ব হইতে বুয়রগণকে আক্রমণ করিলেন। দুই দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায়, বুয়রগণ অনন্যোপায় হইয়া, সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

এই সময় ৫০ জন বুয়র ঐ নগরের ১৮০০ শত হাত বহির্ভাগে ও ভাল্‌নদীর অপরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, গোলা-বর্ষণ করিতে সমর্থ হন, এইরূপ একটী উচ্চস্থান মৃত্তিকা

দিয়া প্রস্তুত করিতেছিলেন। ইংরাজগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, ঐ স্থানটী ভগ্ন করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। কারণ, যদি উঁহারা ঐ স্থানটী নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপরে কামান বসাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, কেবল মাত্র যে সেই নগরীর সম্পূর্ণরূপে বিপদ্ হইবে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে দুর্গেরও বিশেষরূপে ক্ষতি হইবে।

এই স্থানটী ভাঙ্গিয়া দেওয়া সাব্যস্ত হইল সত্য, কিন্তু কিরূপ উপায়ে ও কাহাদ্বারা উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করা একরূপ কঠিন হইয়া পড়িল।

এই অবস্থা দেখিয়া, দুইজন দেশীয় কয়েদী, যাহারা সেই সময় সেই স্থানের জেলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহারা আপন আপন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। সুযোগ বুঝিয়া উহারা দুইটীমাত্র বন্দুক হস্তে ৭ই জনুয়ারী তারিখে, ভাল্‌নদী পার হইয়া পড়িল। ঐ স্থানের নিকট বুয়রদিগের একটী তৃণনির্ম্মিত ঘর ছিল; উহারা গিয়াই, প্রথমে সেই ঘরে অগ্নি প্রদান করিল। ঘরখানি দেখিতে দেখিতে প্রজ্জলিত হইয়া গেল; কিন্তু, বুয়রগণ তাহার কোনরূপ প্রতিবাদাচরণ করিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া কয়েদিদ্বয় যে স্থানটী ধ্বংস করিবার মানসে সেই স্থানে গমন করিতেছিল, আস্তে আস্তে সেই স্থানের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই সময় সেইস্থানে বুয়রদিগের কেহই ছিল না; সুতরাং, অনায়াসেই তাহারা কেবল মাত্র যে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিল, তাহা নহে; সেইস্থানে বুয়রদিগের যে সকল যন্ত্রাদি ছিল, তাহার সমস্তই একেবারে নষ্ট করিয়া দিল।

এইরূপে আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন করিবার কালীন কয়েকজন বুয়র আসিয়া তাহাদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। উহারাও আপন আপন হস্তস্থিত বন্দুকের দ্বারা তাহার উত্তর প্রদান করিতে করিতে ভাল্‌নদী পার হইয়া আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিল। দেশীয় কয়েদিদ্বয় যেরূপ সাহসের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিল, তাহা যদি কোন সৈনিক পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়া ক্রশ (Victoria Cross) নামক পদক প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু, কয়েদিদ্বয়কে কেবলমাত্র তাহাদিগের কারাদণ্ডের অবশিষ্টাংশ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করা হয়।

এই সময় বুয়রদিগের কমান্‌ডেন্ট-জেনারেল জুবেয়ার (Commandant-General Joubert) একদিবস পূর্ব্বকথিত ষ্টেনডারস্‌ কপ (Standar's Kop) নামক পাহাড়ে স্বয়ং আগমন করিয়া, ঐস্থানে একটী কামান স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন।

একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করা কিরূপ দুরুহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা পাঠকগণ, ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। এক একখানি পত্র প্রেরণ করিতে ইংরাজদিগকে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে। অনেকে অর্থলোভে পত্রবাহক হইয়া বুয়রদিগের নিকট কয়েদীরূপে পরিণত হইয়াছে; কেহ বা আপন জীবনও হারাইয়াছে; কিন্তু, একজন জুলু কিরূপ সাহসিকতার সহিত সেই সময় পত্রাদি বহন করিয়াছিল, তাহা এই স্থানে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন।

JORASUNKO LIB
NO.
CALCUTTA

সংবাদবাহী জুলু।

একদিন একজন সৈনিক পুরুষ, জনৈক জুলুকে দুর্গের বাহিরে দেখিতে পান। কোথায় গমন করিবে জিজ্ঞাসা করায়, সে কহে, 'দুর্গের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির সহিত আমি দেখা করিতে চাহি।' এই কথা শুনিয়া সৈনিক তাহাকে তাঁহা-

দিগের সেনাপতির নিকট লইয়া যান ও সেনাপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। সে যখন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময় তাহার স্কন্ধের উপর একগাছি লাঠি ছিল ও সেই লাঠির দুইপ্রান্তে তাহার কাপড়ের দুইটী পুঁটুলি বাঁধা ছিল। সে সেনাপতিকে একান্তে লইয়া গিয়া, তাঁহার হস্তে তাহার সেই লাঠি গাছটী প্রদান করে ও কহে, সে প্রিটোরিয়া হইতে আগমন করিতেছে, প্রিটোরিয়ার সংবাদ এই লাঠির মধ্যে আছে। সেনাপতি তাহার কথা শুনিয়া, সেই লাঠি গাছটী কাটিয়া ফেলিলেন; দেখিলেন, জুলুর কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। প্রিটোরিয়ায় যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ও যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার সমস্ত সংবাদ ও সেই প্রদেশীয় স্থান সকলের ও রাস্তাঘাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্সা, প্রিটোরিয়ার একজন সেনাপতি স্যার জর্জ্জ কোলির নিকট প্রেরণ করিতেছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, সেই সময় স্যার জর্জ্জের এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবার কথা। কিন্তু, বুয়রগণের প্রতিবন্ধকতাচরণে তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দুর্গের সেনাপতির বিশ্বাস ছিল যে, সেই সময় স্যার জর্জ্জ কোলি নেটালে আছেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জুলু আনীত ঐ সকল কাগজ পত্র ও নিজের সংবাদাদি পুনরায় সেইরূপ ভাবে আর একগাছি লাঠির মধ্যে রাখিয়া, ঐ লাঠি কোলীর নিকট লইয়া যাইবার মানসে, পুনরায় সেই জুলুর হস্তে প্রদান করেন। জুলু ঐ লাঠিসহ গমন করিবার কালীন পথিমধ্যে বুয়রদিগের দ্বারা ধৃত হয়। কিন্তু, তাহার লাঠির মধ্যে যে চিঠি পত্র আছে, তাহার বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে

না পরিয়া, বুয়রগণ কেবলমাত্র ৫ দিবস ঐ জুলুকে কয়েদ রাখিয়া ছাড়িয়া দেন। এইরূপে বুয়রদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, সেই জুলু স্বাধীন অরেঞ্জ প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক, পরিশেষে ঐ লাঠি লইয়া গিয়া স্যার জর্জ্জ কোলীর হস্তে প্রদান করে।

ঐ জুলুর এইরূপ সাহসিকতায় ইংরাজগণ বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হন ও পরিশেষে দশটী গরুর মূল্য বাবদ তাহাকে ৪৫০ টাকা প্রদান করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ইংরাজগণ একবার বুয়রদিগকে আক্রমণ করেন। দুর্গের বহির্ভাগে বড় বড় তৃণাদি থাকা প্রযুক্ত সময় সময় বুয়রগণ লুক্কায়িতভাবে সেই সকল তৃণাদির মধ্য দিয়া আসিয়া, ইংরাজদিগের বিশেষরূপ ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দুর্গের সেনাপতি মেজর মণ্টেগু রাত্রিকালে ৭০ জন অশ্বারোহী সৈনিককে নিকটবর্ত্তী বুয়রদিগের একটী লেগার আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। যে লেগার আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই লেগারস্থিত বুয়রগণের সাহায্যার্থ অপর লেগারের বুয়রগণ আসিতে না পারেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের আসিবার রাস্তায় তৃণাদির মধ্যে, তিনি নিজে ৭০ জন পদাতিক সৈন্যের সহিত শায়িত অবস্থায় থাকেন। কিন্তু, সৈন্যগণ দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার পরই, শীতল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ভাবে বৃষ্টি পতন আরম্ভ হয় যে, ইংরাজ-সৈন্যগণকে বিশেষরূপে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রত্যূষে ইংরাজগণ বুয়রদিগের লেগার হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। সেই সময় বুয়রগণ তাঁহাদিগের আক্রমণসম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন; তথাপি, তাঁহারা

দ্রুতগতি প্রস্তত হইতে লাগিলেন। কেহ বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন, কেহ গুলিবারুদ সংগ্রহ করিতে ছুটিলেন, কেহ বা অশ্বগণের পৃষ্ঠে জিন কসিতে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে অপর লেগার হইতে বুয়রগণ তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আগমন করিতে লাগিলেন।

যেস্থানে তৃণাদির মধ্যে মেজর মণ্টেগু সাহায্যকারী বুয়র-দিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত লুক্কায়িত ছিলেন, ঠিক তাহার পার্শ্বে একদল বুয়রসৈন্য আসিয়া, ইংরাজ-আক্রমণকারি-গণকে ধৃত করিবার মানসে লুক্কায়িত রহিলেন। কিন্তু, পরস্পর পরস্পরের বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। বুয়রগণ এইরূপে কিছুক্ষণ লুক্কায়িত থাকিবার পর, যখন দেখিতে পাইলেন যে, সেইস্থানে কোন ইংরাজসৈন্য আগমন করিলেন না, তখন তাঁহারা সেইস্থান হইতে উঠিয়া যে লেগার ইংরাজগণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই দিকে গমন করিলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই মেজর মণ্টেগু দুইজন সেনাপতির সহিত ৫০ জন বুয়র সৈন্যকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করেন, তাহা তাঁহার নিজ লেখনী হইতেই নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।—

"যখন আমরা বৃষ্টিজলে ভিজিয়া ভিজিয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই তৃণের মধ্যে শায়িত রহিয়াছি, সেই সময় দেখিতে পাইলাম ৫০ জন অশ্বারোহী বুয়রের সমভিব্যাহারে একজন প্রকাণ্ডকায় বুয়র আমাদিগের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন; ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় দক্ষ সেনাপতির

ন্যায় একব্যক্তি একটী শ্বেতাশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। এই অবস্থা দেখিয়াই আমি তাঁহাদিগের উপর একেবারে গুলি বর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে ৭০ জন সৈন্যের হস্তস্থিত বন্দুক হইতে অনবরত গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইল; সেই প্রকাণ্ডকায় বীরপুরুষের উপর এত গুলি একেবারে নিক্ষিপ্ত হইল যে, তিনি আর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতে পারিলেন না; অশ্বের গলা জড়াইয়া ধরিয়া দ্রুতগতি অশ্বচালনাপূর্ব্বক, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আপন জীবন রক্ষা করিলেন। পরিশেষে ইহাকে অটো (Mr. Otto) নামক একজন সেনানী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম।

শ্বেতাশ্বারোহীও আমাদিগের সৈন্যগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দ্রুত অশ্বচালনে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইহাও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ঐ শ্বেতাশ্বারোহী ছিলেন,—স্বয়ং সেনাপতি ক্রঞ্জি (Cronje)। সন্ধির পর আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, ঐ দিবসের বিপদের ন্যায় তিনি আর হঠাৎ ওরূপে বিপদে কখনও পতিত হন নাই। সেই দিবস আমাদের নিক্ষিপ্ত একটী গুলি তাঁহার মস্তকস্থিত টুপি ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; আর একটী গুলি অশ্বপৃষ্ঠের জীন ছেদ করিয়াছিল, ও অপর একটী গুলি তাঁহার এক পায়ের জুতার হিল বা গোড়ালি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সেই দিবসের এই গোলযোগে বুয়রদিগের ১১ জন হত হয়।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই একজন ইংরাজ-সার্জ্জন একটু নেশার ঝোঁকে পাঁচজন মাত্র সৈন্য লইয়া, বুয়রদিগকে

আক্রমণ করিবার নিমিত্ত একটী পাহাড়ের উপর উত্থিত হন ও সেইস্থান হইতে সাহায্য চাহিয়া পাঠান। তাঁহার সাহায্যার্থ কয়েকজন সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু, তাঁহারা তাঁহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাগমন করেন। সার্জ্জন সেই সময় পাহাড়ের উপরিস্থিত একটী জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন।

লুক্কায়িত থাকিবার কালীন ২০ জন বুয়রসৈন্যকে সেইস্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর সেই সার্জ্জন গুলি বর্ষণ করেন; উহাতে বুয়রদিগের একজন হত হন। কিন্তু, অবশিষ্ট সকলে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন।

ইহার পরই বুয়রগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলেন। ইংরাজ-গণ যখন দেখিলেন যে, সার্জ্জন এইরূপে বুয়রদিগের হস্তে পতিত হইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহারা দুর্গ হইতে সমস্ত সৈন্য লইয়া বুয়রদিগকে আক্রমণ করিবার ভাণে, সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহা দেখিয়া বুয়রগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে, যেমন ইংরাজ-সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী হন, অমনি অপর দিক্ দিয়া সার্জ্জন পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া, পাঁচজন সৈন্যের সহিত আপন জীবনরক্ষা করেন।

এই ঘটনার পর ২৬শে মার্চ্চ তারিখে, ইংরাজগণ সংবাদ পাইলেন যে, উভয় দলে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

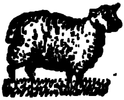

নবম পরিচ্ছেদ।

ওয়াকারষ্ট্রুম্ অধিকার চেষ্টা

ওয়াকারষ্ট্রুম্ (Wakkerstroom) ট্রান্সভালের মধ্যবর্ত্তী আর একটী নগর। এই স্থানে ইংরাজদিগের কতকগুলি সৈন্য থাকিতেন।

১৮৮১ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে, বুয়রগণ আসিয়া ঐ নগর অধিকার করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, ইংরাজগণ পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহর রক্ষার্থ কতকগুলি সৈন্য ও সখের সৈন্য নিযুক্ত ছিলেন। বিচারালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ডচ্‌দিগের একটী গির্জ্জার সম্মুখবর্ত্তী অন্তরাল দূরীভূত করিয়া, ঐ গির্জ্জা ঘরেই সেনানিবাস সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, বুয়রগণ সেই নগর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ইংরাজগণ জানিতে পারেন যে,

বুয়রগণ গ্রাস্‌কপ্ (Grass Kop) নামক স্থানে একটী সভা করিবেন। ঐ সভায় কি হয় না হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত মিষ্টার ফকাস্ (Mr. Fawcus) নামক একব্যক্তি সেইস্থানে গুপ্তবেশে গমন করেন; কিন্তু, প্রত্যাগমন করিবার কালীন তিনি বুয়রদিগের হস্তে পতিত হন। সেই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একজন বুয়রের অনুকম্পায়. তিনি সেই যাত্রা পরিত্রাণ পান। ১১ই জানুয়ারী তারিখে, ইংরাজদিগের সহিত বুয়রদিগের একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়; ঐ যুদ্ধে কতকগুলি দ্রব্যাদি ফেলিয়া বুয়রগণ পলায়ন করেন। পূর্ব্বকথিত ফকাস্ (Mr. Fawcus) নামক জনৈক সখের সৈন্য ঐ সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু, প্রত্যাগমন করিবার কালীন তাঁহার অশ্বের পদগুলি হঠাৎ মৃত্তিকার ভিতর প্রবিষ্ট হওয়ায়, সেই অশ্ব পড়িয়া যায়; তিনিও ৬ জন বুয়রকর্ত্তৃক ধৃত হন। তাঁহার সহিত যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ছিল, তাহা তিনি সেই সময়ে এরূপ চতুরতার সহিত সেইস্থানে পরিত্যাগ করেন যে, বুয়রগণ তাহা প্রাপ্ত হন না; পরিশেষে উহা ইংরাজদিগেরই হস্তগত হইয়াছিল। ফকাস্ (Mr. Fawcus) এইরূপে ধৃত হইয়া কমাণ্ডাণ্ট-জেনারেল জুবেয়ারের শিবিরে আনিত হন। সেইস্থানে অবস্থিতি করিবার কালীন বুয়রদিগের একটী সজ্জিত অশ্ব সেইস্থানে দেখিতে পাইয়া, লম্ফ প্রদানে তাহার উপর আরোহণ করেন। বুয়রগণ পুনরায় তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এইরূপে আপন জীবনরক্ষা করিয়া, তিনি ওয়াকারষ্ট্রুমে প্রত্যাগমন করেন; এবং কয়েক দিবস পরেই তিনি পত্র-

বাহকরূপে নিউকাসেল (New Castle) অভিমুখে গমন করেন। গমনকালে পথিমধ্যে তিনি বুয়রগণকর্ত্তৃক পুনরায় ধৃত হন; কিন্তু, তাঁহার নিকট কোনরূপ পত্রাদি না পাওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তিনি ঐ পত্র নিউকাসেলে লইয়া যাইতে অপারগ হওয়ায়, পরিশেষে তিনি একজন সেই দেশীয় অতিশয় চতুর লোকের হস্তে ঐ পত্র প্রদান করেন। ঐ ব্যক্তিও গমন করিবার কালীন ধৃত হইয়াছিল। ধৃত হইবার পূর্ব্বে সে যে দিকে গমন করিতেছিল, সেই দিক হইতে কয়েকজন বুয়রকে আসিতে দেখিয়া, সে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া যে দিক হইতে আসিতেছিল, পুনরায় সেইদিকে গমন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু, তাহাতেও সে বুয়রদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাঁহারা তাহাকে ধৃত করেন, ও উত্তমরূপে তাহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন; কিন্তু, তাহার নিকট হইতে কোন পত্রাদি বাহির করিতে সমর্থ হন না। তাহার নিকট যে পত্র ছিল, তাহা অতি ক্ষুদ্র কাগজে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল। ঐ কাগজখানি একটী ছোট পেনের কুইলের মধ্যে পুরিয়া সে আপনার মস্তকের ঘন চুলের ভিতর লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে কোথায় গমন করিতেছে, এই কথা বুয়রগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহার উত্তরে সে কহে যে, তাহার কয়েকটী পশু হারাইয়া গিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত সে গমন করিতেছে।

তাহার এই কথা বুয়রগণ বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা অনুমান করেন, নিউ কাসেল হইতে কোন সংবাদ সে অপর স্থানে লইয়া যাইতেছে। এই ভাবিয়া বুয়রগণ তাহার গতি পরি-

বর্ত্তন করিয়া দিয়া কহেন, "তুমি যেদিকে গমন করিতেছ, সেইদিকে গমন করিতে পারিবে না। তোমাকে নিউ কাসেল অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।" দেশীয় দেখিল, যে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইতেছে, সুতরাং সে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, আপন গন্তব্য স্থানেই গমন পূর্ব্বক, তাহার আনীত চিঠি পত্র ইংরাজদিগের নিকট প্রদান করিল।

৩০শে জানুয়ারী তারিখে, নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ের সন্নিকটে বুয়রদিগের কতকগুলি পশু দেখিতে পাইয়া, একদল ইংরাজ-অশ্বারোহী ও কতকগুলি পদাতিক ঐ সকল পশু ধৃত করিবার মানসে, সেইদিকে গমন করেন। কিন্তু, বুয়রগণ আসিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে, উভয় পক্ষে গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হয়; পরিশেষে বুয়রগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ইংরাজ-অশ্বারোহিগণও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় চারি মাইল রাস্তা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

অশ্বারোহিগণ যখন বুয়রদিগের অনুসরণ করিতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ইংরাজ-পদাতিক-সৈন্য বুয়রদিগের থাকিবার স্থানে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু, কাহাকেও সেইস্থানে দেখিতে পান না। কেবলমাত্র দেখিতে পান যে, বুয়রগণের আহারীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু, তাহা আহার না করিয়াই সেইস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং পদাতিকগণ এই সুযোগ আর কোনরূপেই পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, সেই সময় সেইস্থানে ঐ আহারীয় দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে উদর পূর্ণ করিয়া লন। প্রত্যাগমন করিবার কালীন ১৩০টা ঘোটক, ১৫টা গরু ও কম্বল প্রভৃতি অনেক দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

বুয়রগণ এইরূপে দিবাভাগে সেইস্থান হইতে তাড়িত হন সত্য, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহারা দ্বিগুণ পরিমিত লোক একত্র হইয়া পুনরায় সেইস্থানে আগমন করেন ও আপনাদিগের পরিত্যক্ত স্থান পুনরায় অধিকার করিয়া বসেন।

রাত্রিকালে বুয়রগণ আসিয়া যে ঐস্থান পুনরায় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহা দুর্গস্থিত সকলে জানিতে পারিলেও, নগররক্ষকগণ কিন্তু তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন না। পর দিবস প্রত্যূষে ২০ জন নগররক্ষক অশ্বারোহী বুয়রদিগের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট দ্রব্যাদি আনিবার মানসে যেমন সেই দিকে গমন করিলেন, অমনি বুয়রগণের দ্বারা তাঁহারা আক্রান্ত হইলেন। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদিগকে সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে হিল্‌ডার (Hildar) নামক একজন ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ঘোড়া সেই সময় এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ঐ ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি আপন ঘোড়া পরিত্যাগ করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের অন্তরালে বসিয়া আছেন, এরূপ সময় দেখিতে পান যে, ৪ জন বুয়র অশ্বারোহী তাঁহার দিকে আগমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়াই তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুকের একটী গুলি তাঁহাদিগের নেতার উপর নিক্ষেপ করেন। ঐ গুলি তাঁহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া যাওয়ায়, সেই বুয়র-নেতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায় ও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তিনি সেইস্থানে পতিত হন। ইহা দেখিয়া অপর তিনজন বুয়র সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক আপন দলে গিয়া মিলিত হন। হিল্‌ডারও এই সুযোগে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, সেই দেশীয় কতকগুলি লোক তাহাদিগের পশ্বাদি চরাইবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিল। বুয়রগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, তাহাদিগের উপর গুলি বর্ষণ করেন।

এই অবস্থা জানিতে পারিয়া, নগর হইতে কতকগুলি সখের অশ্বারোহী, বুয়রদিগের এই অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সেইস্থানে উপনীত হইবামাত্রই উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই যুদ্ধে বুয়রদিগের একটী গুলি মেজ (Mayes) নামক একজন সৈন্যের পদ ভগ্ন করিয়া দেওয়ায়, তিনি অশ্ব হইতে সেইস্থানে তৃণের মধ্যে পতিত হন। যখন উভয় পক্ষে ভয়ানক গুলি চলিতেছে, সেই সময় অসবর্ণ (Osborne) নামক একজন অশ্বারোহী তাহা দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার মানসে আর একজন অশ্বারোহীর নিকট হইতে একটী ঘোড়া প্রার্থনা করেন; কিন্তু, সেই অশ্বারোহী তাঁহার ঘোড়া দিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি নিজের একমাত্র অশ্ব লইয়া সেই ভয়ানক গুলি-বৃষ্টির মধ্যে প্রবৃষ্ট হন। মেজকে উত্থিত করিয়া আপনার ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহার বন্দুকটী নিজের বন্দুকের সহিত আপন স্কন্ধে রাখিয়া, দ্রুতগতি তাহার মধ্য হইতে বহির্গত হন। এইরূপে ঐগুলি বৃষ্টির মধ্য হইতে বহির্গত হইবার সময় কেবলমাত্র একটী গুলি আসিয়া, তাঁহার বন্দুকের কাষ্টখণ্ডের উপর পতিত হইয়া, উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। অসবর্ণ (Osborne) এই অসীম সাহসিকতার নিমিত্ত পরিশেষে ভিক্টোরিয়া-ক্রশ (Victoria Cross) নামক একটী মহাসম্মান-সূচক পদক প্রাপ্ত হন।

যখন এই যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় বেনেট্ (Bennett) নামক আর একজন সৈনিকও ৭।৮ জন বুয়র কর্তৃক পশ্চাৎ ধাবিত হন; তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে তিনি গুলি করিয়া মারিয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া অন্য একজন বুয়র দ্রুতগতি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার স্কন্ধদেশে বন্দুকের দ্বারা এরূপ এক আঘাত করেন যে, তিনি অশ্বচ্যুত হইয়া সেইস্থানে পড়িয়া যান। ঐ বুয়রও সঙ্গে সঙ্গে আপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহার বন্দুক পুরিয়া লইয়া, বেনেটের উপর এরূপ ভাবে এক গুলি নিক্ষেপ করেন যে, তাহাতে তাঁহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া যায়। বেনেট এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সেইস্থানে ঘাসের মধ্যে পতিত থাকিবার পর, অপর একজন বুয়র সৈনিক সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। বেনেটকে সাহায্যপ্রার্থী দেখিয়া, সেইস্থানে সাদা রুমালের একখানি নিশান পুতিয়া দিয়া, তিনি সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। বুয়রগণ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, ইংরাজগণ ঐ সাদা রুমাল দেখিতে পাইয়া, বেনেটকে সেইস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যান সত্য, কিন্তু সেই দিবসই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে বুয়রদিগেরও ৬ জন হত হইয়াছিলেন।

ইহার পর ২৪শে মার্চ্চ তারিখে, সংবাদ আইসে যে, বুয়রদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইয়া গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

লেংস্‌নেকের (Lamg's Nek) যুদ্ধ

কমাণ্ডাণ্ট-জেনারেল জুবেয়ার পূর্ব্বকথিতরূপে নানাস্থানের নগর ও দুর্গ সকল আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, নিজে অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে নেটালের দিকে অগ্রগামী হন। সেই দিক্ হইতে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত নেটালের হাই-কমিশনার ও কমেণ্ডার-ইন-চীফ্ (High-Commissioner and Commander-in-Chief) স্যার জর্জ্জ কোলি (Sir George Colley) আগমন করিতেছিলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া জুবেয়ার, তাঁহার গতি রোধ করিবার মানসে সেই দিকে গমন করেন। স্যার জর্জ্জ কোলি মাউণ্ট প্রস্পেক্ট (Mount Prospect) নামক স্থানে সসৈন্যে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করেন। সেই সময় তাঁহার সহিত ৫৮

সংখ্যক পদাতিকের ৫০০ শত, ৬০ সংখ্যক পদাতিকের ৪০০ শত, ৭০ জন অশ্বারোহী, ১২০ জন নাবিক সৈন্য, ২১ সংখ্যক পদাতিকের ১০০ শত, ১১০ জন গোলন্দাজ সৈন্য ও ৭০ কি ৮০ জন নেটাল দেশীয় পুলিশ ছিলেন। জুবেয়ারও সেই দিকে গমন করিয়া, তাঁহার ৪ মাইল মাত্র দূরে লেংস্নেক (Lamg'snek) নামক স্থানে আপন সৈন্য সংস্থাপিত করেন, এবং কতকগুলি সৈন্য অপর দিক দিয়া স্যার জর্জ্জের সংস্থাপিত শিবিরের পশ্চাৎভাগে প্রেরণ করেন।

জুবেয়ার তাঁহার সৈন্য সামন্তের সহিত কেবলমাত্র দুই-ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে, স্যার জর্জ্জ কোলি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে, অতি প্রত্যুষে, সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তুত হইবামাত্র, তিনি ৭০ জন অশ্বারোহী ও ৪০০ শত ৬০ সংখ্যক পদাতিক, বুয়রদিগের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইবার মানসে, উভয় শিবিরের মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রের উপর প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১২০ জন ন্যাবিক সৈন্য, ৫০০ শত ৫৮ সংখ্যক পদাতিক ও ৬টী কামানের সহিত ১১০ জন গোলন্দাজ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহী পুলিশগণ হত ও আহত সৈন্য-বহনকারী গাড়ী সকল লইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

সকলে নির্ব্বিবাদে সেই সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইবার পর, নাবিক সৈন্য সকল বামদিকে প্রেরিত হইলেন। গোলন্দাজগণ কয়েকটী কামান সহ দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। প্রাতঃ

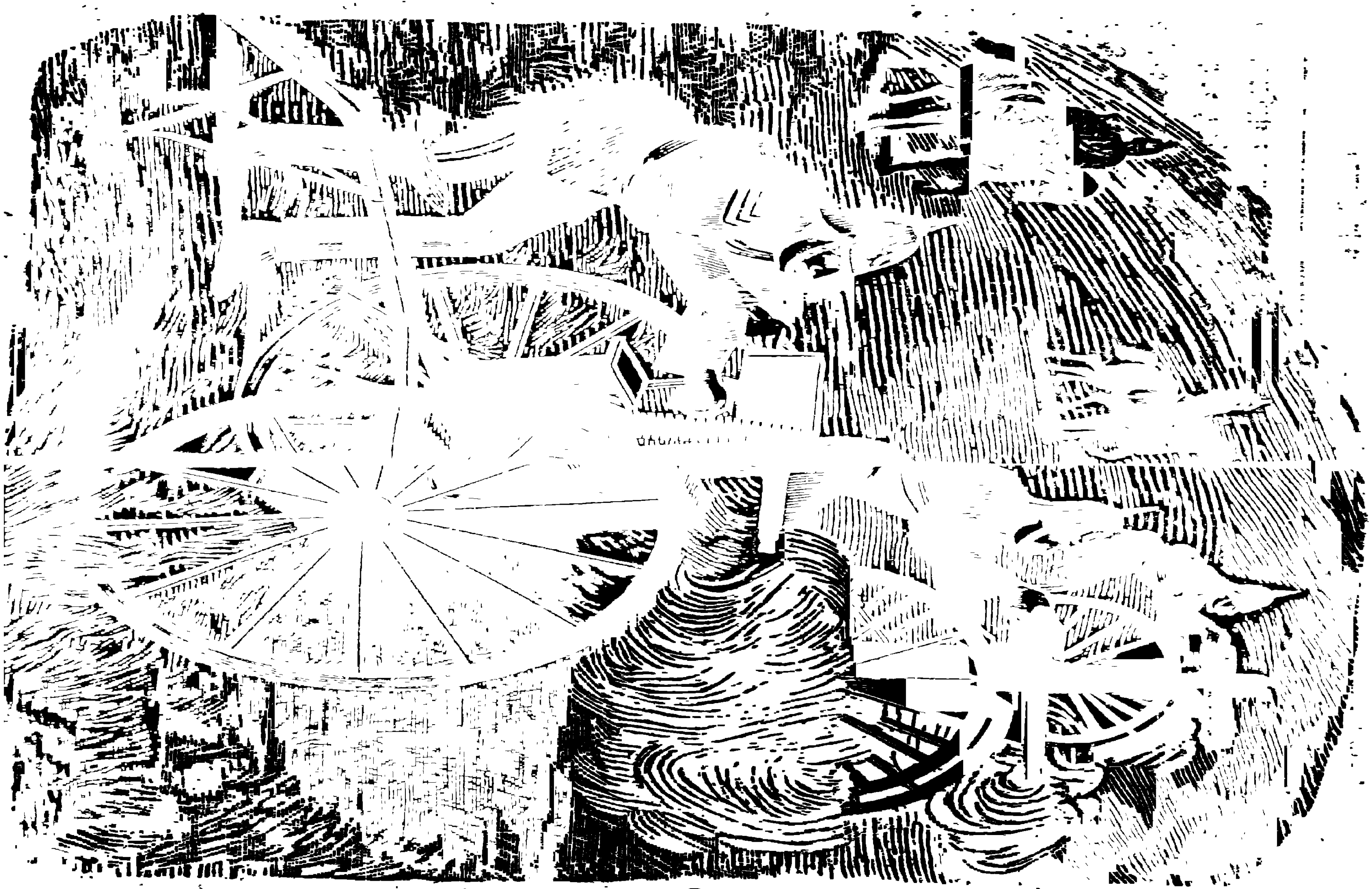

ম্যাক্সিম্ কামান।

৯টা ৫৫ মিনিটের সময় কামান সকল গোলা উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, লেংস্নেক পাহাড়ের উপর কতকগুলি বুয়র সৈন্য দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা, কিন্তু, ঐ সকল কামানের কোনরূপ প্রতি উত্তর প্রদান করিলেন না।

যে দিক হইতে ইংরাজগণ লেংস্নেক্ পাহাড় আক্রমণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে অর্থাৎ পাহাড়ের বিপরীত দিকে, বুয়রগণ তাঁহাদিগের শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, আরও কতকগুলি বুয়র সৈন্য, ঐ পাহাড় ও ইংরাজদিগের সমবেত সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হেনরী লেং নামক জনৈক বুয়র কৃষকের প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাবিক সৈন্যগণকর্ত্তৃক শেষোক্ত বুয়রগণ আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁহারা সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থিত তাঁহাদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন।

প্রায় ২০ মিনিট কাল গোলাবর্ষণ করিবার পর, কামান সকল নিস্তব্ধ করিবার আদেশ হইল। সেই সময় বুয়র সেনাপতি জুবেয়ার একবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। কামান নিস্তব্ধের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ঐ পাহাড়ের উপর উঠিতে অশ্বারোহিগণের উপর আদেশ হইল। তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী পাহাড়ের উপর উঠিবার মানসে, ৫৮ সংখ্যক সৈন্যগণও অগ্রগামী হইতে লাগিলেন। যে সময় অশ্বারোহী সৈন্যগণ পাহাড় আরোহণ আরম্ভ করিলেন, সেই সময় ৫৮সংখ্যক পদাতিকগণ প্রায় অর্দ্ধেক পথ অগ্রগামী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুয়রগণ এই অবস্থা দেখিয়া

অশ্বারোহিগণের উপর এরূপ ভয়ানক গুলি নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য-শূণ্য হইয়া এদিক ওদিক গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, মেজর ব্রাউন্‌লোর (Major Brownlow) কর্তৃত্বাধীনে তাঁহারা একত্র হইয়া, বিশেষ বীরত্বের সহিত পুনরায় ঐ পাহাড়ে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, বুয়রদিগের প্রবল গুলি সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারাও পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, সারজেণ্ট-মেজর লুনি (Sergeant-Major Lunie) নামক একজন সেনানী পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি একেবারে গিয়া বুয়রদিগের মধ্যে উপনীত হইলেন। বুয়রগণও একেবারে ৬টী গুলি মারিয়া তাঁহাকে সেইস্থানে হত্যা করিলেন। এই সময় ইংরাজদিগের ১৭ জন সৈন্য ও ৩২টা ঘোড়া হত ও আহত হইয়াছিল।

৫৮ সংখ্যক পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন, কর্ণেল ডীন্ (Colonel Dean)। যে সময় অশ্বারোহিগণ পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই সময় তিনি সেই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। বুয়রগণ পাহাড়ের উপরিস্থিত প্রস্তর সকলের অন্তরালে শয়ন করিয়া, ইংরাজদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। যে বুয়রগণ অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, অশ্বারোহিগণ প্রস্থান করিবার পর, তাঁহারাও আসিয়া উঁহাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। সুতরাং, ইংরাজ-সৈন্যের উপর প্রবল গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হইল; যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহারাই শত্রুর গুলিতে সেইস্থানে পতিত হইতে লাগিলেন

কর্ণেল ডীন্ যখন দেখিলেন, এরূপ যুদ্ধে ক্রমেই তাঁহার বলক্ষয় হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে গুলি বন্ধ করিয়া সঙ্গীন হস্তে অগ্রগামী হইতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, নিজে অসি উন্মোচিত করিয়া যেমন অগ্রগামী হইলেন, অমনি তাঁহার ঘোড়া আহত হওয়ায়, তিনি সেইস্থানে পতিত হইলেন। কিন্তু, দেখিতে দেখিতে দণ্ডায়মান হইয়া সৈন্যগণকে কহিলেন, "ভয় নাই, অগ্রসর হও।" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই, আরও একটী গুলি আসিয়া তাঁহাকে সংঘাতিকরূপে আহত করিল।

তিনি সংঘাতিকরূপে আহত হইবার পর মেজর হিন্‌জেস্‌টন্ (Major Hingeston) সেই সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু, দুই মিনিটের মধ্যেই সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সেইস্থানে পতিত হইলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া, ইংরাজ-সৈন্যগণ সেই সমতল ক্ষেত্রের উপর শয়ন করিয়া যেমন বুয়রদিগকে দেখিতে পাইলেন, অমনি তাঁহাদিগকে গুলি মারিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, পুনরায় তাঁহারা উত্থিত হইয়া সঙ্গীন হস্তে ছুটিলেন। বুয়রগণও পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময় মেজর পুল (Major Poole), লেফ্‌টেনেন্ট ডল্ফিন্ (Lieutenant Dolphin), কাপ্তেন লভ্‌গ্রভ্ (Captain Lovegrove), ও লেফ্‌টেনেন্ট ওডোনেল্ (Lieutenant Odonel) প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আহত হইয়া পড়েন। সুতরাং, অনন্যোপায় হইয়া, ইংরাজ-সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। তাঁহারা যখন পশ্চাৎপদ হন,

সেই সময় বুয়রগণ বহির্গত হইয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন; কিন্তু, সৈন্যগণ কামানের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। কেবলমাত্র লেফ্‌টেনেণ্ট বেলি (Lieutenant Ballie), যাঁহার নিকট ঐ দলের পতাকা ছিল, তিনি আহত হইয়া পতিত হন। ইংলণ্ডেশ্বরীর পতাকা সেই সময় পিল (Peel) নামক এক ব্যক্তির হস্তে ছিল। তিনি সেই পতাকা সহ বেলির সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। এই অবস্থা দেখিয়া বেলি কহেন, "আমাকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই; যাহাতে উভয় পতাকা তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ হও, কেবল তাহারই চেষ্টা দেখ।" এই কথা শুনিয়া পিল উভয় পতাকা সহ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। কিন্তু, পথিমধ্যে একটা গর্ত্তের ভিতর তিনি পতিত হন। তিনিও আহত হইয়া পতিত হইয়াছেন, এই ভাবিয়া আর একজন কর্ম্মচারী দ্রুতপদে সেইস্থানে আসিয়া উভয় পতাকা গ্রহণ করিয়া, অতি অল্প পথ গমন করিবামাত্র, পিল সেই গর্ত্ত হইতে উত্থিত হন, ও পুনরায় উভয় পতাকা গ্রহণ করেন।

এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৭৩ জন হত ও ১০০ জন আহত হইয়াছিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট হিল (Lieutenant Hill) গুলিবৃষ্টির মধ্য হইতে দুইজন আহত সৈনিককে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ভিক্টোরিয়া ক্রশ (Victoria Cross) নামক বিশিষ্ট গৌরব-সূচক পদক প্রাপ্ত হন।

এই যুদ্ধে একজন সৈনিক বাহাদুরী লইবার মানসে একটু জুয়াচুরী করিতে গিয়া ধৃত হন। তিনি তাঁহার সঙ্গীন দিয়া

একজন বুয়রকে হত্যা করিয়াছেন, এই কথা প্রকাশিত করিয়া রক্তাক্ত সঙ্গীনের সহিত প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পরিশেষে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, ঐ সঙ্গীনে যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা মনুষ্যের রক্ত নহে; উহা একটী আহত ঘোড়ার রক্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্‌গোগোর (Ingogo) যুদ্ধ।

স্যার জর্জ্জ কোলি যেস্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে নিউকাসেলে (New Castle) সংবাদাদি বহন করিবার নিমিত্ত, কয়েকজন কৃষ্ণকায় অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারাই সপ্তাহের মধ্যে ৩।৪ বার সংবাদাদি লইয়া গমনাগমন করিতেন। যাহাতে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারেন, তাহার নিমিত্ত ৩।৪ জন অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাদিগের সহিত কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত গমন করিতেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দিবা ১০টার সময়, সংবাদবাহিগণ নিয়মিতরূপ নিউকাসেল অভিমুখে গমন করেন। তাঁহারা ইন্‌গোগো নদী পার হইয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়াই দেখিতে পান যে; একদল বুয়রসৈন্য তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়াই তাঁহারা দ্রুত অশ্ব-

চালনে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। কেবলমাত্র একজন ব্যতীত সকলেই শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি কিন্তু প্রত্যাগমন না করিয়া, অপর একটী রাস্তা অবলম্বনে নিউকাসেলে গিয়া উপনীত হন।

নিউকাসেল হইতে ঐ রাস্তা দিয়া সৈন্যের রসদাদি আসিত; সুতরাং, ঐ রাস্তা পরিষ্কার রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, স্যার জর্জ্জ কোলি নিজে সেই দিকে, ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রাতঃ ৮টার সময়, গমন করেন। তাঁহার সহিত কর্ণেল এসবর্ণহেমের (Colonel Ashbornham) অধীনে ৬০ সংখ্যক পদাতিকের ৫ দল বা ২৭৩ জন সৈন্য, কাপ্তেন গ্রীয়ারের (Captain Greer) অধীনে ৪টা কামান ও ৩৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য গমন করেন।

ইন্‌গোগো নদীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে ২টী কামান ও ২৫ জন পদাতিক রাখিয়া, তিনি ঐ নদীর অপর পার্শ্বে গমন করেন।

নদী হইতে আরও দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিবার পর, হঠাৎ বন্দুকের শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সৈন্যগণের প্রায় ১ মাইল অগ্রে যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গমন করিতেছিলেন, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে বুয়রদিগের দ্বারা আক্রান্ত হন। বন্দুকের শব্দ শুনিয়াই সৈন্যদল ক্রমে অগ্রগামী হইতে আরম্ভ করিলেন ও সম্মুখে একটী অত্যুচ্চ সমতলক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বামপার্শ্বে দুইটী কামান স্থাপিত করিলেন। সেই সময় একজন অশ্বারোহী দ্রুতগতি সেইস্থানে আগমন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন যে, বুয়রগণ সম্মুখ ও দক্ষিণ পার্শ্বের

অসমতল ক্ষেত্র ও তৃণাদির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, কামানগুলি সম্মুখ ভাগেই আনীত হইল। সেই সমতলক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, তার অর্দ্ধ কোলি ২০০০ সহস্র হাত দক্ষিণে একটা পাহাড়ের উপর, প্রায় এক শত বুয়রঅশ্বারোহীকে দেখিতে পাইলেন।

তাঁহারা ইংরাজ-সৈন্যগণকে হঠাৎ সেইস্থানে দেখিতে পাইয়া, যেন বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও কি করিবেন তাহা হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া, সকলেই যেন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

ঐ বুয়র-অশ্বারোহিগণের উপর গোলা নিক্ষেপের আদেশ প্রদত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে একটি গোলা কামান হইতে বহির্গত হইয়া গেল; কিন্তু, উহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি না হইয়া, ঐ গোলা তাঁহাদিগের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

বুয়র-অশ্বারোহিগণ এই সময় সেইস্থান হইতে অবতরণ করিয়া, সেইস্থানের একখণ্ড নিম্ন জমীতে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেইস্থানে উপনীত হইতে না হইতেই, আর একটা গোলা আসিয়া তাঁহাদিগের পরিত্যক্ত পাহাড়ের উপর পতিত হইল।

এই সময় জনৈক বুয়র-সৈন্যের সাহসিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল;—তিনি একটা ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া, ও অপর দুইটী অতিরিক্ত ঘোড়া তাঁহার ঘোড়ার সহিত আবদ্ধ করিয়া, সেই পাহাড় হইতে অবতরণ করিতেছিলেন; নামিবার সময় একটা অতিরিক্ত ঘোড়া আহত হইয়া, আর অধিক দূরে গমন করিতে অসমর্থ হয়; সেই ঘোড়াটী অপর

ঘোড়াদ্বয়ের সহিত আবদ্ধ থাকায়, সকলের গতিই একেবারে রোধ হইয়া যায়; বুয়রসৈন্য তাঁহার ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ তিনটী ঘোড়াকেই তাড়াইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন; তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, উহাদিগের সম্মুখে গিয়া বল্গা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সেই সময় ৫।৬টি গুলি একেবারে তাঁহার উপর গিয়া পতিত হয়। তথাপি তিনি ঐ ঘোড়া কয়েকটির জীবন রক্ষা করিবার মানসে, উহাদিগকে লইয়া যাইতে বিশেষরূপ চেষ্টা করেন; কিন্তু, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে উহাদিগকে সেইস্থানে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই ইংরাজ-সৈন্যগণ বুয়রদিগের দ্বারা একেবারে বেষ্টিত হইয়া পড়েন। উঁহারা চতুপার্শ্ববর্ত্তী ঘাসের উপর শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে থাকেন। ইংরাজ-সৈন্যগণও সেইস্থানে শুইয়া শুইয়া যে সকল বুয়রদিগকে দেখিতে পান, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি মারিতে আরম্ভ করেন। গোলন্দাজগণও ঐ সমতল ক্ষেত্রের দুই পার্শ্বে দুইটি কামান স্থাপিত করিয়া, অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে দিবা ১২৷৷০ টা অতীত হইয়া যায়। এই সময় ইংরাজগণ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। একটি গোলা নিক্ষিপ্ত হইবার পরে ও অপর গোলা নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সামান্য সময়টুকু বুয়রগণ পাইলেন, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহারা গোলন্দাজদিগের উপর গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে গোলন্দাজদিগের বিশেষরূপ

অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, লুক্কায়িত বুয়রদিগকে সেইস্থান হইতে দূরীভূত করিবার মানসে অশ্বারোহিগণের উপর আদেশ প্রদত্ত হইল।

অশ্বারোহিগণ যেমন সেই সমতলভূমির একপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি বুয়রগণ তাঁহাদিগের উপর এরূপ-ভাবে গুলি নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন যে, প্রায় অর্দ্ধেক অশ্ব আহত হইয়া পড়িল; সুতরাং, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক আপন আপন জীবন রক্ষা করিতে হইল। এই সময় একজন অশ্বারোহী আহত হইয়াছিলেন।

গোলান্দাজদিগের কেবলমাত্র কামানের অন্তরাল ভিন্ন আর কোন স্থান ছিল না। সুতরাং, তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। কিরূপ দ্রুতগতিতে কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহাই দেখাইতে গিয়া কাপ্তেন গ্রীয়ার সেইস্থানে হত হন।

সেই সময় পানীয় জল একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সৈন্যগণ জল জল করিতেছিলেন; কিন্তু, কেহ যে তাঁহাদিগকে একবিন্দু জল প্রদান করিবেন, তাহার উপায় ছিল না। জলের বোতল সকল একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। "এখনই বৃষ্টি হইবে ও অজস্র বারি পাওয়া যাইবে"—এই বলিয়া অনেকেই আহত-গণকে আশা প্রদান করিতেছিলেন।

আহতগণের চিকিৎসার নিমিত্ত, সেইস্থানে কতকগুলি মৃত অশ্বের অন্তরাল করিয়া, একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত করিতে হইয়াছিল।

সেনাপতি স্যার জর্জ কোলি ঐ সমতল ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত একখণ্ড প্রস্তরের অন্তরালে থাকিয়া আদেশ প্রদান করিতে ছিলেন। সেই সময় একটী গুলি আসিয়া, ঐ প্রস্তরের উপর পতিত হয়; দেখিতে দেখিতে আর একটী গুলি আসিয়া তাঁহার দুই এক ইঞ্চি ব্যবধান দিয়া চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়া সকলেই অতিশয় ভীত হন; কিন্তু, কোলি তাহাতে দৃক্‌পাতও না করিয়া, আপনার কর্ত্তব্যপ্রতিপালন করিতে থাকেন।

সেই সময় একপার্শ্ব হইতে কতকগুলি বুয়রদিগকে আরও অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, একদল পদাতিকের সহিত কাপ্তেন মেক্‌গ্রিগরকে (Captain Macgregor) সেই দিকে গমন করিবার আদেশ প্রদান করেন। মেক্‌গ্রিগর আদেশ পাইবা-মাত্র সৈন্যের সহিত সেই দিকে গমন করেন। ঐ স্থান হইতে ১২০ হাতের মধ্যে কোনরূপ অন্তরাল না থাকায়, সমতল ক্ষেত্র দিয়াই তাঁহাকে গমন করিতে হয়। গমনকালীন সাংঘাতিক-রূপে আহত হইয়া তিনি সেইস্থানে পতিত হন। কিন্তু, সৈন্যগণ সেইস্থানে উপনীত হইয়া অন্তরালের সাহায্য গ্রহণ করেন ও বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বুয়রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে দিবা ৩টা পর্য্যন্ত অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া, কেবলমাত্র একজন লেফ্‌টেনেণ্ট ও চারিজন সৈন্য ব্যতীত, সকলেই কালগ্রাসে পতিত হন।

ঐ সমতল ক্ষেত্রের বামপার্শ্বে ছিলেন, সার্জেণ্ট-মেজর উইলকিন্‌স (Sergeant-Major Wilkins)। তিনি দেখিলেন যে, বুয়রগণ ক্রমে ১২০ হাত ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি সেনাপতির নিকট গমনপূর্ব্বক

সঙ্গীন লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতির অন্তরে তখন পর্য্যন্ত ৫৮ সংখ্যক পদাতিকের বিষয় জাগরিত ছিল; সুতরাং, তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সাহসী হইলেন না।

এই সময় একজন বুয়র একটী শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে একেবারে ইংরাজ-সেনাপতি ও অপরাপর সেনানীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং দেখিতে দেখিতে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক, একজন সৈন্যের উপর পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় আপন অশ্বে উত্থিত হইলেন। সেই সময় একপার্শ্ব হইতে কয়েকটী গুলি একবারে আসিয়া সেই বুয়রের উপর পড়িল; কিন্তু, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

সেনাপতি স্বচক্ষে এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "কাহারো নিকট কি বন্দুক নাই!"

এই কথা শুনিয়া উইল্‌কিন্‌স একটী বন্দুক বাহির করিয়া, পূর্ব্বকথিত বুয়র সৈনিকের উপর একটী গুলি নিক্ষেপ করিলেন। গুলি খাইয়া সেই বুয়র গড়াইতে গড়াইতে সেইস্থানে পড়িয়া গেলেন।

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে ৫টা বাজিয়া গেল। সেই সময় ভয়ানক মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুষল-ধারে বৃষ্টি পতন আরম্ভ হইল। যে সকল আহত সৈন্য জল জল করিতেছিলেন, তাঁহারা বৃষ্টিজলে যেমন জীবনরক্ষা করিলেন; তেমনি আর কতকগুলি বিশেষরূপে আহত সৈন্য শীতল বায়ু ও বৃষ্টিপতনে তাঁহাদিগের জীবনলীলা শেষ করিলেন।

বৃষ্টি পতন আরম্ভ হইল সত্য, কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। যখন এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, দক্ষিণদিক্ হইতে বুয়রগণ এক শ্বেত-পতাকা উঠাইয়া দিলেন। শ্বেত-পতাকা দেখিয়া ইংরাজ-সেনাপতি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গোলাগুলি বন্ধ হইয়া গেল।

যে দিক্ হইতে বুয়রগণ শ্বেত-পতাকা দেখাইয়াছিলেন, সেই দিক্ হইতে গুলি বর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল সত্য, কিন্তু বাম পার্শ্বস্থ বুয়রগণ মধ্যে মধ্যে গুলি চালাইতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া সেনাপতি, রিচি নামক জনৈক পাদ্রীকে শ্বেত-পতাকা লইয়া সেই দিকে গমন করিতে কহিলেন। তিনি সেই সমতল ক্ষেত্রের প্রান্ত পর্য্যন্ত উপনীত হইতে না হইতেই, আরও অধিক তেজে সেই দিক্ হইতে গুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল।

সেনাপতি এই অবস্থা দেখিয়া রিচিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কহিলেন। ইংরাজ গোলাগুলি বন্ধ হইবার পর, বুয়রগণ সাবকাশ পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে ঐ সমতল ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে একেবারে ভয়ানক তেজে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অধিকাংশ গুলিই যেস্থানে সেনাপতি ছিলেন, সেইস্থানে আসিয়া পতিত হইতে লাগিল।

এই অবস্থা দেখিয়া ইংরাজগণও পুনরায় গোলাগুলি নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট পারসনস্ (Lieutenant Parsons) একটী কামানে গোলা পুরিতে পুরিতে, আপনার হস্ত কাপড়ের ভিতর স্থাপিত করিয়া, ঐ গোলা নিক্ষেপ

করিলেন, ও পরিশেষে বীরভাবে সেনাপতির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় জানিতে পারা গেল যে, তিনি বিশেষরূপ আহত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার কার্য্যভার অপরের হস্তে ন্যস্ত হইল।

ইহার পূর্ব্বে সেনাপতি, দুইজন অশ্বারোহীকে অপর রাস্তা দিয়া সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ৫৮ সংখ্যক পদাতিকের কাপ্তেন হরন্‌বি (Hornby) কতকগুলি পদাতিকের সহিত সেনাপতির সাহায্যার্থ ইনগোগো নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বেই একদল বুয়র সেইস্থানে গমন করিয়া সেই স্থানে দুইটী কামান সহ ২৫ জন রক্ষী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, হরনবি সসৈন্যে সেইস্থানে উপনীত হইবামাত্র, বুয়রগণ সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষীয় বন্দুক ও কামান সকল নিস্তব্ধ হইল। সমস্ত দিবস অনবরত যুদ্ধ করিয়া সকলে ক্ষুধায় ও পিপাসায় একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। তথাপি যতদূর সম্ভব আহতগণকে একত্র সমবেত করিয়া, সেই সময় সেইরূপ অবস্থায় যতদূর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারা যায়, তাহা করিয়া, বস্ত্রাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে সেইস্থানে আচ্ছাদিত রাখিয়া, ও কয়েকজন সৈন্যকে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া, সেনাপতি সেইস্থান হইতে অবশিষ্ট

সৈন্যগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। কামান দুইটী সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন; গোলাগুলি ও বন্দুক যতদূর পারিলেন লইয়া গেলেন। যেগুলি কোনরূপেই লইয়া যাইতে পারিলেন না, তাহাদিগের কতকগুলিকে নষ্ট করিয়া ও কতকগুলি সেই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গেলেন।

অশ্ব সকল বুয়রগণ কর্ত্তৃক এরূপভাবে হত ও আহত হইয়াছিল যে, স্বয়ং সেনাপতিকে পর্য্যন্ত পদব্রজে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হয়। যে কয়েকটী মাত্র ঘোড়া অবশিষ্ট ছিল, তাহারাই কামানদ্বয়কে কোনরূপে টানিয়া লইয়া আইসে।

এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৫ জন সেনানী ও ৬১ জন সৈন্য হত, এবং ৪ জন সেনানী ও ৬৪ জন সৈন্য আহত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, নদী পার হইবার সময় কয়েকজন ডুবিয়াও মরিয়াছিলেন।

পর দিবস প্রাতে যখন আহতগণকে আনিবার নিমিত্ত লোকজন গমন করে, সেই সময় বুয়রগণও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হন। সেনাপতি ও সেনানীগণকে সেইস্থানে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহারা অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়েন। কারণ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, সকলে সেইস্থানে রাত্রিযাপন করিবেন ও প্রাতঃকালে পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন।

এই যুদ্ধে বুয়র-সেনাপতি ছিলেন, স্মিট (Smidt) নামক এক ব্যক্তি।

JORASUNKO LIBRARY
NO.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মাজুবা পাহাড়ের যুদ্ধ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বৈকালে, একজন কাফের বা সেই দেশীয় লোক আসিয়া ইংরাজ শিবিরে উপস্থিত হয়। তাহার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্যার জর্জ্জ কোলির কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; কিন্তু, কি যে কথা হয়, তাহা অপর কেহই অবগত ছিলেন না। কেবল একবার মাত্র সেই কাফের মাজুবা পাহাড়ের দিকে হাত উঠাইয়াছিল, ইহাই কেহ কেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সেই দিবস রাত্রি ৮॥০ টার সময় তূর্য্যধ্বনীর পরিবর্ত্তে মুখে মুখে এক আদেশ প্রচারিত হয়। সেই আদেশের উপর নির্ভর করিয়া কাপ্তেন মরিসের (Captain Morris) অধীনে ৫৮ সংখ্যক পদাতিক, কাপ্তেন স্মিথের (Captain Smith)

অধীনে ৬০ সংখ্যক বন্দুকধারী, কমেণ্ডার রমিলীর (Commander Romilly) অধীনে ৬৪ জন নাবিক সৈন্য, ও মেজর হের (Major Hay) অধীনে ৯২ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডার ;—মোট ৫৫৪ জন সৈন্য তিন দিবসের আহারীয়ের সহিত প্রস্তুত হয়। কিন্তু, কোথায় যে গমন করিতে হইবে, তাহা সেই সময় কেহই অবগত হইতে পারে নাই ; কেবল এইমাত্র জানিতে পারা যায়, কেহ কোনরূপ আলো প্রজ্জলিত করিতে পারিবেন না ; সকলকেই অন্ধকারের মধ্যে গমন করিতে হইবে।

এই সকল সৈন্য সামন্ত রাত্রি ১০ টার সময় শিবির পরিত্যাগ করিলেন। সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলে মাজুবা পাহাড়ের নিম্নে গিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময় সকলেই জানিতে পারিলেন যে, বুয়রগণ ঐ পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থ সমতল ভূমিতে তাঁহাদিগের শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আরও অবগত হইতে পারিলেন যে, মাজুবা পাহাড়ের উপর হইতে যদি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কিছুতেই আর তাঁহাদিগের নিস্তার নাই।

এই অবস্থা জানিতে পারিয়া, সকলে ক্রমে সেই অন্ধকার রজনীর সাহায্যে মাজুবা পাহাড়ে আরোহণ আরম্ভ করিলেন। পাহাড়ে আরোহণ করিবার সময় কেহ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হন নাই। কেবলমাত্র বিলাতী ডেলী নিউজ (Daily News) পত্রের সংবাদ দাতা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে জিন সহিত পিছলাইয়া পড়িয়া যান। কিন্তু, পরিশেষে

বিনা টুপি ও বিনা অশ্বে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

পাহাড়ে কিছু দূর আরোহণ করিবার পর একটী সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়। সেইস্থানের এক দিকে ৬০ সংখ্যক বন্দুকধারী সৈন্যের ১৪০ জন, ও অপর দিকে ৯২ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের একদল, কাপ্তেন রবার্টসনের [illegible] রক্ষিত হয়। এইস্থানে ইহাদিগের নিকট সমস্ত অশ্বগুলি রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যগণ সেই পাহাড়ের অবশিষ্ট অংশে উঠিতে আরম্ভ করেন। সেনাপতি ও সেনাগণ ইহাদিগের অগ্রে অগ্রে উঠিতে লাগিলেন। তাহার অগ্রে পূর্ব্ববর্ণিত সেই কাফের। পাহাড় বাহিয়া সকলেই নিঃশব্দে ও বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে শ্বাস প্রশ্বাস লইবার নিমিত্ত একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উঠিতে উঠিতে এরূপ স্থানে উঠিয়া পড়িলেন যে, সেইস্থান হইতে আর ৮০ হাত উঠিতে পারিলেই, সকলে পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে পারেন। কিন্তু, ঐ ৮০ হাত পাহাড় এরূপ সোজা ও পিচ্ছল যে, তাহা বাহিয়া উঠিতে পারা নিতান্ত সহজ নহে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে ঘাস সকল জন্মিয়াছিল বলিয়াই, উহা অবলম্বনপূর্ব্বক একরূপ হামাগুড়ি দিয়া অনেক কষ্টে পরিশেষে সকলেই সেই পাহাড়ের উপর উত্থিত হইতে সমর্থ হইলেন। যখন তাঁহারা সেই পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন, তখন রাত্রি ৩টা। পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া সকলে পাঁচ মিনিট কাল চুপ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন ও

এইরূপে একটু বিশ্রাম করিয়াই, কয়েকজন সৈন্য ঐ পাহাড়ের উপর বুয়রগণ আছেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত এদিক ওদিক দেখিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন বুয়রকে সেইস্থানে দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন সেনাপতি সকলকে কহিলেন, "তোমরা প্রথমে আপন আপন স্থান গ্রহণ করিয়া সেই সেই স্থানে বিশ্রাম কর।" রাত্রি যেরূপ ঘোর অন্ধকারময়, তাহাতে কেহই আপন আপন স্থান ঠিক করিয়া লইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, কয়েক দল সৈন্য এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই সময় তাঁহাদিগের আপন আপন দল বাছিয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ গোলযোগে রাত্রি ৪টা বাজিয়া গেল।

যেস্থানে বুয়রদিগের শিবির সন্নিবেশিত ছিল, সেইস্থানে কেবলমাত্র এক একটী সামান্য আলোকের আভাসমাত্র দৃষ্টি গোচর হইতেছিল। কিন্তু, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের শিবির আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। প্রত্যেক গাড়ীর মধ্য হইতে আলো সকল দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল, বুয়রগণ ইংরাজদিগের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে সকলে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রাতে ৫॥০ টার সময় ৫৮ সংখ্যক সৈন্যদলের লুসি (Lucy) নামক একজন লেফ্‌টেনেণ্ট একজন বুয়র সংবাদসংগ্রহকারীর উপর গুলিনিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু, সার-জর্জ্জ কোলি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

এই সময় বুয়রগণের শিবিরে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। অশ্ব সকল সজ্জিত হইল, আরোহিগণ অশ্বে আরোহণ করিয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিলেন। বলিবর্দ্দ সকল গাড়ীতে সংযোজিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কিন্তু, বুয়রগণ সেইস্থান হইতে পলায়ন করিলেন না। পলায়নের পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহারা ঐ পাহাড়ের তিন দিক আশ্রয় করিয়া, প্রস্তর ও বৃক্ষ প্রভৃতির অন্তরালে অন্তরালে ক্রমেই ইংরাজ-সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলেন। যে দিক দিয়া তাঁহারা সেই পাহাড়ের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই দিকের ইংরাজ-সৈন্যগণও তাঁহাদিগের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। বুয়রগণও গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে ক্রমেই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

পাহাড়ের উপর একটী কূপ খনন করিয়া, সেই কূপস্থিত শীতল জল পান করিয়া ইংরাজ-সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই সেই সময় বিশ্রাম করিতেছিলেন। বুয়রগণ অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাঁহারাও গিয়া ক্রমে বুয়রদিগের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

দিবা ১০টা পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ হইবার পর, সর্ব্বপ্রথম বুয়রগুলিতে একজন হাইল্যাণ্ডার সৈনিক আহত হইয়া পড়িলেন; ক্রমে ক্রমে আরও একজনের সেই অবস্থা ঘটিল। স্যার-জর্জ্জ কোলি কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া, বীরের ন্যায়

সর্ব্বস্থানে গমন করিয়া সময় উপযোগী আদেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

আহতগণকে দেখিবার নিমিত্ত যে সময় সেনাপতি পাহাড়ের ধারে গমন করেন, সেই সময় একজন কর্ম্মচারী ১২০০ শত হাত দূরবর্ত্তী দুইজন বুয়রকে দেখিতে পাইয়া, যেমন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, অমনি একটী গুলি আসিয়া নাবিক-সৈন্যের সেনাপতি রমিলীকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল।

ক্রমে ১১॥০ টা বাজিয়া গেল; সেই সময় হঠাৎ পাহাড়ের একপার্শ্ব হইতে বন্দুকের ভয়ানক আওয়াজ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলেই মনে করিলেন, ঐ দিকের বুয়রগণ বিশেষ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় সেই দিকে কেবল ১৫ কি ১৬ জনমাত্র হাইল্যাণ্ডার সৈন্য ছিলেন। তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আর কতকগুলি সৈন্য সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে বুয়রদিগের বন্দুক নিস্তব্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় আর একদিক্ হইতে প্রবল তেজে গুলি সকল আসিতে লাগিল। বুয়রদিগের অবস্থা দেখিয়া, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে লাগিল যে, তাঁহাদিগের একদল যখন একদিক্ হইতে ভয়ানক গুলি নিক্ষেপ আরম্ভ করেন, সেই সময় অপর দিক হইতে অপর দল ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন; আবার তাঁহারা যখন গুলি নিক্ষেপ আরম্ভ করেন; তখন অপর একদল অপর আর একস্থান দিয়া উঠিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে সেই অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর প্রস্তর প্রভৃতির অন্তরালে শয়ন করিয়া, গুলিবর্ষণ করিতে করিতে ক্রমেই প্রায় ২০০ শত বুয়র, পাহাড় আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় ইংরাজদিগের আহত সৈন্যের সংখ্যাও ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাফিরগণ প্রাণপণে আহতগণকে আনিয়া, ডাক্তারের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল। কাফির-গণ সেই সময় এতদূর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, গুলি খাইয়া একজনের অঙ্গ দিয়া ভয়ানক রুধির ধারা ছুটিতেছিল, কিন্তু, তাহার দিকে সে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছিল।

সৈনিকগণের মধ্যে সকলেই যে বিশেষ আন্তরিক যত্নের সহিত তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যপালন করিতেছিলেন, এরূপ অনুমান হয় না। কেহ গুলি আনিতে যাইতেছেন, কাহাকেও অপর সেনানী ডাকিয়াছেন, এইরূপ একটী একটী ওজর করিয়া অনেকে এদিক ওদিক হইতে লাগিলেন।

যাঁহারা আন্তরিক ইচ্ছার সহিত বন্দুক ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু সেই বন্দুক সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। মস্তকে গুলি লাগায় একজন সৈন্য সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন; ডাক্তার তাঁহার মস্তক এরূপভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন-যে, কেবল তাঁহার মুখ ও চক্ষু ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; তথাপি কিন্তু তিনি বন্দুক পরিত্যাগ করেন নাই,—প্রাণপণে বুয়রদিগের উপর গুলি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

ইংরাজদিগের এই অবস্থা দেখিয়া বুয়রগণের মধ্যে ১৫০ জন আপন আপন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, নিকোলাস স্মিটের (Nicholas Smidt) কর্তৃত্বাধীনে, তৃণ, প্রস্তর, বৃক্ষ অবলম্বনে সেই দুই সহস্র ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর বুক বাহিয়া

মাজুবা পাহাড়।

উঠিতে লাগিলেন। উঠিবার সময় তাঁহাদিগের চক্ষু রহিল ঊর্দ্ধে। উঠিতে উঠিতে পাহাড়ের উপর হইতে যাঁহাকে মুখ বাড়াইতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকেই গুলি মারিতে লাগিলেন।

এইরূপ উপায়ে নিকোলাস্ স্মিট ৮০ জন বুয়রসৈন্তের সহিত প্রথমেই সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িলেন। প্রাতঃকাল হইতে পাহাড় বাহিয়া ২০০০ ফিট উঠিতে, দিবা দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল।

ইংরাজ-সৈন্যগণ বুয়রদিগকে সেই পাহাড়ের উপর উঠিতে দেখিয়া, একবার প্রাণপণে সঙ্গীনের যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু, বুয়র-দিগের হস্তে নিষ্কৃতিলাভ একেবারে অসম্ভব দেখিয়া, পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। স্যার জর্জ্জ কোলি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে পদমাত্র বিচলিত না হইয়া, যাহাতে নিজের সৈন্তগণ পলায়ন করিতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ও মুখে তাঁহা-দিগকে সাহস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎসগণ, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা পশ্চাদ্‌পদ হইও না।" সেই সময় বুয়রদিগের একটী গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তকভেদ করিয়া চলিয়া গেল, তিনিও সেইস্থানে পতিত হইয়া, ইহজীবন পরিত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৬ জন সেনানী ও ৯০ জন সৈন্য হত এবং ৭ জন সেনানী ও ১২৫ জন সৈন্য আহত হইয়া ছিলেন। তদ্ব্যতীত, ৭ জন সেনানী ও ৪৯ জন সৈন্য বুয়র হস্তে ধৃত হন। বুয়রদিগের ক্ষতি নিতান্ত সামান্যই হইয়াছিল; তাঁহাদিগের কেবলমাত্র ১ জন হত ও ৫ জন আহত হয়।

স্যার-জর্জ্জ-কোলি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর তারিখে, আয়ারলণ্ডের রাজধানী ডবলিন্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর আমাদের ভারতেশ্বরী প্রথম রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই বৎসর তাঁহার পিতা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন। সেই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল, ২ বৎসরমাত্র।

যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসর; সেই সময় তাঁহার পিতা দেশ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যখন তাঁহার বয়ঃ-ক্রম ১৩ বৎসর, সেই সময় তিনি সামরিক-বিদ্যা-শিক্ষা করিবার মানসে সেণ্ডহার্ষ্ট কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেইস্থানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া, বিশেষ সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পরই স্যার-জর্জ্জ-কোলি নিম্নশ্রেণীস্থ একটী সৈনিকের পদ গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দলস্থিত সৈন্যের সহিত তিনি আয়ারলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় হইতে তিনি বিশেষরূপে লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ করেন ও অভাব-পক্ষে প্রত্যহ চারি ঘণ্টা কাল তাঁহার নিয়মিত পড়িবার সময় স্থির করিয়া লন।

এই সময় বার্ক নামক তাঁহার একজন সেনানী বন্ধু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গমন করেন। কোলির সেই যুদ্ধে গমন করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু, তিনি তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে, তাঁহাকে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিতে হয়।

গমনকালীন পথিমধ্যে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন ;——

" Lord ! ere I join the deadly strife
And battle's terrors dare,
First would I render soul and life
To thine Almighty care.

And when grim Death, in smoke-wreathes robed,
Comes thundering o'er the scene,
What fear can reach a soldier's heart
Whose trust in Thee has been ?"

পশিবার আগে বিভো ! ভীষণ সমরে,
সম্মুখে রাখিয়া দৃশ্য অতি ভয়াবহ,
প্রথমে সঁপিব আমি সর্ব্বশক্তিকরে,
হৃদয়ের ভক্তি আদি মন প্রাণ সহ।

বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি মৃত্যুর যখন,
আসিয়া পশিবে দ্রুত ধূমের মাঝারে,
কোন বীর হিয়া বল ডরিবে তখন,
প্রগাঢ় বিশ্বাস যা'র তোমার উপরে।

এই কবিতা পাঠ করিয়া, সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র সৈনিকপুরুষ ছিলেন না; তিনি একজন কবির মধ্যেও পরিগণিত ছিলেন।

ইহার পর একটী সংগ্রাম উপলক্ষে তাঁহাকে চীনদেশে গমন করিতে হয়। চীন-রাজের পিকিনের গ্রীষ্মনিবাস জ্বালাইয়া দিবার সময় তিনি বিশেষরূপ সাহায্য করেন। ঐ স্থান লুণ্ঠন করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ইহার অংশ হয় ৫০ পাউণ্ড বা ৭৫০৲ টাকা।

ইহার পর ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ষ্টাফ্ কলেজের (Staff College) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরিশেষে আফ্রিকার আশান্তি যুদ্ধে (Ashanti) রসদ লইয়া যাইবার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানপদে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন।

ইহার কিছুদিবস পরেই কর্ণেলের পদে নিযুক্ত ও সি, বি, (Commander of the Bath) উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নেটালে গমন করিয়া সর্ব্ব প্রথমে তিনি ট্রান্সভালের বিষয় অবগত হন। ইহার পর ভারতীয় বড় লাট লর্ড লিটনের (Lord Lytton) সমর-সচিবের পদে হইয়া, তিনি ভারতবর্ষে

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি কাবুল যুদ্ধে গমন করেন। কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি কে (Knight :ommander of the Star of India) উপাধিতে ভূষিত হন। জুলু-যুদ্ধের সময় তিনি পুনরায় নেটালে গ করেন এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, তিনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করেন। পরিশেষে গভর্ণর, হাই কমিশনার ও

কমেণ্ডারের পদে নিযুক্ত হইয়া, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন; এবং অবশেষে মাজুবা পাহাড়ের যুদ্ধে আপন জীবন বিসর্জ্জন করেন।

সার-জর্জ্জ-কোলির মৃত্যুর পর তাঁহার নিম্নপদস্থ সার-এভিলিন উড (Sir Evelyn Wood) অস্থায়িরূপে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে বুয়র ও ইংরাজদিগের মধ্যে এক সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া, উভয়পক্ষের গোলযোগ মিটিয়া যায়। যে সময় ট্রান্সভালের বুয়র ও ইংরাজদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় স্বাধীন-অরেঞ্জ-রাজ্যের সভাপতি ছিলেন; সার-হেনরী-ব্র্যাণ্ড (Sir Henry Brand)। ইনি ঐ যুদ্ধ সময়ে কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, নিরপেক্ষভাবে ছিলেন, এখন তাঁহারই উদ্যোগে ও যত্নে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ট্রান্সভালের বুয়রগণ সেই রাজ্যের মধ্যে আপনাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হন; কিন্তু ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে অপর কোন বিদেশীয়-গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহারা কোন প্রকার সন্ধি প্রভৃতি করিতে পারিবেন না। ইহা ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়েই তাঁহারা ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতে সম্মত রহিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের যে সন্ধি অনুসারে ট্রান্সভাল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্যের সভাপতি পল ক্রুগার (Paul Kruger) সন্ধির সর্ত্ত সকল কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। এই সন্ধিতে যে সকল সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটীই প্রধান।

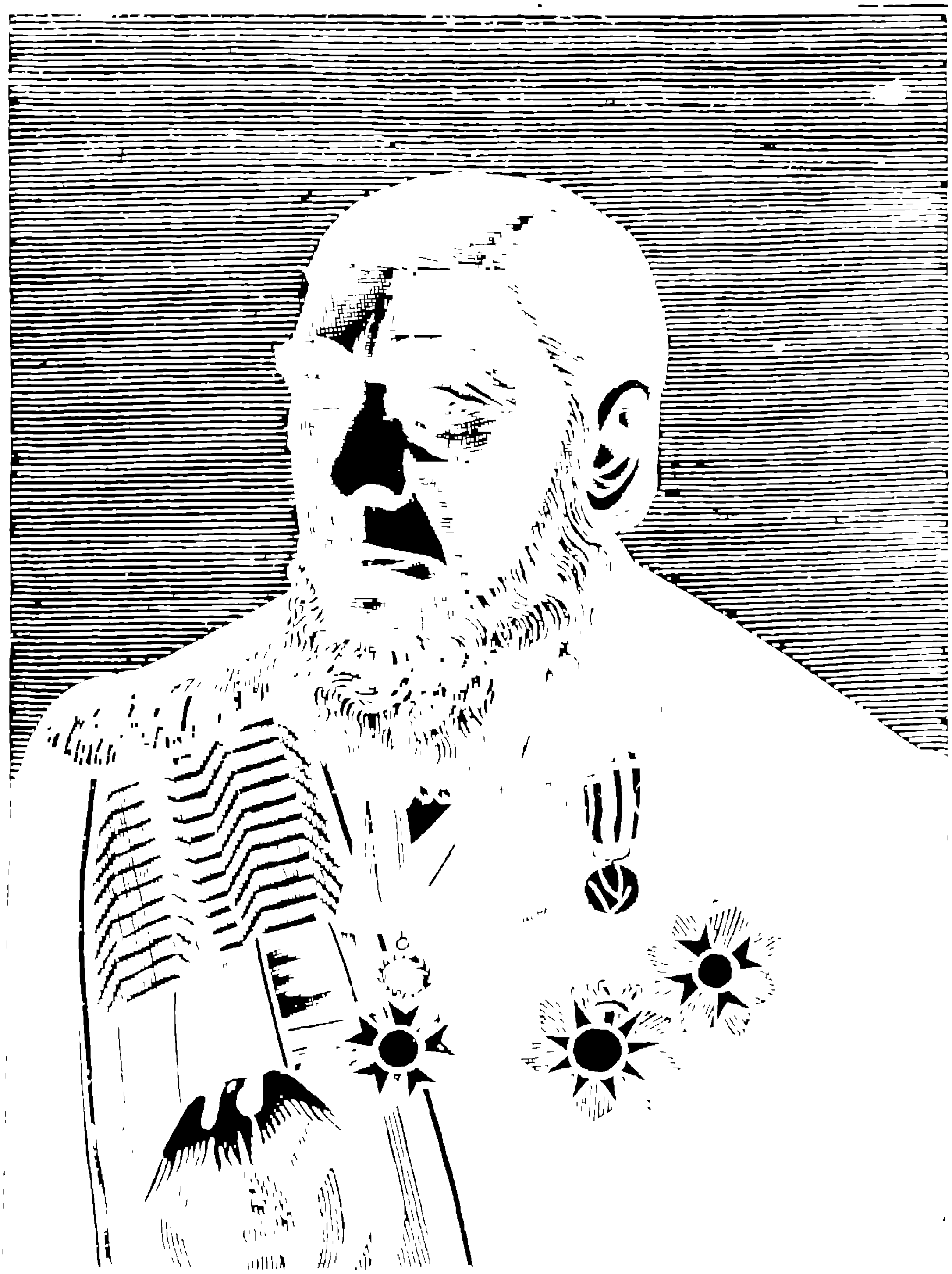

পল ক্রুগার। Paul Kruger.

পূর্ব্বে সর্ত্ত ছিল যে, "ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে অপর কোন বিদেশীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত ট্রান্সভাল কোন প্রকার সন্ধি প্রভৃতি করিতে পারিবেন না।" এই সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া, এখন ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, তাঁহারা বিদেশীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিতে পারিবেন, কিন্তু, সেই সন্ধি পত্রের একখানি অবিকল নকল ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ নকল প্রাপ্তে যদি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ৬ মাসের মধ্যে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ইহাতে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু, অরেঞ্জ-স্বাধীনরাজ্যের সহিত যে কোন সন্ধি স্থাপিত হইবে, তাহার সংবাদ ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবার প্রয়োজন হইবে না।

২। সকল বিষয়েই ট্রান্সভাল ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের প্রাধান্য (Suzerainty) স্বীকার করিবেন,—এই কথা পূর্ব্বে সন্ধিপত্রে লেখা ছিল, এবার তাহার কোনরূপ উল্লেখ রহিল না।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA

পঞ্চম খণ্ড।

জেমসন রেড।

জামসন রেড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেচুয়ানাল্যাণ্ডের গোলযোগ

গ্রিকোয়া (Griqua), বেরোলং (Barolong), বেটলাপিন্ (Batlapin) নামক তিনটী জাতি কিরূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। স্বাধীন হইবার পর হইতেই উহাদিগের মধ্যে আরও গোলযোগ উপস্থিত হয় ও উহারা ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। ইহাদিগের এক দলের

মধ্যে একজন দ-কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, উভয় দলের মধ্যে সহজে গোলযোগ মিটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি এই পরামর্শ প্রদান করিলেন যে, সেই প্রদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণকে সখের-সৈন্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ যুদ্ধের বিশেষরূপ সাহায্য হইতে পারে। এই প্রস্তাব ক্রমে কার্য্যে পরিণত হয় ও এই মর্ম্মে একদল শ্বেতাঙ্গ-সৈন্য নিযুক্ত হন যে, যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্তরূপ জমি প্রদান

এক পক্ষে এইরূপে শ্বেতাঙ্গগণ নি ক্ত হইতে লাগিলেন দেখিয়া, অপর পক্ষীয় লোকেরাও সেইরূপ ভাবে শ্বেতাঙ্গগণকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়পক্ষেই বিস্তর শ্বেতাঙ্গ যোগ দিয়া, উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে লাগিলেন। ইহার পরিণাম এই হইল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল যুদ্ধ শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যেই হইতে লাগিল; এক-পক্ষীয় শ্বেতাঙ্গগণ অপর পক্ষীয় শ্বেতাঙ্গগণের হস্তে ক্রমে নিধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন

এই অবস্থা দেখিয়া, পরিশেষে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্য স্যার-চার্লস-ওয়ারেণের (Sir Charles Warren) কর্ত্তৃত্বাধীনে সেই প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ঐ প্রদেশ দুইটী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। একটী রাজ্যের নাম হইয়াছে গোসেন (Goshen) রাজ্য, ও অপরটী ষ্টেলাল্যাণ্ড (Stellaland) রাজ্য। ইংরাজ-সৈন্য সেইস্থানে উপস্থিত হইলে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়ম ই

স্যার চার্লস ওয়ারেন। Sir Charles Warren.

উভয় স্থান ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ঐ স্থান দুইটী ইংরাজগণ পাঁচটী বিভাগে অর্থাৎ ম্যাফেকিং (Mafeking), ব্রাইবার্গ (Vryberg), টাউঙ্গ (Toung), কুরুমান (Kuruman) ও গার্ডোনিয়া (Gardonia) নামে অভিহিত করিয়া শাসন করিতে নিযুক্ত হইলেন। এইস্থান কয়েকটী বর্ত্তমান ব্রিটিশ বেচুয়ানা প্রদেশের অন্তর্ভূত

NO.
CALCUTTA

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণ-খনির আবিষ্কার

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লিডেনবার্গ (Lydenberg) নামক স্থানে সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়। এই সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইবার পর, নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে থাকেন। অনেকগুলি ইংরাজও ঐ সময় এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প দিবসের মধ্যে বারবারটন্ (Barberton) নামক একটি নগরী ঐ প্রদেশে স্থাপিত হইয়া যায়।

এই সময়ে উইট ওয়াটারর্স রেণ্ড (Wit Waters Rand) নামক স্থানে আরও অধিক পরিমাণে সুবর্ণ উত্থিত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, সেই প্রদেশীয় অনেক লোকের দৃষ্টি এইস্থানের উপর পতিত হয় ও অনেকেই বারবারটন নগর পরিত্যাগ

করিয়া, সেইস্থানে গমন করেন। এইস্থানে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই জোহান্সবার্গ (Johansberg) নামক একটী সমৃদ্ধিশালী ও মনোরম নগর স্থাপিত হইয়া পড়ে

সুবর্ণ-খনি সকল আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। সুতরাং, রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকলের অবস্থার বিশেষরূপে উন্নতি হয়। নূতন নূতন উৎকৃষ্ট সৌধাবলীর দ্বারা নগর সকল শোভিত হইতে আরম্ভ হয়, নানাস্থানে টেলিগ্রাফ সংস্থাপিত হইয়া, সংবাদাদি চলাচলের উপায় হয়, নদীসমূহের উপর সুরম্য সেতু সকল নির্ম্মিত হইয়া, পারাপারের কষ্ট দূরীভূত হয় ও স্থানে স্থানে বিস্তৃত রাজবর্ত্মসমূহ প্রস্তুত হইয়া, শকটাদি চলিবার বিশেষ সুবিধা হয়

রাজ্যের মধ্যে নানাস্থানে ডচ্‌ভাষা শিক্ষার উপযোগী সরকারী স্কুল ত ছিলই; তদ্ব্যতীত, ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত ইংরাজ অধিবাসিগণ নানাস্থানে ইংরাজীস্কুল স্থাপিত করেন

রাজকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত একটী সমিতি পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত হইয়াছিল, ও সেই সমিতির অনুমোদন অনু-সারে প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত একজন করিয়া সভা-পতি নিযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল; কিন্তু, পল ক্রুগার (Paul-Kruger) পর পর সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। আর প্রত্যেক দশ বৎসরের পর কমাণ্ডা ৮-জেনারেলের পদ পরিবর্ত্তনের নিয়ম থাকিলেও পি, জুবেয়ার (P. Joubert) ঐ কার্য্যে প্রথম হইতেই নিযুক্ত ছিলেন।

…তীয় পরিচ্ছেদ।

চারটার কোম্পানী। (Chartered Company.)

ট্রান্সভাল রাজ্যের উত্তরে অর্থাৎ লিমপোপো নদীর উত্তরে যে সকল স্থান জঙ্গল রূপে পরিণত ছিল, সেই সকল প্রদেশে ইংরাজদিগের বাসস্থান স্থাপন করিবার মানসে সিসিল রোডস (Cecil Rhodes) নামক জনৈক ধনশালী ইংরাজ, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশটী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, ঐ প্রদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে চারটার কোম্পানী (Chartered Company) নামক একটী কোম্পানীর সৃষ্টি করেন। ঐ কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত জেমিসন্ (Jameson) নামক আর একজন ইংরাজকে ঐ প্রদেশে পাঠাইয়া দেন।

জেমিসন ঐ প্রদেশে গমন করিয়া, একদল অস্ত্রধারী পুলিশের সৃষ্টি করেন। এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে ঐ প্রদেশীয় আদিম অধিবাসিগণকে সেই প্রদেশ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়া, স্থানে স্থানে কয়েকটী দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, ক্রমে কৃষিজীবী ইংরাজগণের বাসস্থান স্থাপিত করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ঐ প্রদেশ স্থাপিত করিতে করিতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে চারটার কোম্পানীর সহিত মাটাবেলা জাতির এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট চারটার কোম্পানীকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া, মাটাবেলা-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। যুদ্ধে মাটাবেলাগণ সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হইয়া ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করে। ঐ সময় চারটার কোম্পানীর অধিকৃত স্থান সকলের নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থান মাটাবেলাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বুয়রদিগের নিকট অপরাপর জাতির অধিকার প্রার্থনা।

সুবর্ণ-খনি সকল বাহির হইবার পর যে সকল ইংরাজ ট্রান্সভালে আসিয়া তাঁহাদিগের অধিবাস স্থাপন করেন, নানা কারণে ক্রমে তাঁহারা ট্রান্সভাল-গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করেন। সেই সকল কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিই উল্লেখ যোগ্য।

১৮৮১ সাল হইতে নিয়ম ছিল যে, ট্রান্সভাল প্রদেশে দুই বৎসর বাস করিবার পর যে কোন জাতি ঐ প্রদেশীয় রাজকার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত করিবার সময় আপনার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন; অর্থাৎ ভোটদানে তাঁহাদের অধিকার জন্মিবে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়া, দুই বৎসরের স্থানে পাঁচ বৎসর হয়। কিন্তু,

ঐ পাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, পুনরায় নিয়ম হয় যে, ১৫ বৎসর ঐ প্রদেশে বাস না করিয়া, কেহ ভোট দিতে পারিবেন না।

এই নিয়ম প্রচলিত হওয়ায়, সেইস্থানের ভিন্ন দেশীয় অধিবাসিগণ বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হন। সভাপতি তাঁহাদিগের সেই অসন্তোষ নিবারণ করিবার মানসে, পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ১৫ বৎসর স্থানে ১০ বৎসর করিয়া দিলেন; এবং আরও নিয়ম করিলেন যে, ১৫ বৎসর সেই-স্থানে বাস করিলে তিনি ঐ সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। এই সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধীনে আর একটী সভা স্থাপিত করিলেন, ও নিয়ম করিয়া দিলেন যে, দুই বৎসর কাল ঐ প্রদেশে বাস করিবার পর যে কোন জাতি এই শেষোক্ত সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন, ও চারি বৎসর অধিবাসের পর, ঐ সভার সভ্যপদ-প্রার্থী হইতে সমর্থ হইবেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, সভাপতি ক্রুগার (Kruger) পুনরায় নিয়ম করিলেন যে, ত্রিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তি অধীনস্থ সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, অথচ অধীনস্থ সভার সভ্যপদপ্রার্থীর সময় উপস্থিত হইলেও, তাহার পর দশ বৎসর সেই প্রদেশে বাস না করিলে, তিনি প্রধান সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না; স্থূল কথায়, সেই প্রদেশে বাস করিয়া যে পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই প্রধান সভায় প্রবেশ করিতে অধিকারী নহেন।

কোন বিদেশীয় লোক ঐ প্রদেশে আগমন করিলে, ১৫ দিবেসর মধ্যে তাঁহার নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে, এই কথা আইনে থাকিলেও, সেই আইনের দিকে গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতেন না। সুতরাং, বিদেশীয়গণের মধ্যে সকলে উহা জানিতেন না বলিয়া, সময়মত তাঁহাদিগের নাম রেজেষ্টারী করাইতেন না; পরিশেষে সেই দেশে অধিবেশন করিবার পর যখন তাঁহার ভোট দিবার বা সভ্যপদপ্রার্থীর সময় উপস্থিত হইত, তখন তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইত না। তিনি ১০।১২ বৎসর সেই প্রদেশে বাস করা সত্বেও, সেই সময় তাঁহার নাম রেজেষ্ট্রারীভুক্ত হইয়া, সেই দিবস হইতে তাঁহাকে সেইস্থানের অধিবাসিরূপে গণ্য করা হইত। সুতরাং, এইরূপ উপায়ে অনেককেই তাঁহাদিগের অধিকার হইতে প্রকারান্তরে বিচ্যুত করা হইত।

এই সকল কারণ ব্যতীত, সভাপতি পল ক্রুগার অপর জাতীয় লোকদিগের সহিত বুয়রদিগকে ভিন্ন চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন। যথা;—

১। বুয়রদিগের অপেক্ষা অপর জাতিকে অধিক পরিমাণ কর দিতে হইত।

২। অপর জাতিকে যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইত, বুয়রদিগের সেই কার্য্যের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প লাগিত না।

৩। স্বর্ণ-খনিতে ডিনামাইটের অতিশয় ব্যবহার হয়; কিন্তু, গভর্ণমেণ্ট ডিনামাইটের ব্যবসা একজনকে একচেটিয়া করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি তাহার মূল্য যথেচ্ছা বৃদ্ধি

করিয়াছিলেন; সুতরাং, ইহার নিমিত্ত স্বর্ণ-খনি-খননকারিগণকে বিশেষরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত।

৪। ঐরূপভাবে রেলওয়ের কার্য্য একটীমাত্র কোম্পানী একচেটিয়া করিয়া লওয়ায়, উক্ত কোম্পানী অধিক পরিমাণ মাশুল গ্রহণ করিতে ক্রটী করিতেন না।

৫। অপর কোন জাতিকে পুলিশের কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, কেবলমাত্র অশিক্ষিত বুয়রদিগের হস্তে ঐ কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইত; ইহাতে অপর জাতির বিশেষরূপ অসুবিধা হইত।

৬। গুপ্ত খরচ বলিয়া, গভর্ণমেণ্ট অযথা অর্থব্যয় করিতেন; কিন্তু, কি নিমিত্ত যে ঐ অর্থ ব্যয় হইত, তাহা অপর কাহার জানিবার অধিকার ছিল না।

এইরূপ আরও কতকগুলি কার্য্যের নিমিত্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, ঐ প্রদেশীয় অপর জাতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় ১৩,০০০ সহস্র লোক মিলিত হইয়া, তাঁহাদিগের দুঃখ বিমোচন করিবার প্রত্যাশায় ক্রুগারের নিকট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এক আবেদন করেন; কিন্তু, উহাতে কোন ফলই হয় না;—ঠাট্টা করিয়া উহা একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, পুনরায় ৩৮,০০০ সহস্র লোক মিলিত হইয়া, আর একখানি আবেদন করেন; তাহাও গ্রাহ্য হয় না। এই আবেদনকারিগণের মধ্যে অধিকাংশই জোহান্স-বার্গের অধিবাসী ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অবাধ্যতা।

জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণ যখন দেখিলেন যে, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট কোনরূপেই তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন তাঁহারা রাজবিদ্রোহী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজবিদ্রোহী হইতে হইলে, প্রথমেই কামান, বন্দুক ও গুলি বারুদের প্রয়োজন হয়; কিন্তু, তাহা সেই প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা সুকঠিন। সুতরাং, তাঁহারা সকলে চাঁদা করিয়া, অর্থের সংস্থান করিলেন ও ঐ অর্থ দিয়া ইংলণ্ড হইতে কামান, বন্দুক ও গুলি বারুদ প্রভৃতি ক্রমে "বয়লারের" ভিতর পূরিয়া ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের অগোচরে সেইস্থানে আনাইতে লাগিলেন।

সভাপতি ক্রুগারও এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, জোহান্সবার্গ ও প্রিটোরিয়া প্রভৃতি স্থানের দুর্গ সকল দৃঢ় করিতে

আরম্ভ করিলেন। জর্ম্মণী হইতে "ম্যাক্সিম" ও "ক্রুপ" নামক বৃহৎ বৃহৎ কামান সকল আনাইয়া, ঐ সকল দুর্গে স্থাপিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিসিল রোড্স্ চারটার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ জেমিসন্ সাহেবের উপর আদেশ প্রদান করিলেন যে, হঠাৎ প্রয়োজন মত যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এরূপ সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র শস্ত্র ও এক বৎসরের আহারাদির সহিত যেন ম্যাফেকিং এর সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত থাকে।

এই আদেশ তিনি হঠাৎ কেন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু, কেহ কেহ অনুমান করেন, জোহান্সবার্গের শ্বেত অধিবাসিগণ ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যে অস্ত্রধারণ করিবেন, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। কারণ, ঐস্থানের একটী স্বর্ণখনি তাঁহার ইজারার মধ্যে ছিল এবং তাঁহার ভ্রাতা কর্ণেল রোডস্ (Colonel Rhodes) সেইস্থানে থাকিয়া, ঐ খনিসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই বোধ হয়, তিনি ঐ আদেশ প্রদান করেন। *

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে, ডিসেম্বর তারিখে, ডাক্তার জেমিসন্ (Dr. Jameson) জোহান্সবার্গের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। তাহাতে এইরূপ লিখিত থাকে যে, "আমরা যখন ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের

* See Review of Reviews, February 1896.

বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিব, সেই সময় আপনি আসিয়া যেন আমাদিগকে সাহায্য করেন।"

এই পত্র প্রাপ্ত হবামাত্রই, জেমিসন ম্যাফেকিং হইতে সসৈন্যে জোহান্সবার্গের দিকে ধাবিত হইলেন। ট্রান্সভালের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার এতদূর বলবতী হইয়াছিল যে, পাছে তাঁহাকে কেহ ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান, এই আশঙ্কায় তিনি টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন করিয়া দিয়া, যাহাতে তাঁহার নিকট কোনরূপ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারে, তাহার পন্থা করিয়া আসিয়াছিলেন।

যে সময় তিনি সসৈন্যে জোহান্সবার্গ অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণ, যাঁহারা বিদ্রোহী হইবার বাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন না। এরূপ অবস্থায় সেই সময় কেন যে জেমিসন আগমন করিতেছেন, সে সম্বন্ধে ঠিক সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, হয় জেমিসন জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণের লিখিত পত্রের ভাবার্থ বুঝিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহাদিগের নিকট হইতে অপর কোন সংবাদ পাইয়া তিনি আগমন করিতেছিলেন; কিম্বা, টান্সভালের সভাপতি ক্রুগারের কৌশলে তিনি পতিত হন, অর্থাৎ এই অবস্থা জানিতে পারিয়া যে সময় জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে না পারিয়াছিলেন, সেই সময় জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণের নাম জাল করিয়া ক্রুগার তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন।

কারণ, তিনি বেশ জানিতেন, যে পর্য্যন্ত জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে না পারিবেন, সেই সময়ের মধ্যে জেমিসন আগমন করিলেই তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন। *

* See Review of Reviews, February 1896.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ক্রুগার ডর্প" নামক স্থানের যুদ্ধ।

জেমিসন এইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিবার পর, এই সংবাদ ইংলণ্ডে গিয়া উপনীত হইল। এই সংবাদ পাইবামাত্র উপনিবেশ-সচিব চেম্বারলেন সাহেব (Mr. Chamberlain) এবং সিসিল রোডস্ উভয়ে জেমিসনকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, টেলিগ্রাফের তার ইতিপূর্ব্বে তিনি ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সকল সংবাদ একেবারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না; যত দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল, সেইস্থান হইতে ঐ সংবাদ অশ্বারোহী দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। তিনি সেই সংবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, সেইস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পরিবর্ত্তে আরও অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

চেম্বারলেন সাহেব। Mr. Chamberlain.

এ দিকে সভাপতি ক্রুগার তারযোগে জেমিসনের যুদ্ধযাত্রা-সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। চেম্বারলেন সাহেব তাহার উত্তরে কহিলেন যে, "আমি ইহার কিছুই অবগত নহি বা এই কার্য্যের নিমিত্ত আমি কোনরূপ আদেশও প্রদান করি নাই।"

কেপকলোনির প্রধান রাজপ্রতিনিধি স্যার হারকিউলিস্ রবিনসন্ (Sir Herculis Robinson) এই সংবাদ অবগত হইয়া জেমিসনের উপর বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হইলেন ও এই মর্ম্মে একখানি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন যে, কোন ইংরাজ জেমিসনকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত যেন ট্রান্স-ভালের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ না করেন।

জেমিসন যখন কোনরূপেই যুদ্ধ করিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন না, তখন ক্রুগার, সেনাপতি ক্রঞ্জির অধীনে এক সহস্র বুয়রসৈন্য জেমিসনের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন।

উভয় দল সম্মুখীন হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সভাপতি ক্রুগারের পৌত্র অশ্বারোহণে জেমিসনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "এখনও যদি আপনি অস্ত্র শস্ত্র ও গুলি বারুদ আমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করিব না; আপনি অনায়াসেই এইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিবেন।"

উত্তরে ডাক্তার জেমিসন তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে সেইস্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন ও কহিলেন, "প্রিটোরিয়ায় গমন করিয়া তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পার।"

ডাক্তার জেমিসন কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রুগার্স ডর্প নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন। সেইস্থানে জেমিসন ও ক্রঞ্জির সহিত ১৮৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে, এক তুমুল যুদ্ধ হয়। সমস্ত রাত্রি ভয়ানক যুদ্ধ হইবার পর, ক্রঞ্জি জেমিসনের সৈন্যদিগকে এরূপ এক সঙ্কটময় স্থানে তাড়াইয়া লইয়া যান যে, জেমিসনের আর কোনরূপে নিস্তার পাইবার আশা থাকে না। সেই সময় ক্রঞ্জির পুত্র আহত হইয়া রণস্থলে পতিত হন। ক্রঞ্জি রক্তাক্ত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, একটী নিরাপদ স্থানে গমন করেন; সেইস্থানে তাঁহার পুত্রকে রাখিয়া, যখন তিনি প্রত্যাগমন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, জেমিসনের সৈন্যগণ

বুয়রদিগকে একেবারে পরাস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছেন ও তাঁহারা একেবারে বুয়রদিগের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রুগ্রি এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কিন্তু, পরিশেষে এক অপূর্ব্ব কৌশল বাহির করিয়া এরূপ ভাবে জেমিসনের সৈন্যগণকে এক গিরিসঙ্কটের ভিতর লইয়া গেলেন যে, অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে ক্রুগ্রির হস্তে জেমিসনকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

এই যুদ্ধে ধৃত হন :—

ডাক্তার জেমিসন্ (Dr. Jameson.)
সেনাপতি স্যার-জন-উইলোগবি (Sir John Willoughby.)
কর্ণেল গ্রে (Colonel Grey.)
৪০০ হইতে ৪৫০ জন অপরাপর কর্ম্মচারী ও সৈন্য।
৫০০ শত বন্দুক।
৮টা মেক্সিম্ কামান ও ৩টা অপর কামান।
৭৪২টা ঘোড়া ও বিস্তর গুলি বারুদ প্রভৃতি।

এই সকল লোকদিগকে কয়েদ করিয়া জোহান্সবার্গে লইয়া যাওয়া হইল। ইহাদিগকে দেখিয়া পাছে জোহান্সবার্গের অধিবাসিগণের হৃদয়ে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হয়, এই ভাবিয়া হাই-কমিসনর রবিনসন সাহেব সেইস্থানে উপনীত হইলেন ও সেই প্রদেশীয় অধিবাসিগণকে নিরস্ত্র করিয়া দিলেন।

ডাক্তার জেমিসন্ ও তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ যাঁহারা এইরূপে ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান

করিবার মানসে ট্রান্সভাল-গভর্ণমেন্ট হাই-কমিসনারের হস্তে তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন।

জোহান্সবার্গের যে সকল অধিবাসিবর্গ এই সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে ৬৪ জন ধৃত হন।

বিচারে কর্ণেল রোডস্ প্রভৃতি চারি জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়; কিন্তু, পরিশেষে [illegible] আদেশ রহিত হইয়া যায়।

অবশিষ্ট ৬০ জনের মধ্যে প্রত্যেকের ৩০,০০০ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ড ও দুই বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়; এবং সকলেই তিন বৎসরের নিমিত্ত ঐ দেশ হইতে তাড়িত হন।

বুয়র ইতিহাস সমাপ্ত।

JORASUNKO LIBRARY
NO.
CALCUTTA